শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২১

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জুন ২০২১

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে নারী ও শিশু সম্পর্কিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবে।

উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায়নারীর অংশগ্রহণ জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলেনারীর অগ্রগতি আজ দৃশ্যমান হয়েছে। নারীরা এ দেশের উন্নয়নের চালিকা শক্তি। নারীকে উন্নয়ন বৃত্তের বাইরে রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নকে সারা বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'রূপকল্প ২০২১' এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর অধিকার সুরক্ষা, সম-অধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য উন্নয়নে নারী-পুরুষের সম্মলিত অংশগ্রহণ একটি পূর্বশর্ত। অত্র মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশু উন্নয়নের সঙ্গে বেসরকারীসংস্থা, নারী সংগঠণ ও সুশীল সমাজের ব্যপক অংশগ্রহণের ফলে দেশের নারী ও শিশু উন্নয়ন অগ্রগতির সূচক জাতীয় উন্নয়নের সূচককে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের সুশাসন, সচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের নারীর উন্নয়ন গ্লোবাল নারী উন্নয়ন সূচকে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের স্থান দখল করে আছে। নারী উন্নয়নের সূচকের ধাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। সুবিধা বঞ্চিত দু:স্থ নারীদের উন্নয়নে ও নেয়া হয়েছে বিশেষ কার্যক্রম। এর মধ্যে ভিজিডি, মাতৃত্বকাল ভাতা এবং ল্যাকটেটিং মাভাতা উল্লেখযোগ্য। নারী ও শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ৪০ টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মজীবি নারীদের নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে ১০টি কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ৯৪টি ডেকেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের জন্য যত্ন ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া নারী ও শিশুর আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য **পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে সমন্বিত নীতি ২০১৩; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩; ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০৩০, নারী ও শিশুর প্রতিসহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০৩০) এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন, বাল্য বিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন** করা হচ্ছে। সরকারের ৭ম পঞ্চ-বর্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ মাত্রার আলোকে গৃহীতব্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে উঠা বিভিন্ন নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠণ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার কর্মরত কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের জন্য নিরলস ভাবে কাজের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের পরিণত করা জন্য যে অবদান রাখছেন আমি তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন।

আশা করি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নারী ও শিশু উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাফল্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচিত হবে।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গ বন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এম.পি

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে জানাই স্বাগতম।

নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে উন্নয়নে নারীর অর্থনৈতিক,পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মাত্রাকে বলিষ্ঠ করেছে। নারীরা এদেশের উন্নয়নের মূলচালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃত।নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোত ধারার বাইরে রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নকে সারা বিশ্বের রোলমডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ এর অধীস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারী ও শিশুদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় ১০.৪০ লক্ষ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদেরকে দুই বছর মেয়াদের জন্য পুষ্টি চাল প্রদান, ৭.০০ লক্ষ গর্ভবতী নারীদেরকে ৫০০ টাকা করে দুই বছর ভাতা প্রদান, ২.৫০ লক্ষ দুগ্ধবতী নারীদেরকে ৫০০ টাকা করে দুই বছর পর্যন্ত ভাতা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ, নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী ও কন্যা শিশুর প্রতিসহিংসতা প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ হ্রাস/প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়নে হোস্টেল এবং ডে-কেয়ার সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও সেবামূলক বহমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেক্টরাল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দ্বারা বাস্তবায়িত নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি, পর্যালোচনা, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে।

নারী ও শিশু সুরক্ষা ও বৈষম্য দূরীকরণে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ নারী ও শিশুর প্রতিসহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন, বাল্য বিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সনে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৩ মাস থেকে ৪ মাস করার লক্ষ্যেউদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে এবং সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম উল্লেখ করণসহ নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন ২০০৯-এ সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণে শুধুমাত্র বাবার নামের পরিবর্তে বাবা বা মায়ের নাম উল্লেখ করার বিধান রাখা হয়েছে । হয়।

সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়নের সূচক হলো বার্ষিক প্রতিবেদন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির সূচক বা পরিমাপক তুলে ধরা হলো। নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির সাফল্য জনসম্মুখে এবং জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য এবার অন্যান্য বছরের ন্যায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

আশা করি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ববর্তী বছরের অগ্রগতির তুলনায় এ অর্থবছরে নারী উন্নয়নের অগ্রগতি সূচক আরও অধিকতর দৃশ্যমান হবে যা নারী উন্নয়নের সূচকের গ্লোবাল জেন্ডারগ্যাপ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সাফল্যের হারে ক্রমোন্নয়ে পরিলক্ষিত হবে।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যারা নারী ও শিশুদের উন্নয়নে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

সূচীপত্র

ক্র নং	অধ্যায়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি**	
১.১	পটভূমি	
১.২	রূপকল্প (Vision)	
১.৩	অভিলক্ষ্য (Mission)	
১.৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মিশন স্টেটমেন্ট	
১.৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অ্যালোকেশন অব বিজনেস (AOB)	
১.৬	কার্যাবলী (Functions)	
১.৭	মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ	
১.৮	মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি বরাদ্দ	
১.৯	মন্ত্রণালয়ের বাজেট	
১.১০	জেন্ডার বাজেট	
১.১১	শিশু বাজেট	
১.১২	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থা	
১.১৩	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য ***অগ্রগতি***	
১.১৪	নারী উন্নয়ন কার্যক্রম	
১.১৫	শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম	
১.১৬	নিয়োগ ও পদোন্নতি	
২.	প্রশাসনিক	
২. ১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)	
২.২	শূন্যপদের বিন্যাস	
২.৩	অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic)পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য পদে নিয়োগ	
২.৪	শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:	
২.৫	অন্যান্য পদের তথ্য	
২.৬	নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান	
২.৭	ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)	
২.৮	ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)	
২.৯	উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা:	
৩.	অডিট আপত্তি	
৩.১	অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়মেরতালিকা:	
৪.	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)	
৫.	সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
৬.	মানবসম্পদ উন্নয়ন	
৬.১	দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
৬.২	মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের বর্ণনা	
৬.৩	প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যার বর্ণনা	
৬.৪	মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর আয়োজন	
৬.৫	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা	
৭.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
৮.০	তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন	
৯.০	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা সঙ্কট	
৯.১	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার বিবরণ	
৯.২	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ	
৯.৩	২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের বিবরণ	
১০.	মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত	

১১.	উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
১২.	প্রকল্পের অবস্থা (১লা জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)	
১৩.	অবকাঠামো উন্নয়ন	
১৪.	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	
১৫.	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন (২২টি) প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলিঃ**	
	ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প	
	খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরঃ ১২টি প্রকল্প	
	গ) জাতীয় মহিলা সংস্থার ৪টি প্রকল্প	
	ঘ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ১টি প্রকল্প	
	ঙ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২টি প্রকল্প	
১৬.	ক) ২০২০-২০২১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী)	
	খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার (পিপিএনবি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি সমূহের তালিকা	
১৭.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর অধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার	
	ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৪৩ জন ডে-কেয়ার সেন্টার	
	খ) জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার	
	গ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার	
১৮.	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল এর হোস্টেল সুপারদের নামমেইল আইডি নম্বর-ফোন এবং ই ,পদবী ,	
১৯.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল	
২০.	জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল	
২১.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সামাজিক ও মানবিক কার্যাবলী	
২২.	জাতিসংঘের ৬৩তম সিএসডব্লিউ অধিবেশনে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের যোগদান বিষয়ক সিএস ডব্লিউ প্রিপারেটরি সভা	
২৩.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত	
২৪.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ এর কর্মসূচি	
২৫.	বিশ্ব মা দিবস-২০২০ পালিত	
২৬	বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (BPFA) এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কর্মশালা	
২৭.	পথশিশু মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে	
২৮.	**জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ হাল নাগাদকরণ কর্মশালা**	
২৯.	৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ শ্রেনীর কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এবং পিপিএ-০৬, পিপিআর-০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	
৩০.	ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিন উপজেলায় বৃত্তি মূলক আবাসিক মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন	
৩১.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা- ২০২১	
৩২.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	
৩৩.	নার্সেস হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন	
৩৪.	জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশঃ জয়িতা পুরস্কার বিতরণ	
৩৫.	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা	
৩৬.	প্রধানমন্ত্রীর দুটি ইউনিসেফ পুরস্কার গ্রহণ	
৩৭.	১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস আয়োজনঃ ,	
৩৮.	Celebrating Adolescent Power, 31 July 2018- Hotel Sonargoan:	
৩৯.	**জয় মোবাইল এপস উদ্বোধনঃ**	
৪০.	Global Disability Summit, 2018	
৪১.	Workshop on Small Improvement Project (SIP)	
৪২.	৮ আগস্ট বঙ্গমাতার জন্ম দিবস এবং ১৫ আগস্ট শোক দিবস সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক সভা	
৪৩.	Local Consultative Group-Women Advancement and Gender (LCG-WAGE) সভা	
৪৪.	উইড ফোকাল পয়েন্টস্‌দের সিডও প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ-২০ ডিসেম্বর'২০ এবং উইড ফোকাল পয়েন্টস্ সমন্বয় সভা	
৪৫.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০০ তম জন্ম বার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২০	
৪৬.	SDG implementation Review Program	
৪৭	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক সহায়ক কর্মশালা	
৪৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কার্যক্রম	

৪৯.	মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক কর্ম সম্পদনা চুক্তি ২০১৬-১৭ এর সম্মাননা পত্র	
৫০.	বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা	
৫২.	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান	
৫৩.	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এপিএ বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা	
৫৪.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টি-পারপাস হলে এপিএমএস সফ্টওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা	
৫৫.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা	
৫৬.	অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (এ.ও/পি.ও)-দের নামের তালিকা	

প্রথম অধ্যায়ঃ

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি ঃ

১.১ পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী। কিন্তু নারীরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। সকল ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা জাতীয় উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর সম-অধিকার ও ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র এবং গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের নিশ্চয়তার বিধান সংযুক্ত করেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে ২০১১ সালে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অনুচ্ছেদ ১৯ (৩) সংযোজন করে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে মর্মে অঙ্গীকার করা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পূনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্য পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যান ফাউন্ডেশন গঠণ করা হয়। এ সকল কার্যক্রম তখন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ১৯৭৬ সালে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং শিশুদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি গঠিত হয়। অতঃপর ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ের মহিলা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয় যা ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। ১৯৯৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা হয়ে শিশু বিষয়ক কার্যাবলী সংযুক্ত করে মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতা নিশ্চিত করার নিমিত্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেন। যা পরবর্তীতে আরো পরিশীলিত ও উন্নত করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় কর্মপরকল্পনা প্রণয়ন করে যা হালনাগাদের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতা আসার পর শেখ হাসিনার সরকার নাগরিকত্ব নির্ধারণে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম লিপিবদ্ধ করার বিধান সংযুক্ত করে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে এবং পূর্ণ বেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে বর্ধিত করে ৬ মাসে উন্নীত করে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছ। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়ে ২৩ টি প্রকল্প এবং ২৭ টি কর্মসূচী চলমান রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের নারীর ক্ষমতায়নে, নারী উদ্যোক্তাদের দেশব্যাপী একটি আলাদা নারী বান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণসহ নানামূখী কর্মসূচী ও আয়বর্ধনমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পন্য বিপণন ও বাজারজাতকরণে জয়িতা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মজীবী নারীর সন্তানদের সুরক্ষার জন্য ১২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং কর্মজীবি নারীদের জন্য ৮টি মহিলা হোস্টেল রয়েছে।

দু:স্থ অসহায় নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভিজিডি কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামীন দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্য আপা প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য আপা প্রকল্প ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে ই-কর্মাস প্ল্যাটফরম তৈরী করে বিপণনের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার বা ন্যাশনাল টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯, মোবাইল অ্যাপস জয় তৈরী করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার, অসহায় নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং নির্যাতিত নারীদের সাময়িক আবাসনের জন্য শেল্টার হোম তৈরী করা হয়েছে। নারীদের সুরক্ষায় বিভিন্ন আইন ও বিধি যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০২০), পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮ ডিএনএ আইন ২০১৪, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছ।

১.২ রূপকল্পঃ (Vision)

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত শিশু।

১.৩ অভিলক্ষ্য: (Mission)

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

১.৪ অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমঃ

১. (ক) নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতি নির্ধারণ;

(খ) শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি নির্ধারণ;

২. মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে কর্মসূচী গ্রহণ;

৩. মহিলা ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পাদন;

৪. মহিলা ও শিশুদের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির আদান-প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৬. (ক) জাতীয় মহিলা উন্নয়ণ পরিষদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

(খ) শিশু বিষয়ক জাতীয় পরিষদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

(গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর কার্যক্রম তদারকি করণ;

(ঘ) জাতীয় মহিলা সংস্থা এর কার্যক্রম তদারকি করণ;

৭. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এর কার্যক্রম তদারকি করণ;

৮. WID (Women in Development) ফোকাল পয়েন্টস এর মাধ্যমে WID বিষয়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ করণ;

৯. নারী উন্নয়নের বিষয়ে অবদান রাখার জন্য নারী উন্নয়ন মূলক সংগঠন ও সুশীল সমাজকে উৎসাহ প্রদান ও তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

১০. সকল স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধের কার্যক্রম গ্রহণ;

১২. নারীর সমঅধিকার এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ;

১৩. নিম্নবর্ণিত দিবস পালনঃ

(ক) ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস;

(খ) অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস;

(গ) ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস;

(ঘ) ২৯ সেপ্টেম্বর-০৫ অক্টোবর শিশু অধিকার সপ্তাহ;

১৪. (ক) বেগম রোকেয়া পদক;

(খ) নারী ও শিশুদের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রদান;

১৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১৬. শিশু বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত ইউনিসেফসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ;

১৭. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন;

১৮. মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাস্য ও পরিসংখ্যান প্রদান;

১৯. মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

২০. আদালতে গ্রহণকৃত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য ফি।

১.৫ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাঃ

১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরঃ ৬৪ জেলা এবং ৪৯২ টি উপজেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অফিস রয়েছে।

২. জাতীয় মহিলা সংস্থাঃ ৬৪ জেলা এবং ৫০ টি উপজেলায় জাতীয় মহিলা সংস্থার অফিস রয়েছে।

৩. বাংলাদেশ শিশু একাডেমিঃ ৬৪ জেলা এবং ৬ টি উপজেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অফিস রয়েছে।

৪. জয়িতা ফাউন্ডেশনঃ ঢাকার ধানমন্ডিতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের অফিস রয়েছে।

৫. ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরঃ ২৭ জুলাই, ২০২০ তারিখে প্রতিষ্ঠিত।

১.৬ মন্ত্রণালয়ের বাজেটঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) বরাদ্দ ৩৪৫৭,৪৩৭৬ কোটি টাকা যা জাতীয় মোট বাজেটের ০.৭৫%।

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯ (হাজার টাকায়)
পরিচালন/অনুন্নয়ন ব্যয়	২৯৪৭,৭৯৬৩

উন্নয়ন ৫০৯,৬৪১৩
মোট ৩৪৫৭,৪৩,৭৬
রাজস্ব ৩৩২০,৪০,৬৪
মূলধন ১৩৭,০৩,১২
মোট ৩৪৫৭,৪৩,৭৬

১.৭ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত মোট প্রকল্প সংখ্যা ২৩টি।

- বিনিয়োগ প্রকল্প ১৭টি
- কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৬টি

মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা

- জিওবি ৩৭০.১৩৪১ কোটি
- প্রকল্প সাহায্য ৭০.১৬ কোটি

১.৮ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিব রাদ্দঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মোট কর্মসূচির সংখ্যা ২৭টি। মোট বরাদ্দ ৬৯.৩৪ কোটি টাকা যা মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের ০.০১৪৯%।

১.৯ জেন্ডার বাজেটঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪,৬৪,৫৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শেয়ার ১,৩৭,৭৪২ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৯.৬৫% যা জিডিপি-এর ৫.৪৩%।

বর্ণনা বাজেট ২০১৯-২০২০ (কোটি টাকায়)
নারীর হিস্যা

	বাজেট	নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৪৬৪৫৮৩	১৩৭৭৪২	২৯.৬৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৩৪৫৮	২৭৮১	৮০.৪২
উন্নয়ন	৫১০	৪৯০	৯৬.০৮
অনুন্নয়ন	২৯৪৮	২২৯১	৭৭.৭১

১.১০ শিশু বাজেটঃ

১৫টি মন্ত্রণালয়ে শিশু কল্যাণে ব্যায়িত মোট বাজেট বরাদ্দ ১০২২৯.২০ কোটি টাকা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট ৮২৬ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের ৮.০৬%।

ক্রনং	বিবরণ	বাজেট (বিলিয়ন টাকা)
১.	মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৩৪.৯০
২.	পরিচালন বাজেট	২৯.৮১
৩.	উন্নয়ন বাজেট	৫.০৯
৪.	মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৩.৮৫
৫.	পরিচালন বাজেট	১৩.১৭
৬.	উন্নয়ন বাজেট	০.৬৮
৭.	জাতীয় বাজেট	৪৬৪৬
৮.	জিডিপি	২৫৩৭৮
৯.	সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.৩১
১০.	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১৪
১১.	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৭৫
১২.	মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৫
১৩.	মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৩০

২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

২.১ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত ও কর্মরত(২০১৯-২০ অর্থ বছরে)জনবল নিম্নরূপঃ

ক) ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা		পূরণকৃত/সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা	শূন্যপদ	মন্তব্য
০১	সচিব/সিনিয়র সচিব	০১	০১	০০		
০২	অতিরিক্ত সচিব	০০	০৩	০০		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩.০২.২০১২ এবং ২২.১১.২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুসারে যুগ্ম সচিব এর ৩ টি ডিউটি পদ কে যুগ্ম সচিব/অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
০৩	যুগ্মসচিব	০৩	০৩	০০		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩.০২.২০১২ এবং ২২.১১.২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুসারে উপ সচিব এর ৬ টি ডিউটি পদ কে উপসচিব/যুগ্ম সচিব হিসেবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
০৪	যুগ্ম প্রধান (প্লাউ) নন ক্যাডার	০১	০০	০১		
০৫	উপসচিব নিয়মিত ৬ সুপারনিউমারি ২		০৮	০০		
০৬	উপ প্রধান	০১	০২	০০		
০৭	উপ প্রধান (প্লাউ) নন ক্যাডার	০১	০০	০১		
০৮	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব		১৩	১০	০৩	
০৯	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	০১	০০		
১০	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১	০১	০০		
১১	সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্লাউ) নন ক্যাডার	০১	০১	০০		
১২	প্রোগ্রামার	০১	০১	০০		
১৩	সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০০	০১		
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০০	০১		
১৫	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০০		
১৬	লাইব্রেরিয়ান	০২	০১	০১		

খ) ১০ম গ্রেড

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
০১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১৩	০৪
০২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	০৫	০৫
০৩	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০০

গ) গ্রেড ১১-২০

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	
০১	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর		০৮	-	০৮
০২	কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০২	০৪	
০৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১	০০	
০৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর		১৩	০৪	০৯
০৫	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০০	
০৬	ক্যাশ সরকার	০১	০১	০০	
০৭	অফিস সহায়ক	২৭	১১	১৬	

২.২. মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ,অধিশাখা ও শাখাসমুহঃ

ক) প্রশাসন অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)

১। প্রশাসন অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)

i) প্রশাসন-১ শাখা
ii) প্রশাসন-২ শাখাঃ
iii) প্রশাসন-৩ শাখা
iv) লাইব্রেরি শাখা

২। মবিঅ অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)

i) মবিঅ-১ শাখা
ii) মবিঅ-২ অধিশাখা (সুপার নিউমারি)

৩। সেল অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)

i) সেল শাখা

ii) জামস শাখা
iii) আইন শাখা

৪। বাজেট ও অডিট অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)
i) বাজেট শাখা
ii) অডিট শাখা
iii) হিসাব শাখা

৫। প্রশিক্ষণ অধিশাখা (সুপার নিউমারি)
৬। প্লাউ ইউনিট (যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান)
i) উপপ্রধান
ii) সিনিয়র সহকারি প্রধান

খ) উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)
১। উন্নয়ন অধিশাখা (যুগ্মসচিব/উপসচিব)
i) উন্নয়ন-১ শাখা
ii) উন্নয়ন-২ শাখা
২। পরিকল্পনা অধিশাখা (উপপ্রধান)
i) পরিকল্পনা-১ শাখা
ii) পরিকল্পনা-২ শাখা
iii) পরিকল্পনা-৩ শাখা

গ) শিশু ও সমন্বয় অনুবিভাগ (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব)
১। শিশু অধিশাখা
i) শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন শাখা
ii) বাশিএ শাখা
২। শিশুর যত্ন ও সমন্বয় অধিশাখা
i) শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন শাখা
ii) সমন্বয় শাখা

৩. মন্ত্রণালয়ের কর্ম বন্টন ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ:

প্রশাসন-১ শাখা

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি এবং সরকারি অগ্রিম গ্রহণ সংক্রান্ত ।

২. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধান, ক্যাডার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি এবং সরকারি অগ্রিম গ্রহণ সংক্রান্ত।

৩. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন ও অভ্যন্তরীণ বদলী।

৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভায়/সেমিনার/কর্মশালায় কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত ।

৫. মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সরকারি বাসা বরাদ্দ কার্যক্রম।

৬. জনবল কাঠামো নির্ধারণ, প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ।

৭. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারদের নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান সংক্রান্ত।

৮. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের না-দাবী সনদপত্র প্রদান।

৯. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচিবালয় প্রবেশ পত্র ইস্যু সংক্রান্ত।

১০. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ।

১১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাধারন ভবিষ্য তহবিল অগ্রিমের আবেদন অগ্রায়ন এবং কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর অগ্রিম গ্রহণের জিও জারীকরণ

১২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পিআরএল তালিকা হালনাগাদকরণ।

১৩. বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জাতীয় নির্বাচনে কার্যক্রম ও দায়িত্ব বন্টন।

১৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মহিলাদের চাকুরি কোটা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ।

১৫. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুজনিত দোয়া অনুষ্ঠান, শোকবার্তা প্রস্তুত ও গেজেট প্রকাশ।

১৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১.মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি এবং সরকারি অগ্রিম গ্রহণ সংক্রান্ত ।

২. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রধান, ক্যাডার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি এবং সরকারি অগ্রিম গ্রহণ সংক্রান্ত।

৩. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন ও অভ্যন্তরীণ বদলী।

৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভায়/সেমিনার/কর্মশালায় কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত ।

৫. মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সরকারি বাসা বরাদ্দ কার্যক্রম।

৬. জনবল কাঠামো নির্ধারণ, প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ।

৭. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারদের নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান সংক্রান্ত।

৮. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের না-দাবী সনদপত্র প্রদান।

৯. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচিবালয় প্রবেশ পত্র ইস্যু সংক্রান্ত।

১০. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ।

১১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাধারন ভবিষ্য তহবিল অগ্রিমের আবেদন অগ্রায়ন এবং কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর অগ্রিম গ্রহণের জিও জারীকরণ

১২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পিআরএল তালিকা হালনাগাদকরণ।

১৩. বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জাতীয় নির্বাচনে কার্যক্রম ও দায়িত্ব বন্টন।

১৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মহিলাদের চাকুরি কোটা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ।

১৫. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুজনিত দোয়া অনুষ্ঠান, শোকবার্তা প্রস্তুত ও গেজেট প্রকাশ।

১৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রশাসন-২ শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১। সকল প্রকার ক্রয় ও মেরামত সংক্রান্ত কাজ।
২। গাড়ি, ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, এসি, প্রিন্টার ক্রয় ও টিওএন্ডইভূক্তকরণ।
৩। সকল প্রকার ফরমস এ্যান্ড স্টেশনারী ক্রয়, সরকারী দপ্তর হতে সংগ্রহ ও বিতরণ।
৪। সকল প্রকার দাওয়াত কার্ড, ঈদ কার্ড, নববর্ষের কার্ড এবং ভিজিটিং কার্ড প্রস্তুতকরণ।
৫। মাইক্রোবাস ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে ভাড়া আদায় ও ব্যাংকে জমাকরণ।
৬। গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ।
৭। ড্রাইভারদের ছুটি ও অন্যান্য বিষয়।
৮। সচিবালয়ের গাড়ী প্রবেশের স্টিকার সংগ্রহকরণ ও গাড়ী মেরামত করণ।
৯। কক্ষ মেরামত, বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য সংশ্লিষ্টদের দপ্তরে পত্র দ্বারা যোগাযোগ করা।
১০। ফার্নিচার ক্রয় ও মেরামতকরণ।
১১। বিভিন্ন সভার অগ্রিম উত্তোলন ও সমন্বয়।
১২। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবস সংক্রান্ত কাজ।
১৩। সহকারী অডিট টিমকে সার্বিক সহযোগিতা করা।
১৪। অফিস স্পেস বরাদ্দ সংক্রান্ত কাজ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কক্ষ বরাদ্দ।
১৫। সংবাদপত্র সরবরাহ, বই ক্রয় এবং বিল পরিশোধ করা।
১৬। মন্ত্রণালয়ের চিঠি-পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি।
১৭। পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয়।
১৮। তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন কাজ।
১৯। সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত।
২০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সংক্রান্ত কাজ।
২১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কর্যাবলী।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১। ই-টেন্ডারের মাধ্যমে এবং কোটেশনের মাধ্যমে অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার এক্সেসরিজ, কম্পিউটার মালামাল এবং আসবাপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
২। একটি জীপ এবং একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।
৩। স্টেশনারী অফিস হতে কাগজ এবং স্টেশনারী সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর জন্য ঈদকার্ড এবং কর্মকর্তাদের জন্য ভিজিটিং কার্ড মুদ্রণ করে সরবরাহ করা হয়েছে।
৫। মাইক্রোবাস ব্যবহারকারীদের নিকট হতে ভাড়া বেতন বিল হতে কর্তন করা হয়েছে।
৬। গাড়ির জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ এবং লগবহি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৭। সচিবালয়ের প্রবেশের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গাড়ির স্টিকার সংগ্রহ করা হয়েছে।
৮। গাড়ি সচল রাখতে গাড়ি মেরামত এবং টায়ার ক্রয় করা হয়েছে।
৯। পুরাতন আসবাপত্র মেরামত করা হয়েছে এবং অকেজো আসবাবপত্র বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
১০। শোক দিবস, বিজয় দিবস, শিশু দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে।
১১। অডিট কার্য সম্পাদনে অডিট টিমকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
১২। কর্মকর্তাদের জন্য অফিস স্পেসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন অফিস স্পেসের জন্য সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে চাহিদা দেয়া হয়েছে।
১৩। প্রাধিকার মোতাবেক সংবাদপত্র সরবরাহ এবং বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
১৪। সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কাজের প্রতিবেদন প্রনয়ণ করা হয়েছে।
১৫। অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত (GRS) কাজ করা হয়েছে।

প্রশাসন ৩ শাখা :

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ করা;
২। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত ও প্রেরণ করা;
৩। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

৪। কর্মকর্তাদের নাম, কক্ষ, টেলিফোন ও ইন্টারকম নম্বর সম্বলিত তালিকা হাল নাগাদ করা;

৫। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ও বিল পরিশোধ করা;

৬। আবাসিক টেলিফোনে মডেম সরবরাহ করা;

৭। বাংলাদেশ সচিবালয় টেলিফোন নির্দেশিকা সরবরাহ করা;

৮। ইন্টারনেট বিল পরিশোধ করা।

৯। কর্মকর্তাদের আবাসিক টেলিফোনের নগদায়ন ভাতার জি.ও জারী করা;

১০। কর্মকর্তাদের আবাসিক টেলিফোনের খাত পরিবর্তন;

১১। সচিব মহোদয়ের মোবাইলের রোমিং সংযোগ সংক্রান্ত জি.ও জারীকরণ;

১২। সচিব মহোদয়ের মোবাইলের রোমিং ও লোকাল বিল পরিশোধ করা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

১. ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিমাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

২. জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রশ্নের প্রস্তুতকৃত উত্তর প্রদান করা হয়েছে;

৩. ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২ টি বৈঠকে দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪. ২০২০-২১ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে;

৫. ২০২০-২১ অর্থ বছরের এ মন্ত্রণালয়ের ইন্টারনেট বিল পরিশোধ করা হয়েছে;

৬. ২০২০-২০২১ অর্থবছর ০৩ জন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আবাসিক টেলিফোনে মডেম সংযোগের ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার জি.ও জারী করা হয়েছে;

৭. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৫ জন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আবাসিক টেলিফোনের নগদায়ন ভাতার জি.ও জারী করা হয়েছে।

আইন শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী হিসাব শাখা কাজঃ

১। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২। আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;

৩। অন্যান্য মন্ত্রণাল/বিভাগের সাথে আইনী বিষয়ে সমন্বয় করা;

৪। বিভিন্ন আদালতে মামলাসমূহ পরিচালনা করা;

৫। বিদ্যমান আইন যুগপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৬। আইনের আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকি করা;

৭। অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৮। সময়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করত সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা।

৯। পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় করা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

১। 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১' এর খসড়াটি গত ২৭.০১.২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

২। বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ পরিচালনার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

হিসাব শাখা

২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ণন বাজেট শাখাকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করা হয়েছে।

২. মন্ত্রণালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

৩. মন্ত্রণালয়ের তাৎক্ষনিক ব্যয় নির্বাহর জন্য ইমপ্রেস মানি সংরক্ষণ ও ব্যয়ের সমন্বয়ন করণ করা হয়েছে।

৪. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগসহ মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ, বেতন বিল/ভ্রমণ বিলসহ অন্যান্য সকল বিল প্রণয়ন ও পাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. ছুটির হিসাব সংরক্ষণ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের বার্ষিক হিসাব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণ ও অনুদান সংক্রান্ত তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৮. সংবাদপত্র, টেলিফোন, বিজ্ঞাপন, জ্বালানীসহ অন্যান্য সকল ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুঞ্জুরী আদেশ অনুযায়ী বিল প্রণয়ন, পাস ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকল্পে অডিট শাখাকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান কর হয়েছে।

১০. জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিল প্রণয়ন ও পাসের ব্যবস্থাকরণ এবং ব্যয় সমন্বয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. নির্যাতিত, দু:স্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিলের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করা হচ্ছে।

১২. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলীর দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

বাজেট শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম;
২. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩. বাজেট বই এর বর্ণনামূলক অংশ ও বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুতকরণ;
৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদি কর্মসূচি অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও অর্থছাড়করণ;
৬. সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের সার্বিক কার্যক্রম;
৭. অর্থ উপযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৮. অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগ ও চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার কার্যালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৯. নতুন কোড সৃষ্টি ও বরাদ্দ প্রদান;
১০. বাজেট সম্মানী সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
১১. বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
২. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
৩. বাজেট বই এর বর্ণনামূলক অংশ ও বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুত করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
৪. ৬ টি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে;
৫. চলমান ৩৩ টি অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদি কর্মসূচি অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও অর্থছাড়করণ করা হয়েছে;
৬. ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে;
৭. মন্ত্রণালয়ের বাজেট এবং কিছু কর্মসূচির অর্থ উপযোজন করা হয়েছে;
৮. ২০২০-২১ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থের হিসাব সমন্বয় করে অর্থ বিভাগ ও চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
৯. নতুন কোড সৃষ্টি ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
১০. বাজেট সম্মানী সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
১১. বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করে প্লাউ শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

জামস শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১। জাতীয় মহিলা সংস্থার সংস্থাপন ও প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
২। জাতীয় মহিলা সংস্থার কর্মকর্তা ও ত্রৈমাসিক বরাদ্দ ছাড়ের জি.ও. জারীকরণ;
৩। জাতীয় মাহিলা সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি,বেতনস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৪। জাতীয় মহিলা সংস্থার জন্য সংশোধিত আইন/নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত;
৫। জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা কমিটি ও ৫০টি উপজেলা কমিটি গঠন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।
৬। জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও নির্মান কাজ তদারকি করা;
৭। জাতীয় মহিলা সংস্থার সকল প্রকার ক্রয়/বিক্রয়/নিলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৮। জাতীয় মহিলা সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে জনবল স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, পদায়ন এবং বেতন-ভাতা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৯। জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও পরিচালনা পরিষদ কমিটি গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

১০। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১) জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী কমিটি ও পরিচালনা পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে;

২) জাতীয় মহিলা সংস্থার ৪০টি জেলা কমিটি ও ০৫টি উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে;

৩) জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকুলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দের টাকা যথাসময়ে ছাড়করণ করা হয়েছে;

সেল শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২) নারী ও শিশু পাচার সংক্রান্ত তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৩) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ/তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪) দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সহায়তা তহবিল,নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৫) অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী উন্নয়ন নীতিমালার প্রয়োগে মতামত/তথ্যাদি সরবরাহ।

৬) South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC) সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৭) "ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর" সংক্রান্ত কাজ।

৮) Child Marriage Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

৯) আইন সহায়তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন সংরক্ষণ।

১০) সেল শাখায় স্থাপিত হট লাইনে নির্যাতিত নারী ও শিশুর অভিযোগ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান।

১১) কারাবন্দী শিশু কিশোরদের মুক্তির বিষয়ে জেলা পর্যায়ে সমন্বয় সাধন।

১২) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম তদারকি।

১৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. ৯/০৮/২০২০ তারিখে "ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর" গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

২. দু:স্থ মহিলা ও শিশুদের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আর্থিক অনুদান প্রদান (১৩৬১ জনকে মোট ৫৫,৬৬,০০০/= (পঞ্চান্ন লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৩. বাল্য বিবাহ নিরোধ সম্পর্কিত জাতীয় কমিটি গঠন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত) করা হয়েছে।

মবিঅ-১ শাখা

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাদি।

২. অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বদলী, পদায়ন, ছুটি মঞ্জুর ও পেনশন সংক্রান্ত।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল ও লিয়েন মঞ্জুরী।

৪. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ।

৫. প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৬. অধিদপ্তরের গাড়ী ক্রয় গাড়ী মেরামত সংক্রান্ত।

৭. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত।

৮. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ, বিভিন্ন অভিযোগ ও কার্যক্রম প্রতিবেদন সংক্রান্ত।

৯. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ও জেলা/উপজেলা কার্যালয় মেরামত সংক্রান্ত।

১০. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমীর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রিম মঞ্জুরী।

১১. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় স্থাপন/ পদ সৃজন সংক্রান্ত।

১২. মবিঅ এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কম্পিউটার, গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরী।

১৩. দ্বিতীয় শ্রেনীর কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আপীল আবেদন শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ।

১৪. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক আদালতে দায়েরকৃত মামলার কার্যাবলী।

১৬. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব।

মবিঅ-২ অধিশাখা (সুপারনিউমারারি)

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১। সেলাই মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২। মাননীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের মনোনয়ন ক্রমে সেলাই মেশিন বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৩। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি সমাপ্ত (স্থায়ী) প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য কার্যাবলী।

৪। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত প্রকল্প সমূহের (অস্থায়ী) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ ও অন্যান্য কার্যাবলী।

৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত স্থায়ী কার্যক্রম:

(ক) জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ

(খ) জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

(গ) জয়িতা ফাউন্ডেশন;

(ঘ) দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা সংক্রান্ত কাজ।

৬। আজিমপুর লেডিস ক্লাব সংক্রান্ত কাজ।

৭। বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ সংক্রান্ত কাজ।

৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

(১) দুস্থ ও দরিদ্র মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১৯-২০অর্থবছরে বরাদ্দকৃত প্রায় ৩.০০ টাকা ব্যয়ে ৩৩২৭ (তিন হাজার তিনশত সাতাশ) টি সেলাই মেশিন ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।

(২) জয়িতা অন্বেষনে বাংলাদেশ কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ ও বিভাগ থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ৫টি ক্যাটাগরিতে সফল নারীদের মধ্য থেকে ৫ জন জয়িতা নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলের আওতায় ২৭৫০০০জন সুবিধা ভোগীর মধ্যে২,৭৪,২৮,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা বাবদ ৭৭০০০০জন মায়ের মধ্যে৭,৬১,৭৭,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ কেন্দ্রসমূহের অনুকূলে সাধারণ, বিশেষ ও স্বেচ্ছাধীন তহবিল অনুদানের আওতায় ১১,৮৩,৩০,০০০/- টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ অধিশাখা (সুপার নিউমারারি)

কার্যবন্টন অনুযায়ী শাখার কাজঃ

১. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্তমনোনয়ন ও জি.ও. জারিকরণ;

২. মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমনের জিও জারিকরণ।

৩. মাননীয় মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/প্রশিক্ষনের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ।

৪. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ।

৫. বিদেশ ভ্রমন ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গ্রহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ।

৬. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ।

৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন

২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

প্লাউ ইউনিট

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রমঃ

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নীতি এ্যাডভোকেসী ও নেতৃত্বমূলক কাজের বিষয়।

২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান বার্তাসমূহ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সম্প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।

৩. নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) সভার সাচিবিক কার্যক্রম।

৪. নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ও এর আওতায় প্রণীত কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৫. উউ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন।

৬. জেন্ডার সমতা বিষয়সমূহে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য গণমাধ্যমের কারিগরি সহায়তা
ও যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা যাচাইকরণ।

৭. সিঁডো, বেইজিং +৫, +১০, +১৫... রিপোর্ট প্রণয়ন ও অনুসরণ সংক্রান্ত।

৮. গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে জেন্ডার বিষয়ে কাজ করার জন্য যোগাযোগ এবং কর্মসম্পর্ক স্থাপন করা।

৯. ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার-এর ব্যবস্থাপনা।

১০. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আওতায় প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।

১১. পলিসি অ্যাডভোকেসী এবং জেন্ডার ইউনিট থেকে সরকার, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা;

১২. ইউনিটের কার্যক্রম বিষয়ক অগ্রগতিমূলক সাপ্তাহিক টীম মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা এবং উক্ত মিটিং-এর কার্যবিবরণী তৈরী করা।

১৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং আইএমইডি মনিটরিং ফরমেট প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

১৪. জেন্ডার বিষয়ক পলিসি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য পলিসি গবেষণার ফলাফল বিতরণ।

১৫. নারী উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটি মিটিং এবং উইড ফোকাল পয়েন্টস্ নেটওয়ার্ক মিটিং আয়োজন করা।

১৬. প্লাউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা;

১৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্রশিউর এবং নিউজ লেটার তৈরি ও বিতরণ।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নীতি এ্যাডভোকেসী ও নেতৃত্বমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

২. নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আওতায় প্রণীত কার্যপরিকল্পনা হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে ২টি কর্মশালা করা হয়েছে।

৩. WID ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে ৪টি সভা করা হয়েছে।

৪. বেইজিং+২৫ রিপোর্ট প্রণয়ন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫. উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে LCG-WAGE (Local Consultative Group-Women Advancement and Gender Equality) এর ৪ টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৬. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভ/সেমিনারের জন্য জাতীয় সংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৮ টি Talking Points/Inputs প্রদান করা হয়েছে।

৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্রশিউর হালনাগাদ করা হয়েছে।

৮. দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা (NPAN2) অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০২৫ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় শাখাকে প্রয়োজনীয় বতথ্য প্রদান করা হয়েছে।

১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.২ শিশু ও সমন্বয় অনুবিভাগঃ

শিশু শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রমঃ

০১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এর যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম।
০২. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেট ছাড়করণ।
০৩. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এর কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ/ বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত কার্যক্রম।
০৪. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সংক্রান্ত আইন, সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম।
০৫. বাংলাদেশ শিশু একডেমি এর উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে জনবল স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
০৬. আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ (CRC-Convention on the Rights of the Child) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।
০৭. অটিজম সংক্রান্ত তথ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
০৮. বইমেলা এবং বৈদেশিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু প্রতিনিধিদের অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
০৯. আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১০. শিশু বিকাশ কেন্দ্র কর্মসূচির অর্থ ছাড়সহ অন্যান্য কার্যক্রম।
১১. প্রতি বছর শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার) সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১২. ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১৩. জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১৪. শেখ রাসেল দিবস সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে চাহিত শাখা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রেরণ।
১৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ
কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

সমন্বয় শাখাঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রমঃ

১. মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন

২. মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডের মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং প্রেরণ;

৩. জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৪. এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ ও প্রেরণ;

৫. বেগম রোকেয়া দিবস উদ্যাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৬. আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৭. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক রিপোর্টসহ ৫ বছরের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৮. জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৯. স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

১০. একুশে পদক প্রদান সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

১১. মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চাসমূহ (best practice) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

১২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ

১৩. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.৩ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ

উন্নয়ন-১ শাখা

কার্যবন্টন অনুযায়ী অত্র শাখার নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে-

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী জয়িতা ফাইন্ডেশন কর্তৃক জিওবি সাহায্যে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম।

২. উন্নয়ন প্রকল্পের ৯ম ও ১০ম গ্রেডভূক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম।

৩. অর্থ বিভাগ/একনেক/এনইসি/আইএমইডি এর চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড় ও ব্যয়সহ প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য/প্রতিবেদন প্রেরণ।

৪. প্রকল্প সমূহের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার আয়োজন ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম।

৫. চলমান প্রকল্পের পদ সংরক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ এবং এসআরও জারীকরণ।

৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগে উন্নয়ন অধিশাখাভুক্ত কার্যাবলী সম্পর্কে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংসদের প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পাবলিক একাউন্টস প্রভৃতির জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রশাসন অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

উন্নয়ন-২ শাখা

কার্যবন্টন অনুযায়ী অত্র শাখার নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে-

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক জিওবি এবং বৈদেশিক সাহায্যে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম।

২. উন্নয়ন প্রকল্পের ৯ম ও ১০ম গ্রেডভূক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম।

৩. অর্থ বিভাগ/একনেক/এনইসি/আইএমইডি এর চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড় ও ব্যয়সহ প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য/প্রতিবেদন প্রেরণ।

৪. উইং এর মাসিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম।

৫. চলমান প্রকল্পের পদ সংরক্ষণ, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ এবং এসআরও জারীকরণ।

৬. ভিজিডি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের "খাদ্য নিরাপত্তা ক্লাস্টার" কমিটি'র ১২ তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-২ শাখা কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (১) দু:স্থ উন্নয়ন ভিজিডি কর্মসূচি (২) দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি (৩) কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি (৪) মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির (ল্যাকটেটিং ও মার্তৃত্বকালীন কর্মসূচি'র অংশ) তথ্যাবলি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে এবং

(খ) SDG বিষয়ে ১৫টি ইন্ডিকেটরে লীড হিসেবে অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও কো লীড ও এ্যাসোয়েট হিসেবে ৫৫টি ইন্ডিকেটরে অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে চাহিত তথ্যাদির প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগে উন্নয়ন অধিশাখাভুক্ত কার্যাবলী সম্পর্কে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সংসদের প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পাবলিক একাউন্টস প্রভৃতির জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রশাসন অধিশাখাকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়েছে। কার্যবন্টন অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা-১ শাখা

১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ,অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান।

২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ কার্যক্রম।

৩. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সাহায্য নির্ধারণ।

৪. সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে জিওবি অর্থ সমর্পণ ও অতিরিক্ত অর্থ চাহিদা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংসদের প্রশ্নোত্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'কে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মাসিক ও বার্ষিক রির্পোট প্রদান।

৭. আইএমইডি'তে আইএমইডি-০৫ ও ক্রয়সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ।

৮. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ এবং এর উপর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করণ।

৯. উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১০. পঞ্চবার্ষিকী ও অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১১. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।

১২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন।

১৩. বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে মতামত প্রদান।

১৪. বিভিন্ন কমিটি'তে মনোনয়ন প্রদান।

১৫. বিভিন্ন সভা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান।

১৬. এমটিবিএফ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

১৭. এনইসি-একনেক, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত ও পরিপত্র সম্পর্কে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহকে অবহিতকরণ।

১৮. LCBCE এবং LCG-Wage সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রকল্পসমূহের ক্রয় পরিকল্পনা, যাচাই, বাছাই সম্পন্নকরণ ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

৩. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগে আলোচনা, প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগ ও প্রকল্প অর্থ সংস্থান বিষয়ে সভা আয়োজন।

৪. করোনা কালীন সময়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার সকল প্রকল্প চলমান রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত পিইসি, ডিপিইসি এবং পিএসি সভায় অংশগ্রহণ।

পরিকল্পনা-২ শাখা

১. অত্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প প্রস্তাব এবং খসড়া উন্নয়ন নীতিমালার উপর নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রদান।

২. মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সরবরাহ।

৩. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাই পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ।

৪. ICVGD প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ।

৫. এনজিও সমূহের প্রকল্প দলিলের উপর মতামত।

৬. অত্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও সংশোধন।

৭. বেইজিং ডিক্লারেশন এর অগ্রগতি প্রতিবেদন।

৮. ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৯. অত্র মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্প প্রণয়ন,প্রক্রিয়াকরণ,অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. ICVGD প্রকল্পের কার্যক্রম সংশোধিত রুপে গ্রহণের উদ্যোগ।

৩. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের স্থায়ী ধর্মী অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রকল্প গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা, প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ ও প্রকল্প অর্থ সংস্থান বিষয়ে সভা আয়োজন।

৫. করোনা কালীন সময়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল প্রকল্প চলমান রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

৬. বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত পিইসি, ডিপিইসি সভার আয়োজন।

৭. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত পিইসি, ডিপিইসি এবং পিএসি সভায় অংশগ্রহণ।

৮. বাস্তুচ্যুত রোহিংগা নাগরিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সভা আহবান।

পরিকল্পনা-৩ শাখা

১. জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ।

২. এডিপি/আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী প্রেরণ।

৩. অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

৪. উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ফোরাম সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

৫. বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সাহায্য প্রাক্কলন।

৬. জাতিসংঘ/ইউএনডিপি/ইউনিসেফ/ইউএসএফপিএ ইত্যাদি সাধারণ বিষয়াবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

৭. মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সহায়তা প্রদান।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ,অনুমোদনও সংশোধন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. করোনা কালীন সময়ে সকল প্রকল্প চলমান রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

৪. জয়িতা ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যই-প্লাট ফরমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

৫. জয়িতা ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও প্রচারের লক্ষ্যে মেলার আয়োজনে নির্দেশনা প্রদান।

৬. মাঠ পর্যায়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে সম্মতি।

৭. সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৮. কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সম্পর্কিত পিইসি, ডিপিইসি এবং পিএসি সভায় অংশগ্রহণ।

---

৪. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪.১ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকে থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠা

১৯৭২	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়।
১৯৭৪	➲ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণকরা হয়।
১৯৮৪	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষ এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমীকে একীভূত করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়।
১৯৯০	➲ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরেউন্নীত করা হয়।

রূপকল্প (Vision)

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা মূলক কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

ভিজিডি কর্মসূচি

ভূমিকাঃ

ভিজিডি কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যা সম্পূর্ণরূপে আর্থ-সামাজিকভাবে দুঃস্থ পরিবার বিশেষত: মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। অতিদরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীত্বের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি ২ (দুই) বছর মেয়দী ভিজিডি চক্রে সারা দেশব্যাপী ১০,৪০,০০০ (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন দুঃস্থ মহিলা মাসিক ৩০ কেজির বস্তাজাত খাদ্য (চাল) সাহায্যের পাশাপাশি উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। তাছাড়া, উপকারভোগীগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রতিমাসে ২০০/- টাকা সঞ্চয় জমা করে থাকে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রারম্ভিক মূলধন গঠন হিসেবে কাজ করে। ২০০১-২০০৮ পর্যন্ত জিওবি ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির যৌথ সহযোগিতায় ভিজিডি উপকারভোগীদের খাদ্য ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ চক্র হতে ভিজিডি কার্যক্রম এককভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলার ৪৫৭২টি ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্যঃ বাংলাদেশের দারিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, যাতে তারা বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে/স্তরে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

উদ্দেশ্য: গ্রামীণ দু:স্থ পরিবার সমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং বিপণন যোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা, ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জন ক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি গুলোতে অন্তর্ভুক্তি করণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভিজিডি কর্মসূচির বাস্তবায়িত উল্লখেযোগ্য কার্যক্রমঃ

বাজেটবরাদ্দঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে খাদ্য বরাদ্দ, পরিবহণ ব্যয়, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, আপ্যায়ন ব্যয়, অন্যান্য ব্যয় এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ভিজিডি খাতে মোট ১৮৪০০৫.২৯ (এক হাজার আট শত চল্লিশ কোটি পাঁচ লক্ষ ঊন ত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং সর্বমোট ব্যয় ১৮৩৯২৯.২৫ (এক হাজার আট শত ঊনচল্লিশ কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) লক্ষ টাকা।

খাদ্যসহায়তাঃ ২০১৯-২০২০ ভিজিডি চক্রের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১০,৪০,০০০ (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাকে মাসিক ৩০কেজি হারে ৩,৭৪,৪০০ মেঃটন চাল বিতরন করা হয়েছে এবং নির্বাচিত ৪৫৬টি এনজিও'র মাধ্যমে আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচির কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভা

ভিজিডি অবহিতকরণ সভা

ভিজিডি কার্ডধারী উপকারভোগী মহিলা

৩০ কেজির বস্তায় ভিজিডি খাদ্য বিতরণ।

ক্ষেতলালে ২০১৯-২০২০ চক্রের ভিজিডি সদস্যদের নিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করণের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন, নির্বাহী অফিসার এ,এফ, এম আবু সুফিয়ান। ছবি- প্রতিনিধি

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণঃ

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের ০৯টি মডিউলের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা ও জীবিকা নির্বাহ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মাধ্যমে উপকারভোগীদেরকে একদিকে যেমন সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে, অন্যদিকে এই নারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উৎপাদন মুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

ক) জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণঃ আয় রোজগারের জন্য যেমন দক্ষতা লাগে, তেমনি জীবন ও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য নানাবিধ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়; যাকে জীবন দক্ষতা বলে অভিহিত করা হয়। উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত ও চুক্তিবদ্ধ এনজিও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত প্রত্যেক ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা (১০০%) ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ভিজিডি চক্রে ৪৬ ঘন্টার (১৩দিন) আনুষ্ঠানিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ১৭.৩০ ঘন্টার (৭দিন) রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। জীবন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিদরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। মৌলিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতন করা হয়, যা দৃষ্টি ভঙ্গি এবং আচরণ পরিবর্তন ও প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ ১) ভিজিডি কর্মসূচি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩) মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি ৪) নারীর ক্ষমতায়ন ৫) এইচআইভি/এইডস এবং মাদক ও তামাক জাত দ্রব্যের প্রভাব।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

খ) আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। নির্বাচিত প্রত্যেক ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা (১০০%) প্রথমে কমপক্ষে ৪২ ঘন্টার আনুষ্ঠানিক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলোআপ হিসেবে ২১ ঘন্টার রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। এতদ্ব্যতীত ভিজিডি উপকার ভোগী মহিলাগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনাসহ নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের উপর ধারণা পেয়ে থাকে এবং নিজস্ব দক্ষতা/চাহিদার ভিত্তিতে একটি ব্যবসা পরিকল্পনা করে থাকে। প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ ১) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ২) দেশী মুরগী ও হাঁস পালন ৩) বাড়ীর পাশে সবজী চাষ ৪) গরু ও ছাগল পালন।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

সঞ্চয়ঃ ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাগণ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় মাসে ২০০/- টাকা হারে তাদের নিজস্ব একাউন্টে সঞ্চয় জমা রাখে, যা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে কাজ করে।

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রমঃ

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির কারিগরী সহযোগিতায় সর্বপ্রথম কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের অনুকূলে রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রম শুরু হয়, যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সারা দেশে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭০ টি ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় ১৯টি সহ সর্বমোট ১৮৯টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের পুষ্টির অভাব দূর করার জন্য পাইলট কার্যক্রম হিসেবে বর্তমানে সাধারণ চালের সাথে ০৬ টি মাইক্রো নিউট্রেন্ট (ভিটামিন এ, বি ১, বি ১২, আয়রন, ফলিক এসিড, জিংক) মিশ্রণ পূর্বক পুষ্টি চাল প্রস্তুত করে (ফর্টিফাইড রাইস) বিতরণ করা হচ্ছে। রাইস ফর্টিফিকেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিজিডি কার্ডধারী মহিলার পরিবারসমূহের সদস্যবৃন্দ তথা মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের অভাব জনিত অপুষ্টির উপাদানের পরিমাণ কমে আসবে।

কর্মসূচিরনাম: দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি)

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ব্যয় বিবরণী:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	কোডনং	খাত/উপখাতে রনাম	২০২০-২০২১ মোট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ ছাড়কৃত বরাদ্দ	২০২০-২০২১ মোট ব্যয়	২০২০-২০২১ উদ্বৃত্ত/ অতিরিক্ত	মন্তব্য
১	৩৭২২১০১	ত্রাণকার্য (চাল)	১৭৪৯১৯.৪৩	১৭৪৯১৯.৪৩	১৭৪৯১৯.৪৩	০.০০	অর্থবছর শেষে খাদ্যের প্রকৃত মূল্য এবং পুষ্টি চাল কার্যক্রমে কার্ণেল ও মিশ্রণ ব্যয় নিরূপন পূর্বক ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব প্রদান করার জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে খাদ্যের প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব প্রেরণ করা হবে। ব্যয়ের হার ৯৯.৯৬%।
২	৩২২১১০৬	পরিবহন	২৮৯৫.০৪	২৮৯৫.০৩	২৮৯৫.০৩	০.০১	
৩	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০৫০.৩৩	২৯৯১.৪০	২৯৯১.৪০	৫৮.৯৩	
৪	৩২২১১০৯	ব্যবস্থাপনা	২৯৯১.৬৯	২৯৯১.৬৯	২৯৯১.৬৯	০.০০	
৫	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল, এন্ডলুব্রিকেন্ট	৮.০০	৭.৭৬	৭.৭৬	০.২৪	
৬	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন	৩.৩০	১.৬৪	১.৬৪	১.৬৬	
৭	৩২৫৫১০৫	অন্যান্যমনিহারী	১২৫.০০	১১৬.৮৩	১১৬.৮৩	৮.১৭	
৮	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৫.০০	১.৭৫	১.৭৫	৩.২৫	
৯	৩২৫৮১০১	মোটরযান	৪.০০	২.৪০	২.৪০	১.৬০	
১০	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩.৫০	১.৩২	১.৩২	২.১৮	
		সর্বমোট =	**১৮৪০০৫.২৯**	**১৮৩৯২৯.২৫**	**১৮৩৯২৯.২৫**	৭৬.০৪	
		কথায়=	একহাজারআটশতচল্লিশকোটিপাঁচলক্ষউনত্রিশহাজারটাকা	একহাজারআটশতউনচল্লিশকোটিউনত্রিশলক্ষপঁচিশহাজার	একহাজারআটশতউনচল্লিশকোটিউনত্রিশলক্ষপঁচিশহাজার	ছিয়াত্তরলক্ষচারহাজার	

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি

ভূমিকা:

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নারী ও শিশু। তাই নারীর উন্নয়ন ও শিশুর সঠিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(ঝউএ)অর্জন এবং একটি সুস্থ সবল প্রজন্ম গঠনের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর রাজস্ব খাতের অর্থায়নে শহর অঞ্চলে ‘কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল’ কর্মসূচিবাস্তবায়ন করছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে শুরু হওয়া কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী মা’দেরকে সরকার নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদানের পাশাপাশি শিশুর সঠিক পরিচর্যায় মা’দের ভূমিকা, শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টিমান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক বেষ্টনী (ঝড়পরধষ ঝধভবঃু-হবঃ) কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি।

লক্ষ্যওউদ্দেশ্য:

- টেকসইউন্নয়নলক্ষমাত্রা (ঝউএ)অর্জন;
- মাওশিশুরমৃত্যুহারহ্রাস;
- মাওশিশুরখাদ্যওপুষ্টিনিশ্চিতকরণ;
- সুস্থওসবলপ্রজন্মগঠন;
- দারিদ্রতানিরসন;
- জীবনমানউন্নয়ন।

কর্মসূচি এলাকা :

- বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে অবস্থিত বিজিএমইএএর ৩৯১টিএবং বিকেএমইএ এর১১৯টিসর্বমোট (৩৯১+১১৯)=৫১০টি পোশাক কারখানায় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৩৯টি সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভায় কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা :

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- এ কর্মসূচিটি পরিচালনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪টি কমিটি রয়েছে। যথা: (১)স্টিয়ারিং কমিটি, (২) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি (৩) উপজেলা কমিটি (৪) জেলা কমিটি ।
- জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

কর্মসূচি’রবাজেট:

- কর্মসূচি’রচলতিবছরেরমোটবাজেট : ২৭৬,৬৫,০০,০০০ (দুইশতছিয়াত্তরকোটিপঁয়ষট্টিলক্ষ) টাকা।
- উপকাভোগীরভাতাবাবদবরাদ্দ: ২৬৪,০৪,০০,০০০ (দুইশতচৌষট্টিকোটিচারলক্ষ) টাকা।
- প্রশিক্ষণবাবদবরাদ্দ১০,৩৮,৫০,০০০ (দশকোটিআটত্রিশলক্ষপঞ্চাশহাজার) টাকা।

উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতা প্রদান পদ্ধতি :

- বর্তমানে কর্মসূচির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২,৭৭,১২৫ জন।
- জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ৮০০ (আটশত) টাকা ।
- একজন উপকারভোগী একাধারে ৩ (তিন) বছর ভাতা পাচ্ছেন।
- কর্মসূচি’র উপকারভোগীদের ডাটাবেজ করার জন্য একটি MIS প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত MIS ব্যবহার করে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগীদের নিজ পছন্দের অনলাইন ব্যাংক হিসাব/ মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংক হিসাবে উঝঞ এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ :

- দারিদ্র নিরসন,মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি,খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি,শিশুর সঠিক পরিচর্যা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিশুর অটিজম ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মা’দের জ্ঞান প্রদান, বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি,স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা, শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি এবং জীবন মান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপকারভোগীদের ভাতা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যবিবরণী :

		বাজেটে ঘোষিত কার্যক্রম অগ্রগতি/পরিকল্পনা/				
অর্থবছর	উপকারভোগী রকার্ডেরবরাদ্দ	মাথাপিছু হার (মাসিক)	ভাতাপ্রদানেরচক্র	উপকারভোগীরভাতা বাবদপ্রাপ্তবরাদ্দ (১বছরে)	উপকারভোগীরভাতা রঅর্থবিতরণ (১বছরে)	সর্বশেষ অগ্রগতি

২০০৯-১০	-	-		-	-	এঅর্থবছরেকর্মসূচিটিচালুকরাহয়নাই।
২০১০-১১	৬৭৫০০	৩৫০-/	২বছর	২৮,৩৫,০০,০০০	২৮,৩৫,০০,০০০	এঅর্থবছরেকর্মসূচিটিশুরুকরাহয়েছে।
২০১১-১২	৭৭৬০০	৩৫০-/	২বছর	৩২,৫৯,২০,০০০	৩২,৫৯,২০,০০০	কার্ডসংখ্যা১০১০০বৃদ্ধিকরাহয়েছে।
২০১২-১৩	৭৭৬২৫	৩৫০-/	২বছর	৩২,৬০,২৫,০০০	৩২,৬০,২৫,০০০	কার্ডসংখ্যা২৫বৃদ্ধিকরাহয়েছে।
২০১৩-১৪	৮৫৮০২	৪০০-/	২বছর	৪১,১৮,৪৯,০০০	৪১,১৮,৪৯,০০০	কার্ডসংখ্যা৮১৭৭জনবৃদ্ধিকরাহয়েছে
২০১৪-১৫	১০০০০০	৫০০-/	২বছর	৬০,০০,০০,০০০	৬০,০০,০০,০০০	কার্ডসংখ্যা১৪১৯৮জনবৃদ্ধিকরাহয়েছে।
২০১৫-১৬	১২০০০০	৫০০-/	২বছর	৭২,০০,০০,০০০	৭২,০০,০০,০০০	কার্ডসংখ্যা২০০০০জনবৃদ্ধিকরাহয়েছে।
২০১৬-১৭	১৮০৩০০	৫০০-/	২বছর	১০৮,১৮,০০,০০০	১০৮,১৮,০০,০০০	২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬০৩০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৭-১৮	২০০০০০	৫০০-/	২বছর	১২০,০০,০০,০০০	১২০,০০,০০,০০০	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৯৭০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৮-১৯	২৫০০০০	৮০০-/	৩বছর	২৪০,০০,০০,০০০	২৪০,০০,০০,০০০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০০০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০১৯-২০	২৭৫০০০	৮০০-/	৩বছর	২৬৪,০০,০০,০০০	২৬৪,০০,০০,০০০	২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫০০০ জন উপকারভোগী বৃদ্ধি করা হয়েছে
২০২০-২১	২৭৫০০০	৮০০-/	৩বছর	২৬৪,০০,০০,০০০	২৬৪,০০,০০,০০০	জিটুপিপদ্ধতিতেভাতাপ্রদানকরাহয়েছে।

শুরুহতেএপর্যন্তমোট৭,৫৮,৪০২জন উপকারভোগীকে ভাতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রাজবাড়ীজেলারসদরস্থপৌরসভায়২০১৯-২০অর্থবছরেউপকারভোগীদের অনলাইনেভাতাপরিশোধেরজন্যমোবাইলব্যাংকহিসাবখোলাহচ্ছে।

ল্যাকটেটিংমাদার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমস্যা, সমাধান ও নতুন কৌশল উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালারতথ্যচিত্র।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা প্রদান কর্মসূচিকে একত্রিত করে NSSS (National Social Security Strategy) এর নির্দেশনা অনুযায়ী মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে ৭টি বিভাগের ৭টি উপজেলা এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিজিএমইএএর নির্দিষ্ট ৩টি এবং বিকেএমই এর নির্দিষ্ট ৩টি কারখানায় মাতৃত্বকালওল্যাকটেটিংকর্মসূচিরউন্নতসংস্করণ (Improvement Maternity & Lactating Mother Allowance-IMLMA) নির্দেশিকা অনুযায়ী মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরও ১৮টি উপজেলাসহ মোট ২৫টি জেলা/উপজেলায় এবং চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে আরও ৪১টি জেলা/উপজেলাসহ ৬৬টি জেলা/উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা/উপজেলায় মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি মাসে উপকারভোগীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, উপকারভোগী নির্বাচন এবং ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme) এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ

১। কার্যক্রমের নাম : "জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ" শীর্ষক কার্যক্রম।

২। কার্য এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৩। বাস্তবায়নকাল : রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

৪। অর্থ-বছর : ২০২০-২১

৫। আর্থিক উৎস:

ক্রমিক নং	মোট টাকা (লক্ষ টাকায়)	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	দাতা সংস্থার নাম	মন্তব্য
১.	১৪০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ)	১৪০.০০ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ)	-	-	-

৬। কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণীত করা;
- নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধক তা মোকাবেলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা,ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
- আন্তর্জাতিক নারীনির্যাতনপ্রতিরোধপক্ষওবেগমরোকেয়াদিবসেরমূলচেতনারসাথেসংগতিরেখেগতানুগতিকতারউর্ধ্বেউঠেদিবসগুলোযথাযথভাবেউদযাপনকরা।

নীতিমালার আলোকে ৫টি ক্যাটাগরি:

১. অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী;
২. শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী;
৩. সফল জননী নারী;
৪. নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোম জীবন শুরু করেছেন যে নারী; এবং
৫. সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী।

বাস্তবায়ণ কৌশল :

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাইপূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরীতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত মহিলার প্রস্তাব সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্তসহ উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে একজন করে শ্রেষ্ঠ মহিলার প্রস্তাব জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরীর প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।

- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন জয়িতার তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

৭। <u>২০১৯-২০ অর্থ-বছরেঅগ্রগতি:</u>

৮ টি বিভাগের ৬৪ টি জেলা হতে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৬৯৭৫ জনের আবেদন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ২০৯৫ জন, জেলা পর্যায়ে ৩২০ জন এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৪০ জন জয়িতা নির্বাচন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জন জয়িতার মধ্য হতে ৫ ক্যাটাগরীতে ৫ জন জয়িতাকে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়।

<u>২০২০-২১ অর্থ-বছরেঅগ্রগতি:</u>

উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে জয়িতা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।বিভাগীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জন জয়িতার মধ্য হতে জাতীয় পর্যায়ে ৫ ক্যাটাগরিতে ৫ জন নির্বাচিত জয়িতাকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১ এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রান্তে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রান্তে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মেধা পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন। পরে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি পদক প্রাপ্তদের সঙ্গে গ্রুপ ছবিতে অংশগ্রহণ করেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা'

ভূমিকা :

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের টেকসই সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী উন্নয়ন। বর্তমান সরকার "রুপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত করছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তথা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিসমূহের/ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র "অঙ্গনা"প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পন্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের সহায়তা করার মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- অঙ্গনার মাধ্যমে সারা দেশব্যপী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- অঙ্গনার মাধ্যমে নারীরা আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হলে নারী ও পুরুষের বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের দারিদ্র বিমোচন হবে।

মালামাল সংগ্রহ:

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয় এর প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মহিলাদের তৈরীকৃত মানসম্মত যুগোপযোগী দ্রব্যাদি।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধিত মহিলা সমিতির সদস্যদের তৈরীকৃত মানসম্মত দ্রব্যাদি।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরীকৃত মানসম্মত দ্রব্যাদি।

মূল্য নির্ধারন ও বিক্রয়:

যাচাই বাছাই কমিটিকর্তৃক যে সব দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় শুধুমাত্র সেই সব দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের সাথে ৫% মুনাফা যোগ করে দ্রব্যাদির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

- মালামাল পাকা রশিদের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।
- মালামাল একদরে বিক্রয় করা হয়, বিক্রিত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না।
- অঙ্গনার বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যংকের হিসাবদ্বয়ে জমা দেয়া হয়।

বিল পরিশোধ:

অঙ্গনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত মালামালের বিল অঙ্গনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সহকারী পরিচালক (মার্কেটিং) এর যৌথ স্বাক্ষরে অঙ্গনার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসাব হতে A/C Payee চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সমিতি/ব্যক্তিকে পরিশোধ করা হয়। মুনাফার অর্থ প্রতি অর্থবছর শেষে সরকারী কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়া হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার আর্থিক অবস্থা

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত ৬,৪৫,১২৫/- (ছয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার একশত পঁচিশ)টাকারমালামাল বিক্রয় করা হয়েছে ।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার মাধ্যমে বিক্রয়কৃত অর্থের ৫% মুনাফা ৩১,৭৬৬/০১ (একত্রিশ হাজার সাতশত ছেষট্টি টাকা এক পয়সা)টাকা অর্থবছর শেষে চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অঙ্গনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সরবরাহকৃত মালামালের বিল বাবদ ৮,৫১,৬৫৫/-(আট লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) টাকার চেক উদ্যোক্তাদের বিতরণ করা হয়েছে।

অঙ্গনার সাফল্য:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র অঙ্গনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের তৈরিকৃত মালামাল সরবরাহ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। অঙ্গনার মাধ্যমে প্রতিবছর নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবেই অঙ্গনা সরাসরি নারী উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ও সরকারের বার্ষিক আয়ে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ

জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম। নারী উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে সরকারের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা এবং ৪৩০ টি উপজেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । তন্মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনকল্পে এবং তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন করা হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিগুলোকে অনুদান প্রদান কার্যক্রম পশ্চাদপদ নারী সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে অনুদান বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে দরিদ্র নারীদের কল্যাণে অবদান রাখছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের মধ্যে নিম্নেবর্ণিত অনুদান প্রদান করা হয়েছে:

সাধারণ অনুদানঃ

শ্রেণির ধরণ	টাকার হার	সমিতির সংখ্যা	টাকা
ক শ্রেণিভুক্ত সমিতি	৪০,০০০/-	৯০০ টি (৯০০X৪০,০০০)	৩,৬০,০০,০০০/-
খ শ্রেণিভুক্ত সমিতি	৩০,০০০/-	১১০০ টি (১১০০X৩০,০০০)	৩,৩০,০০,০০০/-
গ শ্রেণিভুক্ত সমিতি	২৫,০০০/-	১৫১৭ টি (১৫১৭X২৫,০০০)	৩,৭৯,২৫,০০০/-
মোট =		৩৫১৭ টি সমিতি	১০,৬৯,২৫,০০০/-

বিশেষ অনুদানঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১২৮টি সমিতিকে ৫০,০০০/- টাকা হারে (১২৮X৫০,০০০/-)=৬৪,০০,০০০/-) চৌষট্টি লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

স্বেচ্ছাধীন অনুদানঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান হিসাবে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি

১.	কর্মসূচির নাম	:	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি
২.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০০৭- হতে শুরু হয়ে চলমান রয়েছে।
৩.	২০২০-২০২১অর্থ বছরে ভাতা ভোগীর সংখ্যা	:	৭,৭০,০০০জন
৪.	২০২০-২০২১অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	৭৫৩,৯৭,৩০,০০০/-(সাত শত তেপ্পান্ন কোটি সাতানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার)
৫.	কর্ম এলাকা	:	৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলা।
৬.	কর্মসূচির উদ্দেশ্য	:	ক) দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস
			খ) শিশুর ১০০০দিনের পুষ্টি নিশ্চিত করা।
			গ) গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণের হার বৃদ্ধি।
			ঘ) প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবার হার বৃদ্ধি।
			ঙ)মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি।
			চ) ইপিআই ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বৃদ্ধি
			ছ)জন্মনিবন্ধন উৎসাহিত করা।
			জ) বিবাহ নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ।
৭.	কর্মসূচির কায়ক্রম	:	১।প্রতি ভাতা ভোগী পছন্দমত মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে মাসিক ৮০০/-টাকা হারে ৩ বছর ভাতা প্রদান। ২। ভাতাভোগীকে শিশু পরিচর্যা,স্বাস্থ্য,টিকা ও জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৮.	নতুন উপকারভোগী নির্বাচনের অবশ্যকীয় শর্তাবলী	:	ক)কর্মসূচির বিদ্যমান নীতিমালা ও প্রেরিত নির্দেশনা অনুসরন করতে হবে; খ) উপকারভোগীর বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছর; গ) প্রথম অথবা দ্বিতীয় গর্ভাবস্থা হতে হবে; ঘ) প্রত্যেক উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যিক; ঙ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজ নিজ পছন্দের সক্রিয় অনলাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক (বিকাশ/রকেট/শিউরক্যাশ) হিসাবে হবে। চ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজ স্ব মোবাইল নম্বর থাকতে হবে;
৯.	G2P(Government to person) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান	:	মাসিক ৮০০/- (আট শত টাকা) হারে উপকারভোগীকে তার পছন্দ মত নিজস্ব অনলাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে G2P(Government to person)পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

মাওশিশুসহায়তাকর্মসূচি

১.	কর্মসূচির নাম	:	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, ২০১৫ নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যমান মাতৃত্বকাল ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা ভাতা কর্মসূচির সমন্বিত এবং উন্নত সংস্করণ)
২.	বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই ২০১৯ হতে শুরু হয়ে চলমান রয়েছে।
৩.	কর্মএলাকা	:	৮টি বিভাগের ৬৬টি উপজেলা এবং গাজীপুর জেলার বিজেএমইএ ও বিকেএমইএ এর আওতাধীন গার্মেন্টস সমূহ।
৪.	কর্মসূচিরউদ্দেশ্যে	:	দরিদ্র গর্ভবতী মা ও স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মায়ের গর্ভকালীন যত্ন থেকে শুরু করে শিশুর জন্মের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১০০০ দিনে শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশে অবদান রাখা।
৫.	কর্মসূচিরকার্যক্রমওপ্রশিক্ষনেরবিষয়	:	১. প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চলবে। ২.গর্ভ ধারণ নিশ্চিত হওয়া মাত্র দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবারের মায়েদের অনলাইন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিমাসে কর্মসূচিতে নিবন্ধিত হবেন। ৩.সুবিধাভোগী মা প্রতিমাসে তার পছন্দনীয় মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে ৮০০ (আট শত) টাকা আর্থিক সহায়তা ৩৬ মাস তার একাউন্টে পাবেন। ৪. এ সময় তারা ৪টি ANC সম্পন্ন করবেন। গর্ভকালীন সময়ের স্বাস্থ্য সেবা ও যত্ন পাবেন , টিকা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মায়ের বুকের দুধ, পুষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতায় নিয়মিত অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ৬. শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করবেন এবং উদ্দিপনা মূলক শৈশবকালীন যত্ন নিশ্চিত করবেন, বুকের দুধ, পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ৭.গর্ভবতী মা ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য মা ও শিশুর পুষ্টি ও যত্ন সম্পর্কিত আচরণ পরিবর্তন আনয়নের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।
৬.	নতুন উপকারভোগী নির্বাচনের অবশ্যকীয় শর্তাবলী		ক) কর্মসূচির বিদ্যমান নীতি মালা ও প্রেরিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে; খ) উপকারভোগীর বয়স ২০ থেকে ৩৫ বছর; গ) প্রথম অথবা দ্বিতীয় গর্ভাবস্থা হতে হবে; ঘ) প্রত্যেক উপকারভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র আবশ্যিক; ঙ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজ নিজ পছন্দের সক্রিয় অনলাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক (বিকাশ/রকেট/শিউরক্যাশ) হিসাবে হবে। চ) প্রত্যেক উপকারভোগীর নিজস্ব মোবাইল নম্বর থাকতে হবে;
৭.	G2P (Government to person) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান		মাসিক ৮০০/-(আট শত টাকা) হারে উপকারভোগীকে তার পছন্দ মত নিজস্ব অন-লাইন ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে G2P (Government to person)পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

সেলাই মেশিন

নারীর আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা উপজেলা কার্যালয়ে সেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষিত নারী এবং সেলাই কাজে দক্ষ দুঃস্থ ও অসহায় নারী সেলাই মেশিনের অভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের উৎপাদনের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রতি অর্থ বছর নির্ধারিত খাতে প্রদত্ত থোক বরাদ্দ হতে সেলাই মেশিন ক্রয় করে মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ২৯,২১৮ টি পা-চালিত সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছেএবং তা বিতরণ করা হচ্ছে।তাছাড়া চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩ (তিন) কোটি টাকার ৩,৩২৭ টি সেলাই মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। যা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দের জিও প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিতরণকরা হচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি

নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নে সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচিত বিভিন্ন ইস্যুর উপর ইতিবাচক মনোভাব ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি শাখার মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচাররোধ, কর্মস্থলে যৌন হয়রানী রোধ, অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজ এ্যাবিলিটি,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বিষয়ক ও NCWCD প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অত্র শাখা হতে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

১। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ : বাংলাদেশ সরকার জাতি সংঘের ঘোষিত MDG এর ৮টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বাল্য বিবাহ ও পুষ্টির অভাব শতভাগ পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ২০১৫-২০৩০ সালের জন্য ঘোষিত SDG5 এ উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে:

●মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে বিশেষ করে মহিলা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও মসজিদের ইমামদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক এবং অবহিতকরণ সভা, মানববন্ধন,আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করা। এছাড়া অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে উক্ত বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

●বাল্যবিবাহ পড়ানো হবে না মর্মে কাজী ও পুরোহিতদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নামা গ্রহণ,ভিডি ও প্রদর্শনী, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

●বাল্যবিবাহ রোধে মাঠ পর্যায় হতে মাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

●জুলাই' ২০ হতে জুন' ২১ পর্যন্ত মোট ১৫৭৭ জন শিশু বাল্যবিবাহ হতে পরিত্রাণ পেয়েছে। উক্ত শিশুদের নাম ও ঠিকানা জেলা/উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

২। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধ:

- কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে মহামান্য আদালতের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীটপিটিশন এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি Complaint কমিটি রয়েছে।
- ●অধিদপ্তরের নীচ তলায় একটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে।
- ●সংরক্ষিত অভিযোগ বাক্সটির অবস্থান সম্পর্কে সকলকে জানানোর লক্ষ্যে ভবনের প্রতি তলায় ছোট নির্দেশক চিহ্ন সম্বলিত বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
- ●অভিযোগকারী লিখিতভাবে অভিযোগ প্রদান করতে পারেন।
- ●Complaint কমিটির সভা প্রতি দুই মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়।
- ●৬৪ টি জেলার উপপরিচালকের কার্যালয়ে Complaint কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩। অটিজম বিষয়ক :

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজ এ্যাবিলিটি বিষয়ক একটি সেল গঠন করা হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভিজিডি কর্মসূচি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব কর্মসূচির প্রশিক্ষণ মডিউলসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উঠান বৈঠকে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

● মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৩৭ জন জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

● অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক জুলাই' ২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত ৮০১৮টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৪,২৪,১৯০ জন উপকারভোগীকে সচেতন করা হয়।

● মাঠ পর্যায় হতে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৪। মানব পাচার প্রতিরোধ:

● মানব পাচার প্রতিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে আলোচনা সভা ও উঠান বৈঠক করেন। মানব পাচার প্রতিরোধে মাঠ পর্যায় হতে মাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

● মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কে জুলাই'২০ হতে জুন'২১ পর্যন্ত ১৬,৬৫০টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ৮,৬৩,৪৭০ জন উপকারভোগীকে সচেতন করা হয়।

৫। জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) সংক্রান্তঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১১/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) এর সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বিস্তারিত) প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমাসে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সভা আহ্বানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বিষয়ক:

● ''শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ" এবং ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরে বিগত ২১/০১/২০২১ তারিখে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে উপপরিচালক, পরিবীক্ষণ,সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি দায়িত্ব পালন করছেন।

● উক্ত কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির কর্মপরিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, কমিটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম, পোষ্টার, লিফলেট, বিলবোর্ড, ফেষ্টুন, ব্রুশিয়ার ইত্যাদি কার্যক্রম প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৭মার্চ'২০২০ হতে ১৬ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত সময়কে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে অত্র শাখা হতে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যা নিম্নরুপ-

● মুজিব বর্ষের লোগো ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান।

●মুজিব বর্ষ সম্বলিত কোটপিন তৈরী ও বিতরণ ।

●মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ের জন্য অভিন্ন খাম,কলম ও নোট প্যাড তৈরী ও বিতরণ ।

●অধিদপ্তরের প্রতি ফ্লোরে নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান,ছবি,উক্তি ও বাণী ডিসপ্লে।

●ভবনের নীচ তলায় একটি LED TV স্থাপন ।

বিভন্ন দিবস উদযাপন

নারী উন্নয়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে নারী ইস্যুভিত্তিক ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াদি তৃণমূল পর্যায়েও গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে এবং সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলা সহায়তা কর্মসূচী সমূহে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন করা হয়।

১৫ আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকী ২০২০

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকীতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিবার, প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা ও জেলাধীন উপজেলাগুলোর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

১৫ আগস্ট সূযোর্দয়ের সাথে সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

১৫ আগষ্টসকাল ৭:৩০ থেকে কোরআনখানি, ১ মিনিট নিরবতা পালন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কালো ব্যাজ ধারণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মন্ত্রণালয়ের সাথে একত্রিত হয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।।

কোভিড-১৯ এর কারণে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থা একত্রিত হয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বদরুন নেছা।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

‘‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস’’ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, মানব বন্ধন, র‍্যালী ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ভার্চুয়ালী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেনমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব পারভীন আখতার

এছাড়া''জাতীয় কন্যা শিশু দিবস'' উপলক্ষে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়।

বেগম রোকেয়া দিবস

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বেগম রোকেয়া দিবস ২০২০ উদযাপন করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকাল ১০:০০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে বেগম রোকেয়া পদক, ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রওশন আক্তার।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীর অগ্রযাত্রায় অবদানের জন্য ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০২০' সম্মাননা প্রদান করেন। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস

''মহান বিজয় দিবস'' ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস (৫ তলা) হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে জেলা এবং জেলাধীন উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য দিন।

৮ মার্চ সকাল ১০:০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ০৫(পাঁচ)জন জয়িতাকে জয়িতা সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজননেত্রী শেখ হাসিনা । সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Mia Seppo Country Representative, UN women.
স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মাননীয় সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সারা দেশব্যাপি দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার (৮ মার্চ, ২০২১) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন প্রান্তে যুক্ত হয়ে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতাদের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন -ফোকাস বাংলা নিউজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা এবং ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দিবসটি উদযাপন করা হয় ।

মহান স্বাধীনতা দিবস

‘‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’’ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়েজেলা এবং জেলাধীন উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মা দিবস

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে মা-দিবস উদযাপন স্থগিত রাখা হয়।

লাইব্রেরী

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জনসংযোগ শাখায় সংযুক্ত লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বিভিন্ন আইন বিষয়ক (চাকুরী বিধিবিধান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন), প্রশিক্ষণ বিষয়ক, কম্পিউটার, জেন্ডার সংক্রান্ত তথ্যসম্বলিত বই পুস্তক মহিলা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন একাডেমী

জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এবং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কাযালয়, সকল চলমান কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। নারীর সার্বিক উন্নয়নে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। সে বিবেচনায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বল্প শিক্ষত, দুঃস্থ মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ০৭টি জেলায় আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। যেখানে মহিলাদের আয়বর্ধক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

অনাবাসিক প্রশিক্ষণ :

১। **প্রধান কার্যালয় :** কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭১৬জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ : স্বল্প শিক্ষিত বেকার নারী কর্তৃক ফি প্রদানের মাধ্যমে ০৪ (চার) মাস মেয়াদে দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, ব্লক-বাটিক এন্ড টাইডাই ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১অর্থবছরে ৪৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০২০-২১অর্থ বছরে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৭টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলাধীন উপজেলাসমূহের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২টি সেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : অত্র দপ্তরের ৯ম তলায় অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত উন্নত মানের ল্যাব ০৪ (চার) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০২০-২০২১অর্থ বছরে ২৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২। **উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)**

গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। ৬৪ জেলার ১৩৬টি উপজেলায় এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস। উপজেলা পর্যায়ে ৩০জন স্বল্প শিক্ষিত এবং দু:স্থ মহিলাদের দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

দেশের সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ আজ দৃশ্যমান। নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ০৭টি জেলায় ০৭টি আবাসিক এবং ০১টি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের স্বল্প শিক্ষিত মহিলাদের কৃষি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে নিরাপদ আবাসন ও নারীবান্ধব পরিবেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেলে বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

১। শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর

নারীর দক্ষতা ও ক্ষমতায়নে এই প্রশিক্ষণ একাডেমী ১৯৯৮ সনে গাজীপুর জিরানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী মহিলাদের বিউটিফিকেশন, মোবাইলফোন সার্ভিসিং, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্ণিত ট্রেডসমূহে ৩ মাসে (৪টি ব্যাচে) মোট ১৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের সময় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতিব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয় শত) টাকা প্রদান করা হয়। সকল ট্রেড কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৪৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এর যৌথ উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৩ মাস এবং প্রত্যেক ব্যাচে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২। গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরানী, গাজীপুর (অনাবাসিক)

কৃষিক্ষেত্রে ও নারী সমাজ পিছিয়ে নেই। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলাদের সমন্বিত কৃষি ও মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯২সনে যাত্রা শুরু করে। প্রতিব্যাচে ১৫জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকলীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৩। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাভার, জিরাবো, ঢাকা

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা এখানে মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ, পেষ্ট্রী এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট, ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং, বেসিক কম্পিউটার এবং হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। পেষ্ট্রী এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। বর্ণিত ৫টি ট্রেড সমূহে ০৩ মাস ব্যাপি ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতিব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয় শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মহিলাদের কৃষি কাজে আরো বেশি উন্নত করার লক্ষ্যে সাভার জিরাবোতে বিগত ১৯৮৫ সনে এইপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় এবং ১৯৯১ সনে প্রতিষ্ঠানটি রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়।

৪। বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিঘারকান্দা, ময়মনসিংহ

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের নামে ১৯৯৫ সালে দিঘার কান্দা, ময়মনসিংহ-এ বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কেন্দ্রে হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ারগিভিং, বিউটিফিকেশন, ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং (আবাসিক, অনাবাসিক) এবং কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ জনশক্তি রূপে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিউটিফিকেশন ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের এর সাথে এফিলিয়েটেড। প্রতিব্যাচে ০৪টি ট্রেডে ১৫০ করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতিব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয়শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১অর্থ বছরে ১৬২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৫। মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট

খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রে বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ডটে ইলারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩টি ট্রেডই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এ ফিলিয়েটেড। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০ (নয় শত) টাকা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৫৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রতিব্যাচে ১০০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬। মহিলা হস্তশিল্প এবং কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর

দিনাজপুর অঞ্চলে স্বল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২০০৪ সনে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১২ সনে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। এ কেন্দ্রে আধুনিক গার্মেন্টস, ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং এবং বেসিক কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ড্রেসমেকিংএন্ড টেইলারিং ট্রেডটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে এফিলিয়েটেড। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয় শত) টাকা প্রদান করা হয়। বছরে ০৪ টি ব্যাচে ৬০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে ০৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১২০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৭। মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কমপ্লেক্স সারিয়াকান্দি, বগুড়া

নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নকল্পে বগুড়া জেলাধীন সারিয়াকান্দি উপজেলায় মা-ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ উন্নয়ন কমপ্লেক্স ২০০০ সনে স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৬ সনে এটি রাজস্বখাত ভুক্ত হয়। একেন্দ্রে কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্স মটরসাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ভাতা হিসেবে ৯০০(নয় শত) টাকা প্রদান করা হয় । প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ০৩ মাস মেয়াদে বছরে ০৪টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে MOUএর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

৮। <u>মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী</u> রাজশাহী জেলার সদর উপজেলার সপুরায় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০১ সনে স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০০৮ এর জুলাই মাস হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর হয়। এখানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ প্রাদন করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ দিন। ০৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর থাকা, খাওয়া ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরকার থেকে বহন করা হয় এবং প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। বছরে ১৪ ব্যাচে ৬০ জন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২১৩ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৫দিন মেয়াদে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩য় শ্রেণি কর্মচারীদের স্টাফ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০২০-২০২১অর্থবছরে ৩৪জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

স্মারণী

(জুলাই২০২০ থেকে জুন২০২১)

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগীসংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীরে সংখ্যা
জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	বৃত্তিমূলকপ্রশিক্ষণ	২৭০	-	৬৯জন
	ই-ফাইলিং			৯৫জন
	ই-ফাইলিংরিফ্রেসার্স			১৩৩জন
	চাকরি বিধানাবলী প্রশিক্ষণ			৫০জন
	পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮বিষয়ক প্রশিক্ষণ			৬৮জন
	শুদ্ধাচার ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ			৪২জন
	এপিএ (বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা চুক্তি) প্রশিক্ষণ			৪২জন
	অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ			৪৫জন
	গুড গভর্নেস প্রশিক্ষণ			২৫জন
	উদ্যোক্ত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ			২৫জন
	দূর্যোগ মোকাবেলা এবং ব্যস্থাপনা প্রশিক্ষণ			২৫জন
	এস,ডি,জি প্রশিক্ষণ			৫০জন
	শিষ্টাচার ও আচারণ বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ			২৫জন
	আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ			৪৬জন
অন্যান্যপ্রতিষ্ঠান	উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ			০৪জন
	Public Procurement Management প্রশিক্ষণ			০১জন
	Leadership and Strategic Planing (11th batch প্রশিক্ষণ			০১জন
	Capacity Building Training for the Officials of the Ministry of Commerce on the Trade policy and Regulatory Framework প্রশিক্ষণ			০১জন
	Sampling Data Collection and Questionnaire Development including administrative data প্রশিক্ষণ			০১জন
	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং কর্মজীবী নারী যৌথভাবে জেন্ডার এন্ড উইমেন হিউম্যান রাইটস			০১জন
	ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ			০১জন
	Health Sector Response to Gender Based Violence (GBV)			১৬জন

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগীসংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীরে সংখ্যা
	দিপ্ত-এ ফাউন্ডেশন ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কর্মসূচি বিষয়ক ধারণা এবং কর্মকান্ড সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ			১০জন
	নারী গৃহকর্মী সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ: আমাদের করণীয় প্রশিক্ষণ			০৪জন
	Disaster Impact Assessment (DIA) এবং Digital Risk Information Platform (DRIP)			০১জন
	Project Planing and Management (PPM)			০১জন
	International Organizational for Migration (IOM) Bangladesh			০২ জন
	PPR 2008 and Public Procurement Management			০১ জন
			উপমোট=	৭৮৫জন
প্রধান কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	১। দর্জি বিজ্ঞান ২। ব্লক, বাটিক এন্ড টাইডাই ৩। এমব্রয়ডারী	৩০ ৩০ ৩০	০৩টি	২৪জন ১২জন ৭জন
	১। কম্পিউটার বেসিক উইন্ডোস অপারেশন এবং অনলাইন আউটসোর্সিং টেকনিক	২০	০৩টি	২৬ জন
			উপমোট=	৬৯ জন
শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী,গাজীপুর (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন ২। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ৩। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ৪। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৫। ইন্ডষ্ট্রিয়াল সুইংমেশিন অপারেটর এন্ড মেইনটেনেন্স	৩০ ১০ ৬০ ৩০ ৩০	০৪টি	৩৯জন ৬১জন ৭৬জন ৪৫জন ২৭জন
গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র জিরানী,গাজীপুর (অনাবাসিক))	১। সম্বলিত কৃষি ও মৎস্য চাষ	১৫	০৪টি	৩০জন
মহিলা কৃষি প্রশিক্ষন কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার, ঢাকা(আবাসিক)	১। মাশরুম ও জৈব চাষাবাদ ২। পেষ্ট্রি এন্ড বেকারী প্রোডাক্ট ৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৪। বেসিক কম্পিউটার ৫। হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী	১৫ ১৫ ১০ ১০ ১০	০৪টি	২০জন ৩০জন ৩০জন ৪০জন -
বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ (আবাসিক)	১। হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং ২। বিউটিফিকেশন ৩। আধুনিক গার্মেন্টস, (অনাবাসিক) ৪। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন	২৫ ২৫ ৫০ ২৫	০৪টি	২৭জন ২৭জন ৫১জন ৫৭জন
মহিলা হস্তশিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর (আবাসিক)	১। আধুনিক গার্মেন্টস, ২। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং ৩। বেসিক কম্পিউটার	২০ ৩০ ১০	০৪টি	৫০জন ৪০জন ৩০জন
মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,বাগেরহাট (আবাসিক)	১। বিউটিফিকেশন ২। কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন ৩। ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং	৩০ ৩০ ৩০	০৪টি	৩৯জন ৫৯জন ৬১জন
মা-ফাতেমা (রা:) মহিলা প্রশিক্ষণও উন্নয়ন কমপ্লেক্স , সারিয়াকান্দি,বগুড়া(আবাসিক)	১। কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ২।মোটর সাইকেল সার্ভিস মেকানিক্স ৩। ইলেকট্রিশিয়ান	২০ ১০ ২০	০৪টি	-
মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী, (আবাসিক)	১। স্বেচ্ছাসেবি মহিলা নেতৃবৃন্দের স্বক্ষমতা বিকাশ প্রশিক্ষণ			২১৩জন ৩৪জন

প্রশিক্ষণ/ উদ্যোগীসংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	আসন সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীরে সংখ্যা
	২। অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ			
	উপমোট=			১০৮৬জন
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪ জেলাধীন ১৩৬ টি উপজেলায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,	দর্জি বিজ্ঞানওএমব্রয়ডারী	৩০	০৪টি	৮১৬০জন
			উপমোট=	৮১৬০ জন
			সর্বমোট=	১০,১০০ জন

- ২০২০-২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৭টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জেলাধীন উপজেলা সমূহের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২টি সেশনে প্রশিক্ষণ কাযক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ‘‘মহিলাদেরআত্ম-কর্মসংস্থানেরজন্যক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এর মাধ্যমেদুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণের অর্থ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণের অর্থ দিয়ে দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমন-সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, নার্সারী ইত্যাদি কাজ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ৪৮৯টি উপজেলায়ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমবাস্তবায়িতহচ্ছে।একার্যক্রমেরমাধ্যমেশুরুহতেচলতিঅর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১,৪৫,৩৬১জন দুঃস্থ ওঅসহায় মহিলার মধ্যেঘূর্ণায়মানাকারে ১৪৯০১.৭১ (একশতউনপঞ্চাশ কোটিএক লক্ষ একাত্তরহাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ১১৭২৪.৬৫ (একশত সতের কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা আদায় করা হয়েছে।আদায়ের হার ৭৮.৬৮%।

‘‘মহিলাদেরআত্ম-কর্মসংস্থানেরজন্যক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এর ২০২০-২০২১অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

(লক্ষটাকায়)

প্রতিষ্ঠানেরনাম	অর্থ বছর	মোটবরাদ্দ	মোটবিতরণ	মোটআদায়	আদায়েরহার	উপকারভোগী	মন্তব্য
‘‘মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম’’	২০২০-২০২১	৩০০.০০	১১১৭.১১	৭৩২.৩৫	৬৫.৫৫%	৭৯০০ জন	

চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য
(Employment Information Center)

কার্যক্রমের বিবরণঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ চাকরি প্রত্যাশী নারীদের নাম নিবন্ধনপূর্বক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে তাদের আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকরি প্রত্যাশী নারীদের চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

ক্র:নং	কার্যক্রম	সময়কাল	মন্তব্য
১।	নিবন্ধিত নারীর সংখ্যা-০৫জন	জুলাই২০২০-জুন২০২১	
২।	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত নিবন্ধিত নারীর আবেদন পত্রের সংখ্যা		
৩।	যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত মহিলাদের আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তার সংখ্যা		
৪।	চাকরি প্রাপ্তির তথ্য প্রদানকারী নারীর সংখ্যা		

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর মহামারীর কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরের বেশিরভাগ সময়ে অফিস বন্ধ থাকায় নিবন্ধনের সংখ্যা কম হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৮৬ সালে নির্যাতনের শিকার নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১ জন আইন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪টি পদনিয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্প্রসারিত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়েও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এবং প্রতিরোধ সেল কাঠামো

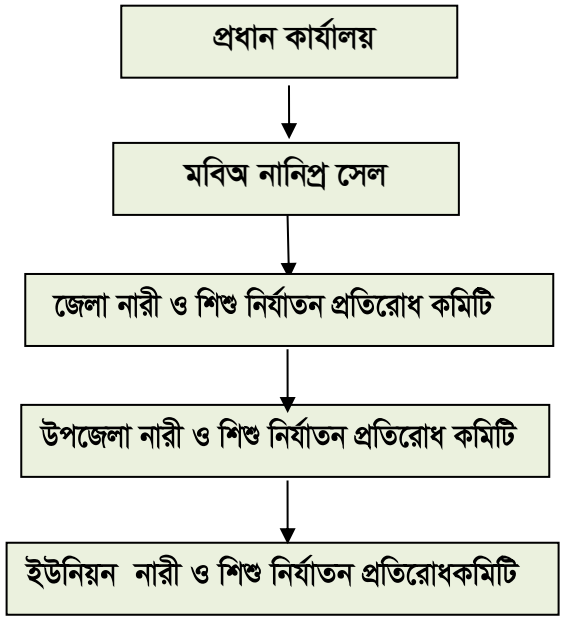

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

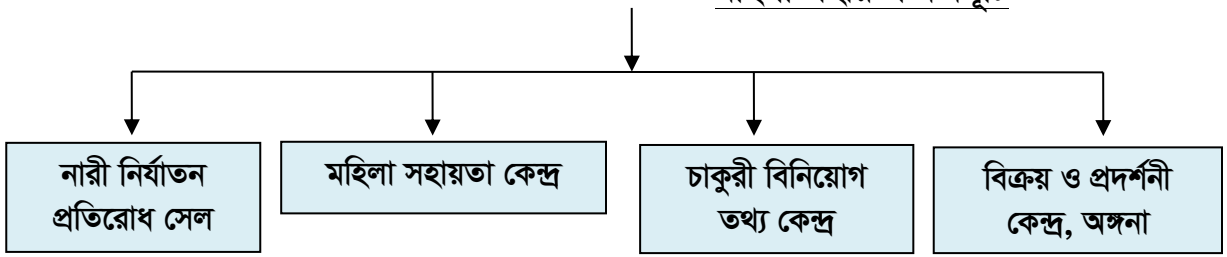

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর অধীনে মহিলা সহায়তা কর্মসূচী শীর্ষক কার্যক্রম দেশের ৬ টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর অধীনে বিভাগীয় পর্যায়ে ২টি কার্যক্রম রয়েছে। যথা- ক) **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল** খ) **মহিলা সহায়তা কেন্দ্র।**

ক) **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল** : এই সেলের মাধ্যমে দেশের দু:স্থ, অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীদের বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক কলহ মিমাংসা, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, স্ত্রী ও সন্তানের ভরনপোষণ আদায়, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের দেনমোহর ও সন্তানের ভরণপোষণ আদায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না, নির্যাতিত মহিলাদের পক্ষে সেলের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়।

খ)**মহিলা সহায়তা কেন্দ্র** : এই কেন্দ্রের মাধ্যমে নির্যাতিতা ও আশ্রয়হীন মহিলাদের বিনা খরচে অভিযোগ/মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৬(ছয়) মাস, বিশেষ প্রয়োজনে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ৩ মাস এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আরো ৩ (তিন) মাস মোট ১ (এক) বছর অনুর্ধ ১২ বছরের দুটি সন্তানসহ আশ্রয় প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান সহ সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রে অবস্থানকালীন বিনা খরচে বিভিন্ন ট্রেডে (সেলাই, কাটিং, উল নিটিং ও এমব্রয়ডারি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় কার্যালয়, মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

বাস্তব অগ্রগতি (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিভাগীয় কার্যালয়	আইনি সহায়তা (টি)	আশ্রয় প্রদান (জন)	মোট সহায়তা প্রদান (টি)
১	ঢাকা	২১৫	২৪	২৩৯
২	চট্রগ্রাম	১৯২	৮	২০০
৩	রাজশাহী	১২৪	৩০	১৫৪
৪	খুলনা	১৫৩	১২	১৬৫
৫	বরিশাল	২৩১	১৫	২৪৬
৬	সিলেট	৯৪	১৩	১০৭

বিভাগীয় কার্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতির লেখচিত্র

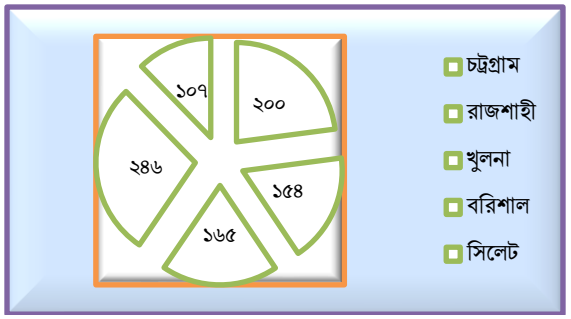

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর

১.	কর্মসূচির নাম	:	**মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর।**
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৪.	অবস্থান	:	**গাজীপুর জেলাধীন জয়দেবপুর উপজেলার মোগরখাল মৌজায় নিজস্ব ভবন।**
৫.	অবস্থানকারী হেফাজতীদের ধরণ	:	মূলত আদালত হতে প্রেরিত বিভিন্ন মামলার ভিকটিম/হেফাজতীগণ (বাড়ী হতে পালায়ন, হারানো, ধর্ষন, হত্যা মামলার স্বাক্ষী ও অন্যান্য মামলা) কেন্দ্রে হেফাজতী হিসাবে অবস্থান করেন।
৬.	কেন্দ্রের ধারন ক্ষমতা	:	আদালত হতে প্রেরিত ১০০ জন হেফাজতীর ধারন ক্ষমতা এ কেন্দ্রের রয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবণের ২য় ও তৃতীয় তলায় সর্বমোট ২০ টি রুমে ০৫ জন করে বর্তমানে মোট ১০০ জন হেফাজতী অবস্থানের সুযোগ রয়েছে।
৭.	উদ্দেশ্য	:	➢ হেফাজতী মহিলা, শিশু ও কিশোরীদের বিচারকালীন সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ➢ বিনা মূলে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা। ➢ নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা। ➢ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ➢ কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সহ সম্ভব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা । ➢ মহিলা ও শিশুদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

৮.	প্রদত্ত সেবা সমূহ	:	➢ আদালত কর্তৃক প্রেরিত হেফাজতীদের বিচার চলাকালীন সময়ে আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয়েরব্যবস্থা করা হয়। ➢ নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিজস্ব যানবাহনে পর্যাপ্ত পুলিশ প্রহরা সহ নিরাপত্তার সাথে কোর্টে হাজির করা এবং কোর্ট হতে আবাসন কেন্দ্রে ফেরত আনা হয়। ➢ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে বিনা মূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। ➢ বিশেষ বিশেষ দিবসে হেফাজতীদের বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। ➢ আশ্রয়কালীন সময়ে তাদের দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ➢ হেফাজতীদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
৯.	জনবল	:	প্রকল্প কালীন নিয়োগকৃত ও প্রেষনে নিযুক্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত ০৯ জন জনবল দ্বারা আবাসন কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে।
১০.	হেফাজতীদের অবস্থান	:	প্রকল্পকালীন সময় ২০০৩ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত মোট ২০৯২ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৮৭ জন নতুন হেফাজতী আগমন ঘটেছে। অত্র কেন্দ্রে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রতিমাসে গড় ৩০-৩২ জন হেফাজতীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও সেবা প্রদান

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য নির্মিত হোস্টেলসহ কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন সুবিধা প্রদানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে।কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলসমূহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং যশোরে অবস্থিত। ০৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে গেস্ট সিটসহ মোট সিট সংখ্যা ২,১২৩টি। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ০৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে ১,৬৬০ জন কর্মজীবী মহিলাকে আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র:

কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের (৬মাস থেকে ৬বছর পর্যন্ত) দিবাযত্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মায়েদের স্ব-স্ব কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্রে সকাল ৮:৩০ থেকে বিকেল ৫:৩০ টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবার ধরণ:

শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের সুষম খাবার (সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং বিকেলের নাস্তা) প্রদান, প্রাক-স্কুল শিক্ষা প্রদান, ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি তাদের শিষ্টাচার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান। এখানে শিশুদেরকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, চিত্তবিনোদনের জন্য টিভিরয়েছে।

রাজস্ব খাতে দু'ধরণের মোট ৪৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে।

ক) **নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র :** নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

খ) **মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র :** মধ্যবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রাজস্ব খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়			
১)	কল্যাণপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৫/৩, রোড নং- ১৩, কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা।	১০,৯৭,১৭,৬০০/-		৮০	-	কোবিড-১৯এরকারণে২৬মার্চ, ২০২০হতেবর্তমানসময় পর্যন্তডে-কেয়ারসেন্টারেরশিশুসে
২)	মোহাম্মদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১/৬-এ, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা।			৮০	-	
৩)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (নিম্ন:)	আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা।			৮০	-	

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়			
৪)	মগবাজার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫৫৩, নয়াটোলা রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।			৮০	-	বাকার্যক্রমবন্ধআছে।
৫)	রামপুরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৬৭/এ, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।			৮০	-	
৬)	যাত্রাবাড়ী (খিলগাঁও) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা ‘এ’ জোন (১১নং সরকারি স্টাফ কোয়াটার দক্ষিণ পাশে)খিলগাঁও, ঢাকা।			৮০	-	
৭)	ফরিদাবাদ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৯, লালমোহন পোদ্দার লেন, আইজি গেট, ঢাকা।			৮০	-	
৮)	কামরাঙ্গীরচর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৪৯,বড়গ্রাম, আলীনগর, চেয়ারম্যান বাড়ী, চৌরাস্তা, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।			৮০	-	
৯)	টঙ্গী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	অভিযান-১০, ৩নং চেরাগআলী মাতবর রোড দক্ষিন আউচপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।			৮০	-	
১০)	নারায়ণগঞ্জ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১২৬/১১, উত্তর চাষাড়া , চানমারী, নারায়ণগঞ্জ।			৮০	-	
১১)	ফেনী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং ২১৩, এস, এস, কে রোড, ফেনী।			৮০	-	
১২)	ময়মনসিংহ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	চৌধুরী ম্যানসন, ৬৯, আকুয়া, ময়মনসিংহ।			৮০	-	
১৩)	বি-বাড়িয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৫০১, মাদারল্যান্ড হাউজ, মধ্যপাড়া, বি-বাড়িয়া।			৮০	-	
১৪)	ফরিদপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৮৫, ভাটিলক্ষীপুর, ইয়াছিনসড়ক, কোতয়ালী, ফরিদপুর।			৮০	-	
১৫)	যশোর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	জে/১২, সেক্টর-৭, নতুন উপশহর, যশোর।			৮০	-	
১৬)	কুষ্টিয়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ঝিনাইদহ রোড, পূর্ব মজমপুর, সাদ্দাম বাজার (দারুস সেফা), কুষ্টিয়া।			৮০	-	
১৭)	পাবনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	রোমেনা কটেজ, হোল্ডিং-১৪৮, সারা রোড, পৈলানপুর, পাবনা।			৮০	-	
১৮)	বগুড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ী নং-১৮৫৮, সাং-ফুলবাড়ী দ: পাড়া, বকুলতলা, বগুড়া।			৮০	-	
১৯)	কুমিল্লা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	এ্যাডভোকেট কাশেম এর বাড়ী, পুরাতন মৌলভীপাড়া, চকবাজার, কুমিল্লা।			৮০	-	

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়			
২০)	দিনাজপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-১২১/১৯৬৯, লালবাগ, দিনাজপুর।			৮০	-	
২১)	শ্রীমঙ্গল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১৭/বি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার।			৮০	-	
২২)	চট্রগ্রাম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ী নং-৬১, রোড নং-০১, মোমেনবাগ আবাসিক এরাকা, হামজারবাগ, পাঁচলাইশ, চট্রগ্রাম।			৬০	-	
২৩)	রাজশাহী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-৯২, নতুন ষ্টেডিয়াম রোড, রাজশাহী।			৬০	-	
২৪)	খুলনা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৫ নং শেরে বাংলা রোড, খুলনা।			৬০	-	
২৫)	বরিশাল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বি এম, কলেজ রো, বরিশাল।			৬০	-	
২৬)	সিলেট শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-১৩৪৯-০৫, আজিজ কটেজ, সেবক-২৩, রায়নগর, সিলেট।			৬০	-	
২৭)	মিরপুর-১০ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়িনং-১১৯৬, পূর্বমনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা।			৫০	-	
২৮)	সাভার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	মেহেদী প্যালেস, ৭/১ ব্লক-এ, ওয়ার্ড নং-৯, নামা গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।			৫০	-	
২৯)	জিগাতলা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	হোল্ডিং নং-০৫, রোড নং-০৪, ঝাউচর বাজার, হাজারীবাগ, জিগাতলা, ঢাকা।			৫০	-	
৩০)	ডেমরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খাজা টাওয়ার, হোর্ডিং নং-২০০, হাজী নাসির উদ্দিন, ১নং গেইট, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ভাঙ্গা প্রেস, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।			৫০	-	
৩১)	আদাবর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং- ৫৩/৫৪, রোড নং-১৬, সুনিবিড় হাউজিং, আদাবর, ঢাকা।			৫০	-	
৩২)	বাড্ডা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	১১০৫, খিলবাড়িরটেক, বাড্ডা, ঢাকা।			৫০	-	
৩৩)	গাবতলী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	এ/৫৫, তৃতীয় কলোনী লালকুঠি, মিরপুর মাজার রোড, গাবতলী, ঢাকা।			৫০	-	
৩৪)	নাখালপাড়া শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন (সংসদ সদস্যদের বাসভবন কক্ষ নং-২১ ও ২২), নাখালপাড়া, ঢাকা।			৫০	-	

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের ঠিকানা	বাজেট ২০২০-২০২১		আসন সংখ্যা	সেবা প্রদানের সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
			মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়			
৩৫)	প্লানিং কমিশন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	প্লানিংকমিশনচত্বর, আগারগাঁও, ঢাকা।			৫০	-	
৩৬)	রাজারবাগ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।			৫০	-	
৩৭)	উত্তরা শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	বাড়ি নং-৬/এ, রোড নং-২/বি, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।			৫০	-	
৩৮)	সচিবালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	ভবন নং-১০, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।			৫০	-	
৩৯)	আজিমপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র (মধ্যবিত্ত)	আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, ঢাকা।			৫০	-	
৪০)	এজিবি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	গ্যারেজ বিল্ডিং, ৩য় তলা, এজিবি, ঢাকা।			৫০	-	
৪১)	খিলগাঁও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	খিলগাঁও পুর্নবাসন এলাকা ‘এ’ জোন (১১নং সরকারি স্টাফ কোয়াটার দক্ষিণ পাশে)খিলগাঁও, ঢাকা।			৫০	-	
৪২)	মিরপুর শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	টোলারবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা (ডেল্টামেডিক্যালকলেজেরপাশে)।			৫০	-	
৪৩)	মবিঅ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র	৭ম তলা, ৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, মবিঅ, ঢাকা।			৫০	-	
			১০,৯৭,১৭,৬০০/-	-	**২৮৩০**	**-**	

- রাজস্ব খাতে পরিচালিত মধ্যবিত্ত ১০টি দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ৫০০/- টাকা, ভর্তি ফি ৫০০/- টাকা।
- রাজস্ব খাতে পরিচালিত ৩৩টি নিম্নবিত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাসিক চাঁদা ১০০/- টাকা, ভর্তি ফি ১০০/- টাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প সহ অন্যান্য কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ

১।প্রকল্পেরনামঃ "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য়সংশোধিত) প্রকল্প"

প্রকল্পেরকর্মএলাকাঃসমগ্রবাংলাদেশ

- ৪৩১টি উপজেলা পর্যায়ে (প্রতিটি উপজেলায় ২ (দুই) টি করে ট্রেড)।
- ৬৪টি জেলাপর্যায়ে (প্রতিটি জেলায়০১ (এক) টিকরে ট্রেড)।
- ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে (০১ (এক) টি ট্রেড **মটর ড্রাইভিং**)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫বছর) মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে ৩,৮১,২৫০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- ৩,৮১,২৫০জন দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫বছর) মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপনণের সুযোগ তৈরী।
- দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ"উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ (২য়সংশোধিত) প্রকল্প" এর মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫বছর) মহিলাদের ০৩ (তিন) মাস ব্যাপী প্রতি উপজেলায় ০২ (দুই) টি ট্রেডে ২৫+২৫=৫০ জন এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন মহিলাদের নিম্নোক্ত ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক উপস্থিতির ভিত্তিতে (প্রতিদিন ২০০ টাকা করে) ৬০ কর্মদিবসে সর্বমোট ১২,০০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ট্রেডের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ট্রেডের নাম	মন্তব্য
১।	ফ্যাশনডিজাইন	উপজেলা পর্যায়ে (প্রতি উপজেলায় ০২টি করে ট্রেড)
২।	বিউটিফিকেশন	
৩।	ভার্মিকম্পোস্ট , মাশরুমওমৌচাষ	
৪।	শতরঞ্জিওহস্তশিল্প	
৫।	ক্রিস্টাল শো পিছ ও ডেকোরেটেড কেন্ডেল মেকিং (মোমবাতি)	
৬।	ফুড প্রসেসিং	
৭।	বেবি কেয়ার ও হাউজ কিপিং	
৮।	কম্পিউটার সার্ভিসিংএন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	জেলা শহরে (০১টি করে ট্রেড)
৯।	কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম	

ক্র০ঃ নং	ট্রেডের নাম	মন্তব্য
১০।	মোটর ড্রাইভিং	বিভাগীয় শহরে (০১টি করে ট্রেড)

প্রকল্পের মেয়াদ:জানুয়ারি-২০১৭ থেকে ডিসেম্বর-২০২২।

প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

- প্রকল্পের শুরু থেকে (এপ্রিল-২০১৮ হতে মার্চ-২০২১ পর্যন্ত) ৪২৬টি উপজেলায় সর্বমোট ১,৯০,৫৪০ জন মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু থেকে (মার্চ-২০১৮হতে ডিসেম্বর-২০২০ পর্যন্ত) ৮টি বিভাগীয় শহরে মটর ড্রাইভিং ট্রেডে ১৪৪০ জন এবং ৬৪টি জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ট্রেডে ১১,৫২০ জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ-২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ২,০৩,৫**০০** জন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।বাস্তব অগ্রগতি ৫৩%।
- এপ্রিল-২০২১ হতে জুন-২০২১সেশনে ৪২৬টি উপজেলায় ১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে ০২শিফটে (সকালে-১৩জন ও বিকালে-১২ জন) করে চলমান রয়েছে। জুলাই-২০২১ হতে ৪৩১টি উপজেলায় ১২তম ব্যাচ এবং ৮টি বিভাগ ও ৬৪ টি জেলা পর্যায়ে ৭ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

- ২০২০-২০২১অর্থ বছরে পুন:নির্ধারিত আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৯৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা। জুন-২০২১ পর্যন্ত সম্ভাব্য ব্যয় হয়েছে ৮৬৮৭.৮৭ লক্ষ টাকা যা ৯৫৩৯.০০ লক্ষ টাকার প্রায় ৯১.০৮**%**।
- প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০২১পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৩৬৬.৮০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয় ৫৯১০৩.২৮ লক্ষ টাকার প্রায় ৪৬**%**।

আইজিএ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ক্রিস্টাল শোপিছ ট্রেডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।	আইজিএপ্রকল্পেরআওতায়যশোরজেলারশার্শাউপজেলায়ব্লকবাটিকট্রেডেরব্যবহারিকপ্রশিক্ষণকার্যক্রম।	আইজিএপ্রকল্পেরআওতায়চাঁপাইনবাবগঞ্জজেলায়কম্পিউটারসার্ভিসিংএন্ডরিপেয়ারিংট্রেডেরপ্রশিক্ষণকার্যক্রম।

২।প্রকল্পের নাম: কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা আজকের এই কিশোর কিশোরী। অফুরন্ত সম্ভাবনায় ভরপুর কিশোর কিশোরীদের মহান মুক্তি যুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়ার দীক্ষা প্রদান করলে ক্রমঃঅগ্রসরমান অদম্য বাংলাদেশ হবে আগামী বিশ্বের বিস্ময়।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় তরুণ প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক কিশোর কিশোরীদের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডারবেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করা এবং Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহঃ

১।বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকরা।
২। Sexual & reproductive Health and Rights (SRHR)এবং Gender Based Violence (GBV)বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস করা।
৩। ১০-১৯ বছর বয়সী এডোলোসেন্ট ইয়ংদের মধ্য SRHR / GBVপ্রতিহত করার লক্ষ্যে অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৪। ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের মনো-সামাজিক আচরণ, একে-অপরের প্রতিশ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক,সমমনোভাবাপন্ন, SRHRপ্রতিহত করণে দক্ষতা উন্নীতকরণ এবং GBVপ্রতিরোধে বিভিন্ন ধরণেরসচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫। ক্লাবেরমাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন সৃজনশীল, গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদানকরা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এছাড়া ক্যারাটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৬। ক্লাব ভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা সন্ত্রাসবাদ, মাদকাসক্তি, সমাজ বিরোধীকর্মকান্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখাসহ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
৭। প্রকল্পের আওতায় ৪৮৮৩টি ক্লাব স্থাপন করা হবে এবং ক্লাবের মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে ৪৩৯৪৭০ জন কিশোর কিশোরীকে সুবিধা প্রদান করা হবে।
৮। প্রকল্পের আওতায় ২৯৪৬জন নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা হবে।

কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন ও প্রতিটি পৌরসভায় একটি করে সর্বমোট ৪৮৮৩টি (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন ও ৩৩০টি পৌরসভা) কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাবে ৩০জন সদস্য থাকবে। এরমধ্যে ২০জন কিশোরী ও ১০জন কিশোর রয়েছে। ক্লাব সদস্যদের বয়স ১০-১৯ বছর। বর্তমানে কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪৬৪৯০ জন কিশোর কিশোরী সুবিধা ভোগ করতেছে। এর মধ্যে ৪৮৮৩০ জন কিশোর এবং ৯৭৬৬০ জন কিশোরী। ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি জেলায় ২ জন করে ১২৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০৯৫ জন জেন্ডার প্রোমোটার, ৪৮৮৩ জন আবৃত্তি শিক্ষক ও ৪৮৮৩ জন সংগীত শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।এক্লাবেরমাধ্যমেক্লাবসদস্যদেরকেবাল্যবিবাহপ্রতিরোধওজেন্ডারবেইজডভায়োলেন্সপ্রতিরোধ, প্রজননস্বাস্থ্যওঅধিকার, জন্মনিবন্ধন, বিবাহনিবন্ধন, যৌতুক, ইভটিজিং, শিশুঅধিকার, নারীঅধিকার, জেন্ডারভিত্তিকবৈষম্য, যৌননির্যাতনওনিপীড়নপ্রতিরোধ, পরিবারপরিকল্পনা, মাদকাসক্তি, নারীওশিশুপাচারপ্রতিরোধ, আইনিসহায়তাপ্রদান, এইচআইভি/এইডসপ্রতিরোধ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের২০২০-২০২১অর্থবছরেরকার্যাবলী:

১। কোভিড-১৯ পরবর্তী ১ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রি: হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুনরায় ক্লাবকার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানেকোভিড-১৯পরিস্থিতিরমহামারীআকারধারনকরায়মন্ত্রিপরিষদকর্তৃকঘোষিতসাধারনছুটিথাকায়ক্লাবকার্যক্রমবন্ধ ছিল।তবে২৭/০৫/২০২১খ্রি: তারিখেএডিপিসভারসিদ্ধান্তঅনুযায়ী২৮/০৫/২০২১তারিখহতেস্বাস্থ্যবিধিমেনেক্লাবকার্যক্রমচালু হয়েছে।

২।কিশোর কিশোরীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য ক্লাব পর্যায়ে ফেব্রুয়ারী/২০২১ হতেজুন/২০২১পর্যন্তক্লাবেরনাস্তারবরাদ্দ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

৪।সিএমসি কমিটির সভা ব্যয় ও ক্লাব স্টেশনারীর বরাদ্দ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবরপ্রদান করা হয়েছে।

৫।ক্লাবেরক্রীড়া সামগ্রী ও সাংস্কৃতিক উপকরণের বরাদ্দউপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবরপ্রদান করাহয়েছে।

৬। মাঠ পর্যায়ে ক্লাব কো-অর্ডিনেটরদের সম্মানীর বরাদ্দকৃত অর্থ উপপরিচালক/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাবরাবর প্রদান করা হয়েছে।

৭। জেন্ডার প্রোমোটার, সংগীত শিক্ষক ও আবৃত্তি শিক্ষকগণের ফেব্রুয়ারী/২০২১ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত দৈনিক ভাতারবরাদ্দকৃত অর্থ উপপরিচালক/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করাহয়েছে।

৮।কিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেরআউটসোসিংপদ্ধতিতেজনবলনিয়োগ, মুদ্রণওবাঁধাই, অডিওভিডিও/চলচ্চিত্রনির্মাণ, প্রচার ওবিজ্ঞাপন, বাইসাইকেলক্রয়েরটেন্ডারকার্যক্রমসম্পন্নহয়েছে।

৯।২০২০-২০২১অর্থবছরেকিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেরপ্রধানকার্যালয়েরঅফিসসরঞ্জামাদিক্রয়করাহয়েছে।

১০।কিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেরনিজস্বওয়েবসাইটপ্রস্তুতকরাহয়েছে।

২০২০-২০২১অর্থবছরের অগ্রগতি (আর্থিক) **লক্ষটাকায়**

	বরাদ্দ	অবমুক্তি (১৫% সংরক্ষণ	মোট ব্যয়	অবমুক্তকৃত টাকার%	বরাদ্দকৃত টাকার %	জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত টাকারক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
মোট	৬২৪৫.০০	৫৩০৮.০০	৫২৯৯.২৯	৯৯.৮৪	৮৪.৮৬	৯৯.৮৪%
জিওবি	৬২৪৫.০০	৫৩০৮.০০	৫২৯৯.২৯	৯৯.৮৪	৮৪.৮৬	৯৯.৮৪ %

কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিসমূহ নিম্নরূপঃ জুন-২০২১ পর্যন্ত

- প্রকল্পেরপ্রাক্কলিতব্যয়ঃ ৫৫১৫৬.২৭ (লক্ষটাকা) সম্পূর্ণজিওবি।
- ব্যায়িতঅর্থঃ ৮০১৬.৭৪ (লক্ষটাকা)
- ব্যয়যোগ্যঅর্থঃ ৪৭১৩৯.৫৩ (লক্ষটাকা)
- প্রকল্পেরআর্থিকঅগ্রগতিঃ ১৪.৫৩%
- প্রকল্পেরবাস্তবঅগ্রগতিঃ ৪৫.০০% (প্রায়)

<table>
<tr>
<td>
কিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেরসিএমসিসভা, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা।</td>
<td>
কিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেরসিএমসিসভা, পাইকগাছা, খুলনা।</td>
</tr>
<tr>
<td>
কিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেক্লাবসদস্যদেরনাস্তাপ্রদান।</td>
<td>
কিশোরকিশোরীক্লাবস্থাপনপ্রকল্পেস্বাস্থ্যবিধিমেনেক্লাবকার্যক্রমচলমান</td>
</tr>
</table>

৩।প্রকল্পেরনামঃ ‘‘সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার, মঠবাড়ীয়াউপজেলায়ট্রেনিংসেন্টারওহোস্টেলনির্মাণ’’

প্রকল্পএলাকাঃজেলা-নোয়াখালী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পিরোজপুর। উপজেলা- সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার, মঠবাড়ীয়া

প্রকল্পপরিচালকেরনাম, ফোনওই-মেইলনম্বরঃ
নামঃমোঃআবুলকাশেম, ফোনঃ০২-৪৮৩১৩৫৮২, ০১৭১১৫৮৬০৬২ (মোবাইল), ই-মেইলঃabulkashem812@gmail.com

বাস্তবায়নকালঃ ক) শুরুঃজুলাই’ ২০১৪খ) সমাপ্তঃজুন’ ২০২৩।

বাস্তবায়নকারীসংস্থাঃ মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটনগার্ডেনরোড, ঢাকা।

প্রকল্পেরঅর্থায়নঃ

মোট(লক্ষ টাকায়)	জিওবি (লক্ষটাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষটাকায়)	ক্রমপুঞ্জিবিতঅগ্রগতি (শুরুথেকেজুন’২০২১ পর্যন্ত)			আর্থিকঅগ্রগতি (জুলাই’২০২০- জুন’২০২১)			দাতাসংস্থারনাম
			মোট	আর্থিক	বাস্তব	মোট	আর্থিক	বাস্তব	
৫২৪৯.৭০	৫২৪৯.৭০	০	৪২৬২.১৯	৪২৬২.১৯	৮১.১৯%	৩২২.০৫	৩২২.০৫	৬.১৩%	

প্রকল্পেরউদ্দেশ্যঃ

ক) দীর্ঘমেয়াদীউদ্দেশ্যঃ

০১।বৃত্তিমূলকমহিলাপ্রশিক্ষণকেন্দ্রস্থাপনেরমাধ্যমেঅনগ্রসরনারীদেরজীবনমানউন্নয়ন;
০২।নারীদেরকর্মমূখীকাজেনানাবিধসুযোগসৃষ্টিরমাধ্যমেবিভিন্নউন্নয়নমূলককর্মকান্ডেঅংশগ্রহণনিশ্চিতকরণ;
০৩।কর্মভিত্তিকপ্রশিক্ষণেরমাধ্যমেচাকুরীতেপ্রবেশেরযোগ্যকরেতোলা;
০৪।তৃণমূলনারীদেরবিনামূল্যেবৃত্তিমূলকআবাসিকপ্রশিক্ষণপ্রদান;
০৫।স্ব-কর্মসংস্থানসৃষ্টি।

খ) স্বল্পমেয়াদীউদ্দেশ্যঃ

০১।প্রথম৩য়বছরেপ্রশিক্ষণকাম-হোস্টেলভবননির্মাণসম্পন্নকরা;
০২।বার্ষিক৮০০জনপ্রশিক্ষণার্থীনারীদেরনিরাপদআবাসনেরব্যবস্থানিশ্চিতকরা;
০৩।অধিককর্মসংস্থানেরসুযোগসৃষ্টিকরা
০৪।প্রশিক্ষণেরমাধ্যমেপ্রশিক্ষণার্থীদেরআত্মকর্মসংস্থানওচাকুরীলাভেসহায়তাকরা;

প্রকল্পেরঅধীনকার্যক্রমসমূহেরঅগ্রগতি (জুলাই’২০২০-জুন’২০২১):

ক্র: নং	কেন্দ্রের নাম	অগ্রগতি
০১।	শহীদময়েজউদ্দিনবৃত্তিমূলকআবাসিকপ্রশিক্ষণকেন্দ্র	এপ্রিল’২০১৮খ্রি. থেকে৩(তিন) মাসমেয়াদীপ্রশিক্ষণকার্যক্রমশুরুকরাহয়েছে।মার্চ’২০২০পর্যন্ত২টিট্রেডে৪৯৪জনপ্রশিক্ষণার্থীপ্রশিক্ষণগ্রহণকরেছে।
০২।	আড়াইহাজারবৃত্তিমূলকআবাসিকপ্রশিক্ষণকেন্দ্র	ভবনেরনির্মাণকাজসম্পন্নহয়েছে।আসবাবপত্রওযন্ত্রপাতিক্রয়করাহয়েছে।প্রশিক্ষণকার্যক্রমচালুকরারসকলপ্রক্রিয়াসম্পন্নকরাহয়েছে।কোভিডপরিস্থিতিসরকারিসিদ্ধান্তঅনুযায়ীপ্রশিক্ষণবন্ধকরাহয়েছে।
০৩।	সোনাইমুড়ীবৃত্তিমূলকআবাসিকপ্রশিক্ষণকেন্দ্র	

০৪ মঠবাড়ীয়াবৃত্তিমূলকআবাসিকপ্রশি
। ক্ষণকেন্দ্র

উপকারভোগীরসংখ্যাঃ

ক) ০৪টিপ্রশিক্ষণকেন্দ্রেবছরে৩মাসমেয়াদী৪টিপ্রশিক্ষণকোর্সপরিচালিতহবে; যারমাধ্যমেবার্ষিক (৫০জন০৪কেন্দ্র)=৮০০জনহিসেবে০৩বছরে২,৪০০জননারীপ্রশিক্ষণার্থীপ্রশিক্ষণগ্রহণকরতেপারবে।

(খ) উপকারভোগীরসামাজিক/পারিবারিক/আর্থিকপরিবর্তন (প্রকল্পসমাপনান্তে):

- ✓ জাতীয়অর্থনৈতিককর্মকান্ডেমহিলাদেরঅংশগ্রহণবৃদ্ধিপাবে;
- ✓ নারীউন্নয়নওনারীরক্ষমতায়নহবে;
- ✓ কর্মসংস্থানসৃষ্টিহবে;
- ✓ অনগ্রসরনারীসমাজকেউন্নয়নেরমূলশ্রোতধারায়সম্পৃক্তকরণেরজন্যতৃণমূলনারীদেরবিনামূল্যেবৃত্তিমূলকআবাসিকপ্রশিক্ষণপ্রদানেরফলেদক্ষমানবসম্পদহিসেবেগড়েউঠবে।ফলেচাকুরীরবাজারেপ্রবেশেরসুযোগপাবে।
- ✓ নারীদেরকর্মমূখীকাজেনানাবিধসুযোগসৃষ্টিরমাধ্যমেবিভিন্নউন্নয়নমূলককর্মকান্ডেঅংশগ্রহণবৃদ্ধিপাবে।ট্রেড-ভিত্তিকপ্রশিক্ষণপ্রদানেরমাধ্যমেকর্মক্ষেত্রেপ্রবেশেরযোগ্যহিসেবেগড়েউঠবে।

প্রকল্পবাস্তবায়নেসমস্যাচ্যালেঞ্জসমূহ:

- ✓ কোভিড-১৯পরিস্থিতিরকারনেপ্রশিক্ষণলক্ষ্যমাত্রাপূরনচ্যালেঞ্জ।

সমস্যামোকাবেলায়পদক্ষেপসমূহঃ

- ✓ স্বাস্থ্যবিধিমেনেপ্রশিক্ষণকার্যক্রমপরিচালনা;
- ✓ কেন্দ্রভিত্তিকপ্রতিকোর্সেআসনসংখ্যাবৃদ্ধিকরেলক্ষ্যমাত্রাপূরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ছবিঃ

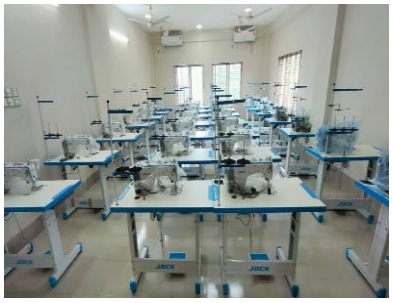

সুইমেশিনল্যাব নির্মিতমঠবাড়ীয়াআবাসিকপ্রশিক্ষণকেন্দ্র আড়াইহাজারবৃত্তিমূলকমহিলাপ্রশিক্ষণকেন্দ্র

৪।প্রকল্পের নামঃ ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

২	প্রকল্প ব্যয়	৫৯৮৮.৪৯৮ টাকা।
৩	অর্থের উৎস	বাংলাদেশ সরকার।
৪	প্রকল্পের অবস্থান	মোট ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র। ঢাকা মহানগরীতে ১০টি: ধানমন্ডি, মতিঝিল, নির্বাচনকমিশনসচিবালয়, আগারগাঁও, রায়েরবাজার, কারওয়ানবাজার, মুগদা, পল্লবী, সায়েদাবাদ,মহাখালী, আশুলিয়া।ঢাকার বাহিরে ১০টি: রংপুর, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, কক্সবাজার,নওগাঁ, গাইবান্ধা, ভোলা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, চাঁদপুর।
৫	বাস্তবায়নকাল	মার্চ ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।
৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্যওলক্ষমাত্রা	**লক্ষ্য:** কর্মজীবী নারীদেরশিশুদের (৬মাস থেকে ৬ বছর) নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান। সুনির্দিষ্টউদ্দেশ্যসমূহ: ● কর্মজীবী নারীদের স্ব-স্বকর্মস্থলেনিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ দানের লক্ষ্যে তাদের ৬মাস থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান। ● দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুদের যথাযথ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সুষম খাবার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাপ্রদানসহ ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগদান।
৭	উপকারভোগী	মোট ১২০০জন শিশু এবং সমসংখ্যক মা।তবেকোভিড-১৯এরবর্তমানপরিস্থিতিরকারণেশিশুদিবাযত্নকেন্দ্রবন্ধথাকায়কোনশিশুকেদিবাকালীনসেবাপ্রদানকরাসম্ভবহয়নি।
৮	২০২০ - ২০২১অর্থবছরের অগ্রগতি	● ২০২০-২০২১অর্থবছরেপ্রকল্পেরঅনুকূলেআরএডিপিতে১০৫৬.০০লক্ষটাকাবরাদ্দদেওয়াহয়।তন্মধ্যে৭৩৫.৩৪লক্ষটাকাব্যয়হয়েছে।

কক্সবাজারডে-কেয়ারসেন্টার মুগদাডে-কেয়ারসেন্টার গাজীপুরডে-কেয়ারসেন্টার কক্সবাজারডে-কেয়ারসেন্টার

৫।প্রকল্পেরনামঃ“মাদারীপুরজেলারশিবচরউপজেলায়মহিলাপ্রশিক্ষণকেন্দ্রকামহোস্টেলনির্মাণ” প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর
প্রকল্প এলাকা	:	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা।
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০২০ – জুন/২০২২
প্রকল্পের মোট ব্যয়	:	১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা।
২০২০-২১ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ	:	৮৫.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পেরউদ্দেশ্য	:	● মাদারীপুরজেলারশিবচরউপজেলায়অনগ্রসরস্বল্পশিক্ষিতনারীদেরআবাসিকপ্রশিক্ষণেরমাধ্যমেঅর্থনৈতিকভাবেস্বাবলম্বীহতেসহায়তাকরা। ● কর্মজীবীনারীদেরনিরাপদহোস্টেলসুবিধাপ্রদানকরা। ● শিশুদেরডে-কেয়ারসেন্টারসুবিধাপ্রদানকরা।
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	০৬তলাভিতেরউপর০৬তলাআধুনিকআবাসিকপ্রশিক্ষণকেন্দ্রসহহোস্টেলভবণএবংডে-কেয়ারসেন্টারনির্মাণ।
উপকারভোগীর সংখ্যা (নির্মাণ শেষে)	:	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী। হোস্টেল: ৫৪ জন নারী। ডে-কেয়ারসেন্টার: ২৫ জন শিশু।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	**আর্থিকঃ** ● ১৯.২৪লক্ষটাকা (২২.৬৪%) **বাস্তবঃ** ● প্রকল্পএলাকায় soil test সম্পন্নহয়েছে। ● প্রকল্পেরজমিতেবিদ্যমানগাছপালাঅপসারণকরাহয়েছে। ● ভবননির্মাণদরপত্রমূল্যায়নকার্যক্রমচলমানরয়েছে।

৬।প্রকল্পেরশিরোনাম: নীলক্ষেতকর্মজীবীনতুনমহিলাহোস্টেলনির্মাণএবংদেশেরবিভিন্নজেলায়বিদ্যমান কর্মজীবীমহিলাহোস্টেলসমূহেরঅধিকতরউন্নয়নপ্রকল্প।

উদ্যোগীমন্ত্রণালয়/বিভাগ	: মহিলাওশিশুবিষায়কমন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারীসংস্থা	: মহিলাবিষায়কঅধিদপ্তর।
প্রকল্পরেউদ্দেশ্য	: অর্থনৈতিককর্মকান্ডেনারীদেরঅধিকহারেনিয়োজিতরাখারক্ষেত্রেসাহায্যদানের জন্যস্বল্পখরচেনারীদেরনিরাপদআবাসনেরব্যবস্থা।
প্রকল্পেরপ্রাক্কালিতব্যয় (লক্ষটাকা)	: মূলডিপিপিতেব্যয়প্রক্কালন৩৫৯৭.৪৮লক্ষটাকাএবংসংশোধিতডিপিপিতেব্যয় প্রাক্কলন-৩৬৬৯.৯৪লক্ষটাকা।
প্রকল্পেরমেয়াদ	: জুলাই,২০১৭- জুন'২০২০ডিপিপিসংশোধিনেরপরসমাপ্তিরমেয়াদজুন২০২২সাল।
উপকারভোগী	: নীলক্ষেতকর্মজীবীমহিলাহোস্টেলকম্পাউন্ডে১০তলানতুনহোস্টেলভবণনির্মাণকরাহলে২৪৫জনকর্মজীবীনারীআবাসনসুবিধাপাবেএছাড়ারাজশাহী, চট্রগ্রাম, খুলনাএবংযশোরেবিদ্যমানহোস্টেলেরঅবকাঠামোগতসংস্কারেরফলেহোস্টেলেঅবস্থানরতনারীদেরআবাসনেরমানগতউন্নয়নহবে।
২০২০-২০২১অর্থবছরেরঅগ্রগতি	: ২০২০-২০২১অর্থবছরেপ্রকল্পরেঅনুকূলেবরাদ্দদেওয়াহয়১২৯১.০০লক্ষটাকাএবংতন্মধ্যেব্যয়হয়১২৮৬.৩৬লক্ষটাকা।

প্রকল্পেরআওতায়কার্যক্রমেরঅগ্রগতি :

(ক) নীলক্ষেতেনতুনদশতলাভবণনির্মাণকাজ৯০% সম্পন্নহয়েছে।

(খ) চট্রগ্রাম, খুলনা, যশোর, রাজশাহীজেলায়বিদ্যমানকর্মজীবীহোস্টেলসমূহেরঅবকাঠামোগত সংস্কারকাজসম্পন্নহয়েছে।

(গ) প্রকল্পেরআওতায়প্রয়োজনীয়যন্ত্রপাতিক্রয়কার্যক্রমসম্পন্নহয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পেরআওতায়প্রয়োজনীয়আসবাবপত্রক্রয়আদেশপ্রদানকরাহয়েছে

(ঙ) জনবলনিয়োগসম্পন্নহয়েছে।

(চ) বিদ্যমান০৪টিহোস্টেলএবংনির্মাণাধীনহোস্টেলেরজন্যব্যবহার্যদ্রব্যদিক্রয়কার্যক্রমসম্পন্নহয়েছে।

৭। প্রকল্পের নামঃমিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য			মন্তব্য
				বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ	
মিরপুর ও খিলগাঁওকর্মজীবীমহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমূখীসম্প্রসারণপ্রকল্প	জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০২১ পর্যন্ত। (১ম সংশোধিত জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত)। (পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)।	মিরপুর ও খিলগাঁও	৪৪৬৯.৫৫ লক্ষ	১৪৮১.০০ লক্ষ	১৩৪৬.০৭ লক্ষ	১৩৪.৯৩ লক্ষ	**wLjMvuI t** ১। সাবস্টেশনের কাজ চলমান| 2| bx‡Pi Pvi †d¬v‡ii m¨vwbUvix cvBc jvB‡bi wi‡bv‡fk‡bi KvR m¤úbœ| **wgicyit** ১। is Gi KvR Pjgvb| 2| প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। নির্মাণশেষে ৫৫৮ জন কর্মজীবী নারী স্বল্পমূল্যে আবাসন সুবিধা পাবে।

৮।নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য			মন্তব্য
				বরাদ্দ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	ব্যয়িত অর্থ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	অব্যয়িত অর্থ জিওবি (প্রত্যাশি সংস্থা)	
নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন	জুলাই'২০১৭ হতে জুন '২০২২ পর্যন্ত।	মগবাজার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	মোট- ২২১২.২৬ লক্ষ। জিওবি- ১২৫০.২৬ লক্ষ। (সংস্থা- ৯৬২.০০ লক্ষ)	৬১৫.০০ লক্ষ (--)	০.০০ (--)	৬১৫.০০ লক্ষ (--)	১। বিগত ১০/১২/২০২০ এবং ২৪/০৫/২০২১ তারিখ ০২টি পিআইসি কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। ২। বিগত ২৫/০১/২০২১ তারিখ পিএসসি কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। ৩। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি পুন: প্রস্তুত পুর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ৪। বিগত ২০.০৬.২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় আইএমইডি কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন কারা হয়েছে।

৯।প্রকল্পের নামঃ Accelerating Action to End ChildMarriage in Bangladesh' প্রকল্প।

উদ্দেশ্য	:	কিশোরীবিবাহিত- অবিবাহিতমেয়েদেরজন্যবিনিয়োগওসমর্থনবৃদ্ধিএবংএইসমর্থনেরউপকারিতাদৃশ্যমানকরেবাল্যবিবাহেরমোকাবেলায়কর্মেরগতিবাড়ানো।
বাস্তবায়নকাল	:	নভেম্বর২০১৭হতেডিসেম্বর২০২১পর্যন্ত (সংশোধিত)।
প্রকল্পএলাকা	:	বগুড়াওজামালপুরজেলা।
মোটউপকারভোগী	:	৪,৩২০জনকিশোরী।
প্রকল্পেরপ্রাক্কলনব্যয়	:	৫৪৩.২০লক্ষটাকা।

বাস্তবঅগ্রগতি:

১. প্রকল্পএলাকায়বগুড়াওজামালপুরজেলায়সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়ে৭২টিকিশোরীরিসোর্সসেন্টারস্থাপনকরাহয়েছে।

২.কিশোরীরিসোর্সসেন্টারপরিচালনারজন্য৩৬জনজেন্ডারপ্রমোটারনিয়োগদেয়াহয়েছে।সফলভাবেতারাকিশোরীরিসোর্সসেন্টারগুলোপরিচালনাকরছে।

৩. জীবনদক্ষতাএবংকম্পিউটারপরিচালনারউপরজেন্ডারপ্রমোটারদেরপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

৪. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ৭২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন/সক্রিয় এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

৫. প্রতিটিকিশোরীরিসোর্সসেন্টারেসংশ্লিষ্টস্কুলেরনামেসাইনবোর্ডস্থাপনকরাহয়েছে।

৬. প্রতিটিকিশোরীরিসোর্সসেন্টারেপরামর্শ/ অভিযোগবাক্সস্থাপনকরাহয়েছে।

৭. উদ্বাবনীযোগাযোগমাধ্যমেএ্যাডভোকেসীসভাকরাহচ্ছে।

৮.COVID-19 চলাকালীনসময়েসরকারীস্বাস্থ্যবিধিঅনুসরনকরেসামাজিকদুরত্ববজায়রেখেস্কুলেরমাঠে, স্কুলেরবারান্দায়, কখনোকখনোগাছতলায়সেশনপরিচালনাকরাহচ্ছে।

৯. COVID-19 সময়েকিশোরীরিসোর্সসেন্টারস্থাপিতএলাকায়বাল্যবিবাহএবংনারীনির্যাতনবানারীরপ্রতিসহিংসতারঘটনাঘটলেমহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রণালয়েরটোলফ্রিহটলাইননম্বর১০৯এফোনকরারজন্যজেন্ডারপ্রমোটাদেরমাধ্যমেব্যাপকভাবেপ্রচারকরাহচ্ছে।

আর্থিকঅগ্রগতি :

(ক) ২০২০-২১অর্থবছরেবরাদ্দ১৫৩.০০লক্ষটাকা।
ব্যয়হয়েছে১৪০.২৪লক্ষটাকা।আর্থিকঅগ্রগতি৯১.৬৬%।

(খ) সেপ্টেম্বর'২০১৮থেকেজুন'২০২১পর্যন্তক্রমপুঞ্জিতব্যয়৪৬৩.৯৬লক্ষটাকা।
আর্থিকঅগ্রগতি৮৫.৪১%।

১০।প্রকল্পেরনাম০ঃ Advancement of Women's Rights প্রকল্প (কারিগরি)

প্রকল্পেরউদ্দেশ্য	:	নারীরসমঅধিকারপ্রতিষ্ঠাএবংনারীরক্ষমতায়ণেরমাধ্যমেনারী ও মেয়েশিশুরপ্রতিজেন্ডারভিত্তিকসহিংসতাপ্রতিরোধকরা।
প্রকল্পপরিচালকেরনাম, পদবি, টেলিফোন/মোবাইলনম্বর ও ই-মেইলনম্বর		কামরুননাহার উপপরিচালক, প্রশাসন(প্রকল্পপরিচালকেরঅতিরিক্তদায়িত্ব),মোবাই: 01711161619
মোটপ্রাক্কলিতব্যয়	:	ক)জিওবি: খ)বৈদেশিক/সংস্থা: ৬৬৭.২২ লক্ষটাকা
প্রকল্পেরমেয়াদ	:	নভেম্বর'২০১৭ হতেডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা	:	• জামালপুর, কক্সবাজার, বগুড়া ও পটুয়াখালী জেলা এবং জেলাধীন উপজেলাসমূহ। • দূর্যোগ প্রবণ ২২টি জেলা (চাহিদা অনুযায়ী)
কার্যক্রম	:	• ইউনিয়ন, উপজেলাওজেলাপর্যায়ে NNPC মিটিং • নিয়মিতক্লাস্টারওসাব-ক্লাস্টারমিটিংকরা। • "নারীরপ্রতিসহিংসতাপ্রতিরোধ" বিষয়েঝুকিপূর্ণ২২টিজেলারব্যবস্থাপনাকমিটিরসংশ্লিস্টএনজিওদের UNFPA-এর Umbrella NGO'রমাধ্যমেপ্রশিক্ষণপ্রদান। • দুর্যোগকালীণসময়েজরুরীভিত্তিতেনারীদের Dignity kitসরবরাহকরা। • নারীদেরপ্রতি Social Behaviorপরিবর্তনেকাজকরা। • নারীনির্যাতনপ্রতিরোধেরেফারেলসিস্টেমচালুকরা। • নারীনির্যাতনপ্রতিরোধেপ্রচারপ্রচারণা, ইত্যাদি।
অগ্রগতি	:	• ইউনিয়ন, উপজেলাওজেলাপর্যায় NNPC টিসভা (Virtual সহ)360 এরঅধিকসভাকরাহয়েছে। • জাতীয়পর্যায় ১ টিজেলাপর্যায়েকর্মশালা৭টি NNPC কর্মশালারমধ্যে খসড়াগাইডলাইনতৈরী। • "দুর্যোগেনারীরপ্রতিসহিংসতাপ্রতিরোধ" বিষয়ে ঝুকিপূর্ণ ২২টিজেলারব্যবস্থাপনাকমিটিসংশ্লিস্টএনজিওদেরপ্রশিক্ষণদেয়াহয়েছে। • দুর্যোগকালীণ Dignity Kit সরবরাহকরাহয়েছে। • নারীরপ্রতিসহিংসতাপ্রতিরোধ Social Behavioral Change Communication এরজন্যএকটি Strategy plan খসড়াপ্রস্তুতকরাহয়েছেএবংসংশ্লিষ্টদেরপ্রশিক্ষণদেয়াহয়েছে।। • রেফারেলসিস্টেমেরগাইডলাইনেরখসড়াতৈরীহয়েছে।

National UPR Workshop

Universal Periodic Report (UPR) Consultation
ওয়ার্কশপ

১১।প্রকল্পেরনাম০ঃ আইসিভিজিডি২য়পর্যায়প্রকল্পেরতথ্য

পটভূমি :মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রনালয়েরআওতায়মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তরকর্তৃকবাস্তবায়নাধীন " ইনভেষ্টমেন্টকম্পোনেন্টফরভালনারেবলগ্রুপডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য়পর্যায়" প্রকল্পটিজুলাই২০১৯থেকেজুন২০২২মেয়াদেগ্রহনকরাহয়েছে।প্রকল্পটিরঅন্যতমকম্পোনেন্টহচ্ছে; প্রশিক্ষণপ্রদানসহএককালীননগদসহায়তাপ্রদান, যারমাধ্যমেঅতিদরিদ্রমহিলাদেরদারিদ্রমুক্তিঘটবে।প্রকল্পটিচলমানভিজিডিকার্যক্রমেরচ্যালেঞ্জসমূহদূরিকরণেসহায়তাকরবে।জানুয়ারী২০১৫হতেডিসেম্বর২০১৮পর্যন্তআইসিভিজিডি'রপাইলটিংপ্রকল্পসফলভাবেবাস্তবায়িতহয়েছে।সফলতারশিক্ষণীয়বিষয়সমূহনিয়েদ্বিতীয়পর্যায়েআইসিভিজিডিপ্রকল্পটিরপ্রণীতকার্যক্রমবিস্তৃতআকারেবাস্তবায়নেসাহায্যকরবে।এইবিনিয়োগপ্রকল্পের আওতায়১০লক্ষ৪০হাজারঅতিদরিদ্রভিজিডিমহিলারমধ্যহতে১লক্ষভিজিডিমহিলাকেউপকারভোগীহিসাবেবাছাইকরাহচ্ছে।
প্রকল্পএলাকানির্বাচনেবিবিএস,বিশ্বব্যাংকএবংবিশ্বখাদ্যকর্মসূচিরজরিপএবংউপকারভোগীনির্বাচনেবিবিএসএর২০১৫সালেরএইচআইইএস (HIES) ২০১৫এরসার্ভেঅনুসরনকরাহয়েছে।নির্বাচিতউপজেলাসমূহনির্বাচনেনদীভাংগনএলাকা, চরএলাকা, যানবাহনস্বল্পতাএবংঅকার্যকরযোগাযোগব্যবস্থা, অধিকবেকারত্বএবংবন্যা,খরা,সাইক্লোনএবংটর্নেডোপ্রবনএলাকাকেবিবেচনাকরাহয়েছে।চলমানআইসিভিজিডিপ্রকল্পেআয়বর্ধককার্যক্রমেরউপরপ্রশিক্ষণপ্রদানেরমাধ্যমেদরিদ্রমহিলাদেরজীবনযাত্রারমানবৃদ্ধিপাবে।সর্বোপরিএপ্রোগ্রামেরআওতায়একলক্ষঅতিদরিদ্রমহিলারদারিদ্রমুক্তিঘটবে।
প্রকল্পেরনাম :ইনভেষ্টমেন্টকম্পোনেন্টফরভালনারেবলগ্রুপডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য়পর্যায়প্রকল্প।
প্রকল্পেরমোটবরাদ্দ :৩১৭২৭.২৬লক্ষটাকা; (জিওবি: ৩০০৫৩.৩৮লক্ষটাকা, পিএ: ১৬৭৩.৮৮লক্ষটাকা)।
প্রকল্পেরমেয়াদ: জুলাই২০১৯ইংথেকেজুন২০২২ইং
প্রকল্পেরউদ্দেশ্য:
১।অতিদরিদ্রমহিলাদেরএবংতাদেরপরিবারকেস্থায়ীভাবেঅতিদারিদ্রতাথেকেউত্তরনেসহায়তাকরা।
স্বল্পমেয়াদী:
২।খাদ্যনিরাপত্তাঅর্জনে১০০০০০অতিদরিদ্রভিজিডিমহিলাওতাদেরপরিবারকেভিজিডিচক্রেরআওতায়খাদ্যসহায়তারমাধ্যমে টেকসইজীবনযাপনেরসুযোগসৃষ্টিকরা।
৩।১০০০০০অতিদরিদ্রভিজিডিমহিলাওতাদেরপরিবারকেঅর্থনৈতিকক্ষমতায়নেরমাধ্যমেসম্পদতৈরীরসুযোগসৃষ্টিকরাও উদ্যোক্তাহিসাবেদেশেরঅর্থনৈতিকউন্নয়নপ্রক্রিয়ায়অংশপ্রহনেরসুযোগতৈরীকরেদেয়া।
৪।১০০০০০ভিজিডিউপকারভোগীমহিলাওতাদেরপরিবারকেপুষ্টিকরখাবারগ্রহনেরঅভ্যাসতৈরীকরা।
৫।জ্ঞানওঅভিজ্ঞতারসমন্বয়েরমাধ্যমেপ্রকল্পব্যবস্থাপনারদক্ষতাওকার্যকারিতারউন্নয়নসাধনকরেঅতিদরিদ্রমহিলাওতাদের পরিবারকেটেকসইসামাজিকনিরাপত্তাকর্মসূচিতেরুপান্তরকরা।

উদ্যোগীমন্ত্রনালয়: মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রনালয়।
উন্নয়নসহযোগীসংস্থা : বিশ্বখাদ্যকর্মসূচি।
বাস্তবায়নকারীসংস্থা: মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তরওবিশ্বখাদ্যকর্মসূচি।
কর্মএলাকা:৬৪জেলার৬৪উপজেলা।
উপকারভোগীদের প্রাপ্য উপকরণ/সুবিধা (ইনপুটস):-

- ১,০০,০০০/-মহিলা জনপ্রতি প্রতিমাসে সিলযুক্তব্যাগে ৩০.৩০ কেজি পুষ্টি চাল ।
- নিবিড় প্রশিক্ষণ (জীবন দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমুলক প্রশিক্ষণ) নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে।
- প্রশিক্ষণ শেষে সুবিধাভোগী একলক্ষ মহিলা প্রত্যেকে এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান পাবে, যা তাদের বনিজ ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার হবে।

২০১৯-২০২০অর্থবৎসরেরএডিপিবরাদ্দ:২২১৮.৬৫লক্ষ; জিওবি: ২০০০.৯০লক্ষটাকা; পিএ: ২১৭.৭৫লক্ষটাকা।
২০১৯-২০২০অর্থবৎসরেরব্যয়:১৮৫.৩৩লক্ষটাকা; জিওবি: ০০.০০লক্ষটাকা; পিএ: ১৮৫.৩৩লক্ষটাকা।
২০২০-২০২১অর্থবৎসরেরএডিপিবরাদ্দ:৫২৬৭.০০লক্ষ; জিওবি: ৪৭০০.০০লক্ষটাকা; পিএ: ৫৬৭.০০লক্ষটাকা।
২০২০-২০২১অর্থবৎসরেরপ্রস্তাবিতআরএডিপিবরাদ্দ:১৯৫৯.০০লক্ষটাকা; জিওবি: ১৩৯২.০০লক্ষটাকা; পিএ: ৫৬৭.০০লক্ষটাকা।
২০২০-২০২১অর্থবৎসরেরপুন: নির্ধারিতসংশোধিতএডিপিবরাদ্দ:১০৬১.০০লক্ষ; জিওবি: ৪৯৪.০০লক্ষটাকা; পিএ: ৫৬৭.০০লক্ষটাকা।
২০২০-২১অর্থবৎসরেরজুলাইথেকেজুন /২১পর্যন্তব্যয় : ৫৩৫.৪৩৩লক্ষ; জিওবি: ১২.৪০৩লক্ষটাকা; পিএ: ৫২৩.০৩লক্ষটাকা।
প্রকল্পশুরুথেকেজুন/২১পর্যন্তমোটব্যয় : ৭২০.৭৬৩লক্ষটাকা ; জিওবি: ১২.৪০৩লক্ষটাকা; পিএ: ৭০৮.৩৬লক্ষটাকা।

১২। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ জিওবি (পিএ)	২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য			মন্তব্য
				বরাদ্দ জিওবি (পিএ)	ব্যয়িত অর্থ জিওবি (পিএ)	অব্যয়িত অর্থ জিওবি (পিএ)	
উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারী’২০১৯ হতে ডিসেম্বর ’২০২৪ পর্যন্ত।	খুলনা (দাকোপ,কয়রা, পাইকগাছা উপজেলা) এবং সাতক্ষীরা জেলা (আশাশুনি ও শ্যাম নগর উপজেলা)	মোট-২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ। জিওবি-৬৭১৬.০০ লক্ষ। (পিএ-২০৯৭০.৭১ লক্ষ)	৩০১.০০ লক্ষ (৪৪৬৯.০০ লক্ষ)	২৫৮.০৭লক্ষ (২৮৫৩.৪১ লক্ষ)	৪২.৯৩ লক্ষ (১৩১৫.৫৯ লক্ষ)	১। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ৮০০০০ পিস মাস্ক বিতরণ ক,রা হয়েছে। ২। জনশুমারি(Census)এর মাধ্যমে ৬৬,৫৮৯ টি পরিবারের তথ্য বিশ্লেষন করে প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩। ১৩,৩০৮ টি সুপেয় পানির ট্যাংক (২০০০ লিটার ধারন ক্ষশতা সম্পন্ন) ক্রয় করা হয়েছে। ৪। পরীক্ষামূলক খানা ভিত্তিকRWHSএর গুনমান সমীক্ষা ও উপকারভোগীর অভিজ্ঞতা জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। প্রকল্প এলাকার সকল সমাজ ভিত্তিক খাওয়ার পানির উৎস(১০৯৪ টি জরিপ করা হয়েছে ও বাস্তবায়ন যোগ্য সম্ভাব্য(৪৯৩ টি স্থাপনা নির্বাচন করা হয়েছে। ৬। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তি পরিকল্পনা (Indigenous People’s plan)এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দলের (Team building workshop) সম্পন্ন হয়েছে। ৮।পিএসসিসুপারিশঅনুযায়ীজনশুমারীথেকেপ্রাপ্ততথ্যবিশ্লেষনকরেপানিওজীবিকাঅংশেরজন্যসুবিধাভোগীরতালিকাতৈরিকরাহয়েছে। ৯।ত্রৈমাসিকপ্রতিবেদনেরজন্যএকটিরিপোর্টিংফরম্যাট (গাইডলাইনসহ) তৈরিকরাহয়েছে। ১০।প্রকল্পেরদুইটি Gender-Climate Nexus: Towards Equitable and Inclusive Transformation ট্রেনিংকরাহয়েছে।

১৩।কর্মসূচির নাম০ঃ “গাজীপুরজেলারকালীগঞ্জউপজেলায়নারীউদ্যোক্তাদেরপরিচালনায়মহিলাবিপনীকেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ)” কর্মসূচি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কর্মসূচি এলাকা : গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা।
বাস্তবায়নকাল : জুলাই’২০১৭-জুন’২০২২
জুন২০২২পর্যন্ত১ (এক) বছরNo Cost Extentionকরাহয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলাবিষয়কআধিদপ্তর।
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৮২ ০০.লক্ষ টাকা ।
উদ্দেশ্য	:	● বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সমিতিভিত্তিক দোকান বরাদ্দ দানের জন্য সমিতি ফরমেশন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রদান। ● মহিলা বিপনী কেন্দ্রে সমিতি ভিত্তিক দোকান বরাদ্দ প্রদান। ● দলীয় সংগঠনে সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাবের মধ্য দিয়ে ব্যবসায় পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ মনোভাব সৃষ্টি করা। ● স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক প্রসার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা।
কর্মসূচি এলাকা	:	গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা।
মোট উপকারভোগী	:	৫০০জন।
কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০২০-২০২১অর্থবছরেসংশোধিতবাজেটেবরাদ্দ৩৫৫.৫১লক্ষটাকাএবংমোটঅবমুক্ত২০৪.৯১লক্ষটাকা।২০২০-২০২১অর্থবছরেমোট২০৪.৮৩লক্ষটাকাব্যয়হয়েছে (৫৭.৬২%) ।
কর্মসূচির বাস্তব অগ্রগতি	:	● ভবনেরঅভ্যন্তরীণসাটারিংএরকাজসম্পন্নহয়েছে। ● ওভারহেডপানিরট্যাংকস্থাপনওভিতরেরগ্লাসেরপার্টিশনেরকাজচলমান। ● নারীউদ্যোক্তাদেরপ্রশিক্ষণদেয়ারলক্ষ্যে৫০টিসমিতিনির্বাচনকরাহয়েছে। ● ২৫০জননারীউদ্যোক্তাকেপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

চিত্রঃনির্মাণাধীনভবন

১৪।কর্মসূচির নামঃমুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনীকেন্দ্র (জয়িতা মুন্সিগঞ্জ) কর্মসূচি

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
কর্মসূচি পরিচালকঃ	মো: মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মোবাইল নং ০১৭১২০২০৪৬৭।

কর্মসূচির মেয়াদঃ	মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২১।
কর্মসূচির মেয়াদ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)ঃ	জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
কর্মসূচির মোট বরাদ্দঃ	৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসূচির মোট ছাড়কৃত অর্থঃ	১০৬.৫০ লক্ষ টাকা (এক কোটি ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)।
২০২০-২০২১অর্থ বছরে কর্মসূচির মোট ব্যয়	২৯.০১ (উনত্রিশ লক্ষ এক হাজার) লক্ষ টাকা।
২০২০-২০২১অর্থ বছরে ব্যয়ের অর্জিত হারঃ	২৭.২৩%।
কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ঃ (শুরু হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত)	৩০.৪৫ (ত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা।
কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনভূক্ত সমিতি সমূহের উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও বিপনণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
২০২০-২১ অর্থ বছরে অগ্রগতিঃ	জয়িতা মুন্সিগঞ্জ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জয়িতা মুন্সিগঞ্জ ভবন নিমার্ণের জন্য প্রস্তাবিত খাস জমির উপর মামলা হওয়ায় কর্মসূচির কার্যক্রম করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান বিকল্প হিসাবে খাস জমির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ বরাবর ১৫/০৯/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্য ১৬/০৯/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাডভাইজারী কমিটির সভা বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্মসূচির আওতায় ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তাদের ৩মাস মেয়াদী (এপ্রিল/২০২১-জুন/২০২১) ৪টি ট্রেডে ক) ফ্যাশন ডিজাইন: (ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি,ব্লক বাটিক,হ্যান্ড প্রিন্ট ইত্যাদি) খ)কারুপণ্য: পাটজাত দ্রব্য তৈরি (যেমন-ব্যাগ, ফাইল, ফোল্ডার, সিকা, টেবিল ম্যাট, ব্যানার, ওয়াল ম্যাট, কার্পেট,নামাজের বিছানা, বসার আসন ইত্যাদি) গ)নকশীকাঁথা: (বিভিন্ন নকশী করা ছোট ও বড় কাঁথা হাতের কাজ, ব্লক ও এপ্লিকের বেডশীট, বেডকভার, কুশন, সোফাম্যাট ইত্যাদি) ঘ)ক্যাটারিং ও বাজার ব্যবস্থাপনা: (খাবার তৈরি ও বিপনণ ব্যবস্থা)প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জয়িতা ভবণ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমির বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২২/০৫/২০২১ তারিখ জয়িতা ভবণ নির্মাণের জমির জন্য পরিচালক মহোদয়ের সমন্বয়ে গঠিত টিম মুন্সিগঞ্জ সদরে কয়েক খন্ড জমি পরিদর্শন করেন।

১৫।কর্মসূচিরনামঃ“নতুননারীউদ্যোক্তাসৃজনওআত্ম-কর্মসংস্থানেরলক্ষ্যেবহুমুখীপাটজাতপণ্যউৎপাদন ” শীর্ষক কর্মসূচি

মেয়াদ	:	জুলাই’২০১৯-জুন’২০২২।
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৩২.৭০ লক্ষ টাকা।
উদ্দেশ্য	:	বহুমুখীপাটজাতপণ্যউৎপাদনওবাজারজাতকরণেনতুনপ্রজন্মেরনারীউদ্যোক্তাদেরকারিগরীদক্ষতাউন্নয়নেরলক্ষ্যেপ্রশিক্ষণপ্রদানকরা।
কর্মসূচিএলাকা	:	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুরওফরিদপুরজেলাসদরেকর্মসূচিকার্যক্রমপরিচালিতহচ্ছে।
উপকারভোগী	:	মোট৪৯৫০জন (প্রতিব্যাচে৩০জনকরে) ।

কর্মসূচিরবাস্তবঅগ্রগতি : কর্মসূচিরআওতায়ইতোমধ্যেময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুরওফরিদপুরজেলাসদরেকর্মসূচিরআওতায়মে/২০২১এরমধ্যে৫৫ব্যাচে১৬৫০জনপ্রশিক্ষণার্থীদেরপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

কর্মসূচিরআর্থিকঅগ্রগতি : ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ১৪৩.৯০লক্ষটাকা।২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যয় ১৪২.৮২ লক্ষটাকা(৯৯.২৫%)।

চিত্রে কর্মসূচির আওতায় ট্রেনিং কার্যক্রম:

==========

১৬। ''কিশোরীস্বাস্থ্যসুরক্ষায়ওনারীরঅর্থনৈতিকক্ষমতাসৃষ্টিতেস্যানেটারীটাওয়েলপ্রস্তুতকরণওবিতরণ ''

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারীসংস্থা : মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর

কর্মসূচিরনাম : কিশোরীস্বাস্থ্যসুরক্ষায়ওনারীরঅর্থনৈতিকক্ষমতাসৃষ্টিতেস্যানেটারীটাওয়েলপ্রস্তুতকরণওবিতরণকর্মসূচি।

বাস্তবায়নকাল : জুলাই'২০১৮-জুন'২০২১ (সংশোধিত)

প্রাক্কলিতব্যয় : মোট৪৯৪.৩৬লক্ষটাকা।

লক্ষ্য কর্মসুচিরমূললক্ষ্যহচ্ছেবাংলাদেশের৩২জেলার১২৮টিস্কুলের২৫,৬০০জনকিশোরীকেবিনামূল্যেস্যানেটারীন্যাপকিনসরবরাহকরারমাধ্যমেতাদেরপ্রজননস্বাস্থ্যওব্যাক্তিগতপরিচ্ছন্নতাউন্নয়নকরাএবংস্থানীয়পর্যায়েপ্রশিক্ষণেরমাধ্যমে২৫৬জননারীউদ্যোক্তাসৃষ্টিকরা।

উদ্দেশ্য		তৃণমূলপর্যায়েনারীউদ্যোক্তাসৃষ্টিরমাধ্যমেবাংলাদেশেরকিশোরীওমহিলাদেরকেস্যানেটারীন্যাপকিনব্যবহারেউদ্বুদ্ধকরণযাতাদেরপ্রজননস্বাস্থ্যওব্যাক্তিগতপরিচ্ছন্নতা (Personel hygiene) উন্নয়নেউল্লেখ্যযোগ্যভূমিকারাখবে।
উপকারভোগীরসংখ্যা		২৫৬০০জনকিশোরী
কর্মসুচিরএলাকা	:	৩২টিজেলা
মূলকার্যক্রম	:	নারীউদ্যোক্তাসৃষ্টিরমাধ্যমেবাংলাদেশের৩২টিজেলার (সদরে২টিস্কুলএবংসুবিধাবঞ্চিতওপ্রত্যন্তঅঞ্চলে১টিউপজেলার২টিস্কুলের) ১২৮টিস্কুলের২৫৬০০জনকিশোরীকেবিনামূল্যে৬,১৪,৪০০ (ছয়লক্ষচৌদ্দহাজারচারশত) স্যানেটারীন্যাপকিনএরপ্যাকেটসরবরাহকরা।
২০২০-২০২১অর্থবছরেরসংশোধিতবরাদ্দ	:	৭৮.৩০লক্ষটাকা।

বাস্তবঅগ্রগতি : 1। কর্মসূচিটি০৮টিবিভাগের৩২ (বত্রিশ) টিজেলায়বাস্তবায়িতহচ্ছে ।

2। ১২৮টিস্কুলেরপ্রতিস্কুলে২০০ (দুইশত) জনছাত্রীরমধ্যেপ্রতিমাসে২০০প্যাকেটস্যানেটারীন্যাপকিনবিতরনকরা হচ্ছে। প্রতি জেলার ৪টি স্কুলে ৮০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

3। কর্মসূচির আওতায় ৩২ জেলায় ২৪ মাসের স্যানেটারী ন্যাপকিন বিতরনের কথাথাকলেওবাজেটসংকুলাননাহওয়ায়গত১১/০২/২০২১ তারিখেঅনুষ্ঠিতএ্যাডভাইজারীকমিটিরসভায়২২মাসেরস্যানেটারীন্যাপকিনবিতরণেরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতেঅবশিষ্টবিতরণকাজসম্পন্নকরাহয়েছে।

4। প্রতিমাসেউপকারভোগীরসংখ্যা২৫,৬০০জন।

5। প্রতিজেলায়০৮জনকরেমোট২৫৬ জন নারীর উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমেস্যানেটারীন্যাপকিনতৈরীওপ্রজননস্বাস্থ্য, প্রাথমিকস্বাস্থ্যপরিচর্যাবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

6। প্রতি মাসে২৫,৬০০জনস্কুলগামীকিশোরীরমধ্যেন্যাপকিনবিতরনসম্পন্ন করা হয়েছে।

7। ১২৮জনস্কুলশিক্ষককেপ্রাথমিকস্বাস্থ্য, প্রজননস্বাস্থ্য, জেন্ডারওজেন্ডারভিত্তিকসহিংসতাপ্রতিরোধওনারীরক্ষমতায়নবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে।

8। সচেতনতামূলকহিসাবেকর্মসূচিমেয়াদেসকলসভাসম্পন্নকরাহয়েছে।

9। কর্মসূচিটিবাকি৩২টিজেলারপরিচালনারনিমিত্তকর্মসূচিরপ্রস্তাবপ্রনয়নকাজসম্পনকরেPPNBপ্রশাসনিকমন্ত্রণালয়েপ্রেরণকরাহয়েছেএবংসার্বক্ষণিক যোগাযোগঅব্যাহতরয়েছে।

10। ২০২০-২০২১অর্থবছরেজুন'২০২১একর্মসূচিরমেয়াদশেষহয়েছে।কর্মসূচিমেয়াদেকর্মসূচিরসকলকার্যক্রমসফলভাবেসম্পন্নকরাহয়েছে।

আর্থিকঅগ্রগতি ২০২০-২০২১অর্থবছরেবরাদ্দ৭৮.৩০লক্ষটাকা।অবমুক্তকরাহয়েছে৩৯.২২লক্ষটাকা।জুলাইহতেজুন/২০২১পর্যন্তব্যয়হয়েছে৭৫,৮১,৭৯৫লক্ষটাকা।অব্যয়িতরয়েছে২, ৪৪,২০৫টাকা।এপর্যন্তমোটকর্মসূচিরআর্থিকঅগ্রগতি৯৯%।

১৭।"কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ" কর্মসূচি।

কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ	জানুয়ারী'২০১৬ হতে জুন'২০২১ পর্যন্ত (কর্মসূচির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আগামী জুন'২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দঃ	৫০০.৫০ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ হাজার) টাকা।
২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয়:	১০৯.২৫৯(এক কোটি নয় লক্ষ পচিঁশ হাজার নয়শত) লক্ষটাকা।
মোট বরাদ্দ ও অর্থের উৎসঃ	৯৩০.৫০ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বাংলাদেশ সরকার

লক্ষ্যওউদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যসমূহঃ

১) বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি।
২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের জীবন মানোন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩) সীমানা প্রাচীর তৈরীসহ ভূমি উন্নয়ন এবং ৫(পাঁচ) তলা ভিত বিশিষ্ট ৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণ।
৪) প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ, সেলাই মেশিন সরবরাহ।
৫) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ।

উদ্দেশ্যঃ

সুনামগঞ্জ জেলার এতিম ও অসহায় কিশোরীদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা।

কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশের গরীব, গৃহহীন, এতিম এবং বিভিন্নভাবে অসহায় পরিবারের মেয়ে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি করে তাদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য পৃথক দুটি ভবন নির্মাণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে উল্লেখ সংখ্যক মেয়ের আবাসিক এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২০২০-২১অর্থবছরেরঅগ্রগতিঃ

উক্তকর্মসূচীর আওতায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে**চুড়ান্তনক্শাঅনুযায়ীনির্মাণকাজেরজন্যটেন্ডারসম্পন্নহয়েছে।**ভবন ২(দুই)টি নির্মাণের জন্য ই জিপি টেন্ডারের-মূল্য বাবদ বিগত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আট শত)টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no.470,Road no.31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।বর্তমানে কার্যাদেশ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ১০/১১/২০১৭ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকিএমপি, উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। ২০২০-২১অর্থবছরের১মও২য়কিস্তিরঅর্থপ্রশাসনিকমন্ত্রণালয়কর্তৃকঅবমুক্তিকরাহলেউক্তঅর্থ প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি),আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।বর্তমানে উক্ত কর্মসূচিরআওতায়ভবননির্মাণের কাজ পুরাদমে চলছে। বিগত১১-১৩এপ্রিল/১৯তারিখেএকটিভবনের১মতলারছাদ, ১৬-১৭জুলাই/১৯তারিখে২য়তলারছাদ, ১১-১২সেপ্টেম্বর/১৯তারিখে৩য়তলারছাদএবং১০-১১নভেম্বর/১৯তারিখে৪র্থতলারছাদঢালাইসম্পন্নহয়।বিগত২-৩অক্টোবর/১৯তারিখেঅপরভবনের১মতলারছাদ, ৩০-৩১ডিসেম্বর/১৯তারিখে২য়তলারছাদ, ৮-৯মার্চ/২০২০তারিখে৩য়তলারছাদঢালাইএবং৫-৬আগস্ট/২০২০তারিখেচতুর্থতলারছাদঢালাইসম্পন্নহয়।বর্তমানেপ্লাস্টার, স্যানেটারীফিটিং, দরজা-জানালাতৈরী, টাইল্সফিটিংসএবংইলেকট্রিকএরকাজচলমানরয়েছে।এলজিইডিএবংকর্মসূচীএলাকায়টেলিফোনেপ্রতিদিনইমনিটরিংকরাহচ্ছে।ভবন০২টিরনির্মাণকাজসমাপ্ত হলেসেখানে১২৫-১৫০জনমেয়েরএকাডেমিকভাবেবিভিন্নপ্রশিক্ষণেরব্যবস্থাওআবাসিকসুবিধাপাবে।

১৮। প্রকল্পেরনাম: NATIONAL RESILIENCE PROGRAMME (DWA Part)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

কারিগরি সহায়তায়: UN Women

প্রকল্পেরমেয়াদ: জানুয়ারী২০১৮ –ডিসেম্বর২০২১

প্রকল্পেরলক্ষ্য: জেন্ডার সংবেদনশীল দুর্যোগব্যবস্থাপনাএবংঝুঁকিঅবহিতিমূলকউন্নয়নেরমাধ্যমেবাংলাদেশেরটেকসইউন্নয়নওরিজিলিয়েন্সবৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পেরউদ্দেশ্য: দুর্যোগব্যবস্থাপনায়নারীরনেতৃত্বওক্ষমতায়ননিশ্চিতকরণেরমাধ্যমেরিজিলিয়েন্সবৃদ্ধিকরণ

প্রকল্পেরমোটব্যয় (কোটিটাকায়) মোট : ২৮৬২.৩৬লক্ষটাকা

জিওবি : ২৫৮.৯৮লক্ষটাকা

প্রকল্পসাহায্য: ২৬০৩.৪২লক্ষটাকা

প্রকল্পএলাকা:

	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
ঘূর্নিঝড় প্রবণ এলাকা	খুলনা	কয়রা	দক্ষিণবেদকাশী; মহেশ্বরীপুর
		দাকোপ	সুতারখালী; কামারখোলা
	কক্সবাজার	চকোরিয়া	সুরাজপুর; কাকাড়া
		টেকনাফ	সাবরাং; টেকনাফসদর
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	মুন্সিগঞ্জ; পদ্মপুকুর
		কালিগঞ্জ	কৃষ্ণনগর; চম্পাফুল
বন্যা এলাকা	জামালপুর	ইসলামপুর	বেলগাছা; চিনাডুলি
		দেওয়ানগঞ্জ	চিকাজানী; চরআমখাওয়া
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রামসদর	যাত্রাপুর; পাঁচগাছী
		চিলমারী	অষ্টমীরচর; রানীগঞ্জ
মোট	**জেলা - ৫**	**উপজেলা - ১০**	**ইউনিয়ন - ২০**

প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরেরঅগ্রগতি:

নীতিমালা, কৌশলপত্র, কর্মপন্থাপ্রণয়ন

- মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রণালয়কর্তৃকপ্রণীত‘Gender Responsive Guideline for Design and Review of Development Projects 2009’ পর্যালোচনারনিমিত্তেPolicy advocacy brief তৈরী।
- LGED এরপ্রকল্পসমূহজেন্ডারসংবেদনশীলকরারলক্ষ্যেজেন্ডারমার্কারতৈরী।
- Sex, age disability disaggregated data বিষয়কProtocol Guideline প্রণয়নকরাহয়েছে।

- জাতীয়দুর্যোগব্যবস্থাপনাপরিকল্পনা২০২১-২০২৫(National Plan for Disaster Management) জেন্ডারসংবেদনশীলকরাহয়েছে।

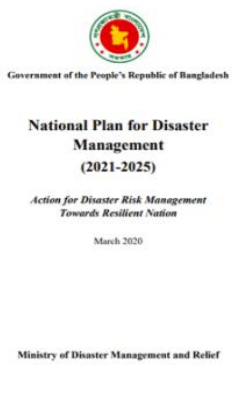

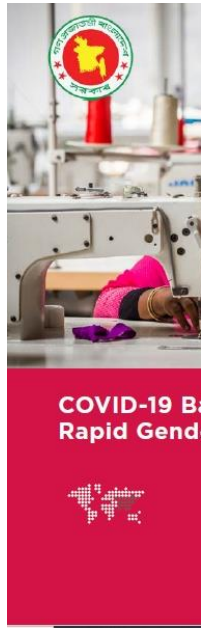

<u>সক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ</u>

- সাতক্ষীরাওকক্সবাজারজেলার২৭০০জনবিপদাপন্ননারীকেদুর্যোগপূর্বপ্রস্তুতি, Public Health in Emergency,নারীনেতৃত্ব, ০৫টিআয়বৃদ্ধিমূলককার্যক্রমবিষয়কপ্রশিক্ষণমডিউলেরউপরপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।
- ২৭০০জনবিপদাপন্ননারীকে১৫,০০০/- টাকারপ্রোডাকটিভএ্যাসেটএরঅর্থবিতরণকরাহয়েছে।

- ৫৬টিস্থানীয়পর্যায়েরনারীসংগঠননির্বাচনকরে২৩৮জনকেদুর্যোগপ্রস্তুতি, দুযোর্গব্যবস্থাপনায়জেন্ডারসংবেদনশীলতা, জলবায়ুপরিবর্তনসংক্রান্ত৯টিমডিউলেরউপরেপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

- প্রশিক্ষণপ্রাপ্তনারীসংগঠনগুলোঘূর্ণিঝড় “Amphan এবংYaas” এরসময়বিভিন্নভাবেসক্রিয়থেকেক্ষতিগ্রস্থমানুষেরপাশেথেকেসার্বিকসহযোগীতাপ্রদানকরেছে।
- ১২৮৮দুর্যোগব্যবস্থাপনাকমিটি, ৩৩১ঘূর্ণিঝড়প্রস্তুতি কর্মসূচী **(সিপিপি)** স্বেচ্ছাসেবকও২৩৯বন্যাপ্রস্তুতি কর্মসূচী **(এফপিপি)** স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগবাবস্থাপনায়জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং public health emergency বিষয়কপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।
- ১২৮৮দুর্যোগব্যবস্থাপনাকমিটি, ৩৩১ঘূর্ণিঝড়প্রস্তুতিকর্মসূচী (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকও২৩৯বন্যাপ্রস্তুতিকর্মসূচী (এফপিপি) স্বেচ্ছাসেবকদেরদুর্যোগবাবস্থাপনায়জেন্ডারসংবেদনশীলতাএবং public health emergency বিষয়কপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।
- ১২৮৮দুর্যোগব্যবস্থাপনাকমিটি, ৩৩১ঘূর্ণিঝড়প্রস্তুতিকর্মসূচী (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবকও২৩৯বন্যাপ্রস্তুতিকর্মসূচী (এফপিপি) স্বেচ্ছাসেবকদেরদুর্যোগবাবস্থাপনায়জেন্ডারসংবেদনশীলতাএবং public health emergency বিষয়কপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

- LGED নির্মিতঅবকাঠামোজেন্ডারসংবেদনশীলকরারলক্ষ্যেজেন্ডারমার্কার –এরউপর২৫জনLGED কর্মকর্তাদেরপ্রশিক্ষণপ্রদান।
- জাতীয়এবংস্থানীয়পর্যায়ে৭৬জনসাংবাদিকMedia Sensitization on Gender Responsive Resilience বিষয়েপ্রশিক্ষণগ্রহণকরেছেন।
- মাঠপর্যায়েসচেতনতাবৃদ্ধিরলক্ষ্যেCOVID 19 এরপ্রস্তুতিমূলকএবংGender Impact on COVID বিষয়ক৬টিaudio visual এবংসাইক্লোনপূর্বভাসসম্পর্কিত১২টিaudio visual প্রস্তুতকরাহয়েছে।ঘূর্ণিঝড়প্রবণএলাকার১৪৫৫০মানুষেরমাঝে৭টিকমিউনিটিরেডিও, ৬টিস্থানীয়পর্যায়েরনারীসংগঠন, ২৯টিএনজিওমাধ্যমেপ্রচারকরাহয়েছে।
- আর্ন্তজাতিকগবেষণাকনফারেন্স২টিবিশেষসেশনপরিচালনাকরাহয়েছে।১টিDisaggregated Data for Resilience Building এবং২টিUntold Tales of Women Champions of Climate Change.

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী সমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

প্রতিবেদনাধীন মাসের নামঃ জুন/২০২১ (অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ক) কর্মসূচির নাম খ) কর্মসূচি পরিচালকের নাম, পদবী, ফোন নং	বাস্তবায়নকারীসংস্থা	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত ব্যয়	২০২০-২১অর্থবছরেরবরাদ্দ	২০২০-২১অর্থবছরেরজুন'২১পর্যন্তঅবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২০-২১অর্থবছরেরজুন ২০২১পর্যন্তব্যয় (বরাদ্দের %)	২০২০-২১অর্থবছরেরজুন ২০২১পর্যন্তভৌত অগ্রগতি(বরাদ্দের%)	রুথেকেজুন২০২১ পর্যন্তক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (বরাদ্দের %)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ক) ''কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ'' কর্মসূচি। খ) মোঃজিলালউদ্দিন কর্মসূচি পরিচালক মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর, ঢাকা।ফোননং-, ০১৭৫৭৩০২৮২৬	মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/ ২০২১ পর্যন্ত (কর্মসুচির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আগামী জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।)	**৯৩০.৫০**	৫০০.৫০ (পাঁচকোটি পঞ্চাশহাজার) টাকা।	২৫০.০৬ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছয় হাজার) টাকা ৪৯.৯৬%	১০৯.২৫৯ (এক কোটি নয় লক্ষ পচিশ হাজার নয়শত) টাকা ৪৩.৬৯%	৬২.০০ **%** **(নির্মাণকাজের)**	৪০.০০ .৪৯ ৩১.২২ ৯.৫০ ৩৯.১৬ ০৯.২৫৯ ৪৯১.৬২৯ (চারকোটিএকানব্বই লক্ষবাষট্টি হাজারনয়শত) টাকা (৫২.৮৩৫%)	বিগত ৩০/০৬২০২/১ তারিখে ২০২০-২১অর্থবছরে রবরাদ্দকৃত বাজেটেরঅব্যয়িতঅর্থ৩৯১.২৪১লক্ষ মন্ত্রণালয়েসমর্পনকরাহয়েছে।

বিঃদ্রঃউক্তকর্মসূচীর আওতায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে**চুড়ান্তনক্শাঅনুযায়ীনির্মাণকাজেরজন্যটেন্ডারসম্পন্নহয়েছে।**ভবন ২(দুই)টি নির্মাণের জন্য ই জিপি টেন্ডারের-মূল্য বাবদ বিগত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখ ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আট শত)টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no.470,Road no.31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।বর্তমানে কার্যাদেশ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ১০/১১/২০১৭ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকিএমপি, উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। ২০২০-২১অর্থবছরের১মও২য়কিস্তিরঅর্থপ্রশাসনিকমন্ত্রণালয়কর্তৃকঅবমুক্তিকরাহলেউক্তঅর্থ প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি),আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এর বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।বর্তমানে উক্ত কর্মসূচিরআওতায়ভবননির্মাণের কাজ পুরাদমে চলছে। বিগত১১-১৩এপ্রিল/১৯তারিখেএকটিভবনের১মতলারছাদ, ১৬-১৭জুলাই/১৯তারিখে২য়তলারছাদ, ১১-১২সেপ্টেম্বর/১৯তারিখে৩য়তলারছাদএবং১০-১১নভেম্বর/১৯তারিখে৪র্থতলারছাদঢালাইসম্পন্নহয়।বিগত২-৩অক্টোবর/১৯তারিখেঅপরভবনের১মতলারছাদ, ৩০-৩১ডিসেম্বর/১৯তারিখে২য়তলারছাদ, ৮-৯মার্চ/২০২০তারিখে৩য়তলারছাদঢালাইএবং৫-৬আগস্ট/২০২০তারিখেচতুর্থতলারছাদঢালাইসম্পন্নহয়।বর্তমানেপ্লাস্টার, স্যানেটারীফিটিং, দরজা-জানালাতৈরী, টাইল্সফিটিংসএবংইলেকট্রিকএরকাজচলমানরয়েছে।এলজিইডিএবংকর্মসূচীএলাকায়টেলিফোনেপ্রতিদিনইমনিটরিংকরাহচ্ছে।ভবন০২টিরনির্মাণকাজসমাপ্তহলেসেখানে১২৫-১৫০জনমেয়েরএকাডেমিকভাবেবিভিন্নপ্রশিক্ষণেরব্যবস্থাওআবাসিকসুবিধাপাবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	বাজেট বরাদ্দ ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ২০২০-২০২১	ব্যয় ২০২০-২০২১	অব্যয়িত অর্থ
০১।	প্রধান কার্যালয়	৩০,৩১,৬৭	২৬,২৮,০৬	২০,৫৭,২১	৫,৭০,৮৫
০২।	জেলা কার্যালয় সমূহ	৪৬,০০,৯৬	৪১,৪৬,৯৮	৩৫,০৬,৩৭	৬,৪০,৬১
০৩।	উপজেলা কার্যালয় সমূহ	১০২,৯৯,৮৩	৯৭,৭৫,৯০	৯০,১২,৬৮	৭,৬৩,২২
০৪।	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ	১৩,২৮,০৬	১১,৬৭,৯৭	৮,৫৩,৮৭	৩,১৪,১০
০৫।	মহিলা সহায়তা কেন্দ্র সমূহ	৬,০৩,৪৮	৫,৮৮,৯৮	৪,৭৬,৩২	১,১২,৬৬
০৬।	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সমূহ	৩,৬০,৮৬	৩,৪৯,৩৬	৩,২১,৩৩	২৮,০৩
০৭।	দিবাযত্ন কেন্দ্র সমূহ	২০,২৭,৬৬	১৬,৩৫,০৬	১৩,৯৬,৯১	২,৩৮,১৫
০৮।	মহিলা, শিশু ও কিশোরী নিরাপদ হেফাজতী কেন্দ্র, গাজীপুর	৮৯,৯২	৮৯,০৬	৮১,০৭	৭,৯৯
	মোট =	**২২৩,৪২,৪৪**	**২০৩,৮১,৩৭**	**১৭৭,০৫,৭৬**	**২৬,৭৫,৬১**

পেনশন

মাসের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	সর্বমোট	মন্তব্য
জুলাই/২০২০	০০	০০	০০	০০	০০	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিষ্পন্ন পেনশন কেসের বিবরণ
আগস্ট/২০২০	০০	০০	০০	০০	০০	
সেপ্টেম্বর/২০২০	০২	০০	০১	০০	০৩	
অক্টোবর/২০২০	০০	০০	০০	০২	০২	
নভেম্বর/২০২০	০০	০০	০০	০১	০১	
ডিসেম্বর/২০২০	০০	০০	০১	০০	০১	
জানুয়ারী/২০২১	০০	০০	০০	০০	০০	
ফেব্রুয়ারী/২০২১	০৫	০০	০২	০০	০৭	
মার্চ/২০২১	০০	০২	০০	০০	০২	
এপ্রিল/২০২১	০০	০০	০০	০০	০০	
মে/২০২১	০১	০০	০১	০১	০৩	
জুন/২০২১	০২	০০	০১	০০	০৩	
সর্বমোট	১০	০২	০৬	০৪	২২	

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত স্মারণী

২.১অডিটআপত্তিসংক্রান্ততথ্য (০১জুলাই২০২০হতে৩০জুন২০২১পর্যন্ত)

(লক্ষটাকায়)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	ক্রমপুঞ্জিত অডিটআপত্তি		আগত অডিটআপত্তি		সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	সর্বমোট টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবে রসংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃতঅডিটআপত্তি		অনিষ্পন্নঅডিটআপত্তি		মন্তব্য
	সংখ্যা	টাকারপরিমান (লক্ষটাকায়)	সংখ্যা	টাকারপরিমান (লক্ষটাকায়)				সংখ্যা	টাকারপরিমান (লক্ষটাকায়)	সংখ্যা	টাকারপরিমান (লক্ষটাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
মহিলাবিষয়কঅধিদপ্তর												
রাজস্ব	১৬টি	৫৪৯৮.৮৬	৫৩টি	৫৩৪৪.০৫	৬৯টি	১০৮৪২.৯১	৫৭টি	৯টি	৩৫০৬.৭১	৬০টি	৭৩৩৬.২০	➢ প্রতিবেদনে ২০১৭-২০১৮অর্থ বছরের ২৫টি অডিট আপত্তি এবং জড়িত ২৮০৫.৩৭ (আঠাশ কোটি পাঁচ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২৮টি অডিট আপত্তি এবং জড়িত ২৫৩৮.৬৮ (পঁচিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটষট্রি হাজার) লক্ষ টাকা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ➢ অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে ৬টি আপত্তির (অগ্রিম প্যারা) পুন: ব্রডশীট জবাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে স্মারক নং ৩২.০১.০০০০.০০৪.০১.০১৮.০৯(অংশ-১)-২৭৩, তারিখ ১৭/০৬/২০২১ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ১টি ব্রডশীট জবাব অনুচ্ছেদ-১১ স্মারক নং ৩২.০১.০০০০.০০৪.০১.০১৮.০৯(অংশ-১)-২৭৯, তারিখ ২৮/০৬/২০২১ এর মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ব্রডশীট জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুতই প্রেরণ করা হবে। ➢ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হালনাগাদ প্রমানকসহ ব্রডশীট জবাব প্রেরণ পূর্বক দ্রুতই দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ➢ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের উত্থাপিত অডিট আপত্তির অগ্রিম ও সাধারণ অনুচ্ছেদ এর ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➢ Entity Wide MTBF অডিটের আওতায় ২০১৪-১৭ সালের অনিষ্পন্ন ৬টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্যের আলোকে প্রস্তুতপূর্বক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের প্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ তারিখে ১টি অডিট আপত্তি অনুচ্ছেদ-২.৩.২ নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকীগুলো নিষ্পত্তির জন্য অডিট অফিসের মন্তব্যের আলোকে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন	১৮৬টি	২২৮৯০.১৮	১৯টি	১২৫৩.৫৯	২০০টি	২৪১৪৩.৭৭	৪৩টি	১৫৭টি	১৯৫৩৪.৪৭	৪৮টি	৪৬০৯.৩০	➢ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষায় উত্থাপিত ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ৬টি সম্পূর্ণ ও ৬টি আংশিক আপত্তি, নালিতাবাড়ী উপজেলা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের ২টি সম্পূর্ণ ও ৩টি আংশিক আপত্তি, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের ৩টি সম্পূর্ণ ও ২টি আংশিক আপত্তি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রকল্পের ৩টি সম্পূর্ণ ও ৪টি আংশিক আপত্তিসহ মোট ১৪টি সম্পূর্ণ ও ১৫টি আংশিক আপত্তি এবং মোট জড়িত ১২০৩.৯৯ (বারো কোটি তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার) লক্ষ টাকা উন্নয়ন খাতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ➢ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব হালনাগাদ প্রমানকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক দ্রুতই দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ➢ উন্নয়ন খাতের অনিষ্পন্ন অডিটআপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/০৯/২০২০ তারিখে অডিট পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুতব্রডশীটজবাবপ্রমানকসহসরবরাহকরারজন্যনির্দেশদেয়া হয়। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের অন্যান্য প্রকল্পের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৪১.১১ (অংশ-১)-২২৮ স্মারক ও তারিখ ১০/০৮/২০২০ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রইদ্বি-পক্ষীয়ওত্রি-পক্ষীয়সভারমাধ্যমেনিষ্পত্তিরব্যবস্থানেওয়াহবে।

২.২অডিটরিপোর্টেগুরুতর/বড়রকমেরকোনজালিয়াতি/অর্থআত্মসাৎ,অনিয়মধরাপড়েথাকলেসেসবকেসসমূহেরতালিকা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষার সন	অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমান	বর্তমানঅবস্থা
১.	২০১২-২০১৩	০১ (অগ্রিম)	সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৪,৫৫,১৫১.৯০টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৪,৫৫,১৫১.৯০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/ সুপারিশেরপ্রেক্ষিতে০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীটজবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ পূর্বক দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.	২০১২-১৩	০২ (অগ্রিম)	সরকার নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৬৩,৪০২.০০ রাজস্ব ক্ষতি ।	১,৬৩,৪০২.০০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশেরপ্রেক্ষিতে০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীটজবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ পূর্বক দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩.	২০১২-১৩	০৫ (অগ্রিম)	সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ না দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৮,০৩,৫১৮.০০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশেরপ্রেক্ষিতে০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশীটজবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ পূর্বক দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪.	২০১৫-১৬	১১ (অগ্রিম)	খেলাপিঋণেরঅর্থআদায়নাকরায়সংস্থারআর্থিকক্ষতি১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ টাকা।	১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০	২০/১১/২০১৯ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশেরপ্রেক্ষিতে০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়হতে প্রাপ্ত মন্তব্যের আলোকে হালনাগাদ যথাযথ প্রমাণকসহ পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ পূর্বক ব্রডশীটজবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২৮/০৬/২০২১ তারিখ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বিভাগীয় মামলা গঠনঃ

ক্রঃ নং	মামলা নম্বর	অভিযুক্তের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অভিযোগ গঠনের তারিখ	মন্তব্য
০১.	২০২	জনাব মো: একরামুল হায়দার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।	০১/০৬/২০২১	-
০২.	২০৩	জনাব মো: মিজানুর রহমান ভূইয়া গাড়ী চালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সদর কার্যালয়, ঢাকা।	০১/০৬/২০২১	-

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বিভাগীয় মামলা নিস্পন্নঃ

ক্রঃনং	অভিযুক্তের নাম, পদবী ও কর্মস্থল	অভিযোগের বিষয়	প্রাপ্ত দন্ডাদেশ	দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ
০১.	বেগম হোসনে আরা মিনা অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, গোপালপুর, টাংগাইল।	কর্মকর্তাদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশোভনীয় আচারণ এবং অনিয়মিতভাবে কর্মস্থলে আগমন ও প্রস্থান।	০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়।	১৩/০৬/২০২১

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় সম্প্রসারণ

১৯৮৪ সালে দেশের বৃহত্তর ২২টি জেলা এবং ১৩৬ টি থানা নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে ৪২টি জেলা ও ১০০টি উপজেলা এবং তৎপরবর্তী সময়ে আরো (৮০+৮০+৩৪)=১৯৪ টি উপজেলায় অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায়। বর্তমানে ৬৪ টি জেলা ও ৪৩০ টিউপজেলায় মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

তাছাড়া আরো ২টি নতুন উপজেলার অনুমোদন হয়েছে। যার সেটআপ প্রক্রিয়াধীন।

সম্প্রসারিত জনবল

মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠনকালে জনবল ছিল ৯৭৭ জন। পরবর্তীতে নতুন ৪২টি জেলা এবং ২৯৪ টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায়। এছাড়া অধিদপ্তরাধীন ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৬০০ টি।

তথ্য ও যোগাযোগ

তথ্য ও যোগাযোগ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ওয়েব সাইট ঃ www.dwa.gov.bd
ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.com

তথ্য প্রদান ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বদেয়া হয়েছে। এদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে মূল্যবোধ সঞ্চারের ক্ষেত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ , দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যেদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীত করণের জাতীয় লক্ষ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের রূপকল্প বিবেচনায় বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছেন।

সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে আরোবেগবান ও গতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে কম্পিউটার সরবরাহ করা হচ্ছে। সদর কার্যালয়ে আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও অন্যান্য মাধ্যমের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি ওয়েব সাইট ও ই-মেইল খোলা হয়েছে। এতে একদিকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং এর গুরুত্বপূর্ন নাগরিক সেবা সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও বিভিন্ন মাধ্যম অবহিত হতে সক্ষম হবে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ের সাথে সদর কার্যালয় এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ সহজ ও ত্বরান্বিত হবে।

জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানের নিমিত্ত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ০১টি ৬৪ টি জেলা কার্যালয়ে ৬৪ টি এবং জেলাধীনউপজেলাগুলোতে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। তথ্য প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

উপজেলা পর্যায়ে ঃ

- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - আপীল অথরিটি

জেলা পর্যায়ে ঃ

- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ঢাকা - আপীল অথরিটি

সদর কার্যালয়ে ঃ

- উপপরিচালক রেজি: ও জনসংযোগ) - দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
- কম্পিউটার প্রশিক্ষক - বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -আপীল অথরিটি
  বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তথ্য কমিশন ঃ

- জনাব মরতুজা আহমদ - প্রধান তথ্য কমিশনার
  তথ্য কমিশন
  প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
  এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা,শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
  ইমেইল:cic@infocom.gov.bd, ফোন : ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৮,৮১৮১২১৯, ফ্যাক্স : ৯১১০৬৩৮
  www.infocom.gov.bd

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের **তথ্য প্রদান ইউনিট**এ নিম্নোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। যথা ঃ

১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং চাহিত তথ্যাদি অনুযায়ী তা সরবরাহ করাই তথ্য প্রদান ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য।

২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ।

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণের বাস্তবায়ন অগ্রগতির লক্ষ্যেস্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদকরণ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কর্তৃক চাহিত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্যাদি বিভিন্ন সময় প্রেরণ করা।

৪।জেলা/উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট এর ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করা ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা।

৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।

তথ্য প্রদান ইউনিটে যোগাযোগ -

মাহমুদা বেগম দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপপরিচালক (রেজি: ও জনসংযোগ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৮১৭৬৪৫৭০০ ই-মেইল ঃ mahmudadwaad@gmail.com	খালেদা খাতুন (মুক্তি) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কম্পিউটার প্রশিক্ষক তথ্য প্রদান ইউনিট মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৫৫২৪৩১৮২৫ ই-মেইল ঃ khaledamukti7@gmail.com

* সদর কার্যালয় ও জেলা/উপজেলা কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন নম্বর বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েব সাইট www.dwa.gov.bd এ পাওয়া যাবে।

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১. আবেদনকারীর নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ

টেলিফোন /মোবাইল নম্বর ঃ

পেশা ঃ

২. কি ধরনের তথ্য পেতে আগ্রহী ঃ
(প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী ঃ
(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি)

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

আবেদনের তারিখ ঃ ----------

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ.....

ঠিকানা ঃ.....

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ-

১।
.....
.....।

২।
.....
.....।

৩।
.....
.....।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম 'গ'

(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

আপীল আবেদন

বরাবর

.....

..... (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ

.....(দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ

২। আপীলের তারিখ ঃ

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ

৯। অন্যকোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছাপোষণ করেন। ঃ

আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'ঘ'

(বিধি ৮ দ্রষ্টব্য)

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ ৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

তথ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য চালান কোড নং ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭

ফরম-'ক'

(প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য)

অভিযোগ দায়েরের ফরম

অভিযোগ নং..... ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ----------

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ----------

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ----------

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ----------

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ----------

৭। অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ----------

<u>সত্যপাঠ</u>

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-'খ'

(প্রবিধান -৫(১) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরবকার

তথ্য কমিশন

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন

প্রতি তারিখঃ----------

যেহেতু অভিযোগকারী ---------- (নাম ও ঠিকানা)----------

----------আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর অধীন ----------নং অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন এবং তথ্য কমিশন অভিযোগের বিষয়টি নিস্পত্তি করণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছে, সেহেতু এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে আগামী ---------- তারিখ ---------- ঘটিকায় তথ্য কমিশন অফিসে হাজির হইয়া ব্যক্তিগতভাবে অথবা মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আনীত অভিযোগের (অভিযোগের কপি সংযুক্ত) জবাব দাখিল এবং শুনানীতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য সমন জারী করা হইল।

আরও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত তারিখে আপনি/আপনারা অনুপস্থিত থাকিলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অভিযোগ শুনানী করিয়া নিস্পত্তি করা হইবে।

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে,

কমিশনের সীলমোহর (কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
তথ্য প্রদান ইউনিট
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
ওয়েব সাইট ঃwww.dwa.gov.bd
ই-মেইল ঃdwadhaka@gmail.com

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা,২০২১

পটভূমি ঃজাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধে মহীয়ান। এই অধিদপ্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করছে।

লক্ষ্য ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং নাগরিকদের তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

উদ্দেশ্যঃমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।

যৌক্তিকতাঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম, সেবা প্রদান পদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী সর্ম্পকে প্রত্যেক নাগরিকের জানার অধিকার রয়েছে এবং এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্য প্রবাহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করা এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণার্থে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠনসহ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(১) ধারার বিধান মতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রকাশ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

১। নির্দেশিকার ভিত্তি ঃ

শিরোনামঃ এ নির্দেশিকা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা,২০২১ নামে অভিহিত হবে।

প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ঃ মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
অনুমোদনের তারিখ **ঃ২২/০৩/২০২১**

২। সংজ্ঞাসমূহ ঃ

'তথ্য'অর্থ- তথ্য অধিকার আইনে প্রদত্ত তথ্যের সংজ্ঞা অনুসারে এ দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়সমূহ;

তথ্য প্রদান ইউনিট'অর্থ- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও অধীনস্ত সকল দপ্তরসমূহ (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত) কর্তৃক তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে গঠিত তথ্য প্রদানকারী ইউনিট;

অন্য পক্ষ - তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত প্রকাশিত তথ্যের সাথে জড়িত অন্য কোন পক্ষ;

'কমিশন'অর্থ- তথ্য কমিশন

'মন্ত্রণালয়'অর্থ- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

'কর্তৃপক্ষ'অর্থ- প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিট এর অফিস প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন;

'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' ও'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও এর অন্তর্ভূক্ত হবেন;

তঅআ, ২০০৯ - তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

তঅবি, ২০০৯ - তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ - তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত সংস্থা ও অফিস সমূহের তথ্য এই নির্দেশিকায় নির্দেশিত মানদন্ড ও পদ্ধতি অনুসারে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ ও প্রচার;

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

৩) তথ্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ক) স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য তথ্য ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের গঠন ও পটভূমি, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল, সংস্থার কার্যপরিধি, সেবা প্রদানের নিয়মাবলী, আর্থিক বরাদ্দ ও আয়-ব্যয়ের তথ্য, বিধি-বিধান, নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নিয়োগ, ক্রয় ও চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য, প্রকাশনা ও তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি স্বেচ্ছায় প্রকাশযোগ্য তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) প্রকাশযোগ্য নয় এরূপ তথ্য ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসিআর/এফডিআর, ব্যাংক হিসাব, আদালতে বিচারাধীন ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিষয়, তদন্তাধীন বিষয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা হবে না। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

গ) আংশিক প্রকাশযোগ্য তথ্য: এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৯) উপধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

ঘ) এছাড়াও তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা অনুযায়ী এ অধিদপ্তর ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে সংরক্ষিত সকল নথি ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে।

৪) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশযোগ্য সকল তথ্যের অনুলিপি তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে নিয়মিত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, এতদসংক্রান্ত বিধি বিধান ও এ নির্দেশিকার আলোকে প্রদত্ত দায়িত্ব নিয়মিত সরকারি দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫) তথ্য হালনাগাদ করণের সময়সীমা ঃওয়েবসাইটের তথ্য প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা করতে হবে এবং কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে হালনাগাদ করতে হবে। সিটিজেন চার্টার প্রতি ছয় মাস পর পর পরীক্ষা করে পরিবর্তন থাকলে হালনাগাদ করতে হবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর জুলাই মাসে প্রকাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এপ্রিল মাস হতে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৬) তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ঃ ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজলেটার, নোটিশ বোর্ড, সিটিজেন চার্টার, লিফলেট/বুকলেট, প্রেস ও মিডিয়া রিলিজ/কনফারেন্স, সংবাদপত্র, এসএমএস মেসেজ, হার্ড কপি বাইন্ডার পদ্ধতিতে তথ্য প্রকাশ করা যাবে। কোন তথ্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে তা তথ্য প্রদানকারী ইউনিট নির্ধারণ করতে পারবে।

৭) তথ্য প্রকাশের ভাষা/মাধ্যম ঃযতদূর সম্ভব বাংলায় তথ্য প্রকাশ ও সরবরাহ করতে হবে। ওয়েবসাইট এবং নিউজলেটারের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার করা যাবে। ওয়েবসাইট প্রমিত সফটওয়্যারে প্রকাশ করতে হবে যাতে নিয়মিত হালনাগাদ করা যায় এবং সহজে প্রবেশ করা যায়।

৮) তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ঃওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য বিনামূল্যে ডাউনলোডযোগ্য হবে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রকাশনা বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। তবে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্যের জন্য প্রকৃত মূল্য আদায় করতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ফরম 'ঘ' এ নির্ধারিত হারে তথ্যের মূল্য আদায় করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ দ্রুততার সাথে ট্রেজারী চালান কোড নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা দিতে হবে এবং তথ্য কমিশনে বছর শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৯) অনুরোধের প্রেক্ষিতে তথ্যাদি সরবরাহ ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে ৯ ধারার বিধানাবলী অনুসরণক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন অথবা অপারগতার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে যথাযথ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করবেন। তথ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে।

১০) আপীল প্রক্রিয়া ঃদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী উক্ত দপ্তরের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রশাসনিক প্রধানের নিকট আপীল দায়ের করা যাবে। আপীল কর্মকর্তার আদেশ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন। অন্যদিকে আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহের কর্মকান্ডে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিদপ্তর নিম্নোক্ত তথ্যাদি স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে ঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ঃ

- আইনগত ভিত্তি
- অভ্যন্তরীণ প্রবিধানমালা
- কার্যাবলী এবং ক্ষমতা

২। অধিদপ্তর সম্পর্কিত তথ্য ঃ

- সাংগঠনিক কাঠামো
- জনবল
- দায়িত্বাবলী
- সিটিজেন চার্টার

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য
- অবসর সংক্রান্ত তথ্য
- কর্মকর্তাদের নাম, টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল

৩। পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- পরিকল্পনাসমূহ
- আইন/বিধিমালা/প্রবিধিমালা/ নীতিমালা/নির্দেশিকা/পরিপত্র ইত্যাদি
- কার্যক্রমসমূহ ও কার্যপ্রণালী
- প্রতিবেদন ও বিবরণী
- মনিটরিং এবং মূল্যায়ন
- দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত দলিলপত্র ও উপাত্তসমূহ

৪। সিদ্ধান্ত ও আইন সমূহ ঃ

- জনগণকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত ও কার্যসমূহ : দলিলপত্রের যে সব তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত সমূহ ও কার্যসমূহ গৃহীত হয়েছে সে সব উল্লেখসহ জনগণকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম;

৫। প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- প্রকাশিত প্রকাশনা সমূহের তথ্য ও বিনামূল্যে সর্বসাধারনের জন্য পরিদর্শনযোগ্য প্রকাশনা
- সিটিজেন চার্টার
- নারী উন্নয়ন নীতি
- বার্ষিক প্রতিবেদন
- পুস্তিকা/প্রচারপত্র,লিফলেট, ব্রশিউর, পোষ্টার,বিভিন্ন ফরম
- লাইব্রেরির বইয়ের তালিকা
- তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাবলী

৬। আর্থিক তথ্যঃ

- প্রস্তাবিত বাজেট
- প্রকৃত আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত (বেতন ও ভাতা সহকারে) তথ্য
- অন্যান্য অর্থ সর্ম্পকীয় তথ্যাবলী
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও নিরীক্ষার জবাব

৭। উন্মুক্ত সভা সংক্রান্ত তথ্যঃ

- সভা সংক্রান্ত তথ্য (কর্মশালা, সেমিনার)
- উন্মুক্ত সভা এবং সভায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল

৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণ ঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগনের পরামর্শ গ্রহণ ও জনগনের অংশগ্রহণ পদ্ধতি এবংপ্রত্যাশিত ফলাফল

৯। ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যঃ

- সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ, বৈশিষ্ট্য এবং দরপত্রসমূহের সিদ্ধান্তের ফলাফল
- উন্নয়ন প্রকল্প এর ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি
- চুক্তির অনুলিপি ও চুক্তি সম্পাদন প্রতিবেদন

১০। সংরক্ষিত তথ্যাবলীঃ

- ডাটাবেইজের তালিকা এবং ডাটাবেইজে সংরক্ষিত তথ্যসমূহের বর্ণনা
- ই- সার্ভিস
- অনলাইন, ওয়েব সাইট পরিদর্শন ইত্যাদি
- সংরক্ষিত নথিসমূহের সূচি অথবা রেজিষ্টার

১১। জনগণের জন্য প্রদেয় আবাসন সেবা সমূহ ঃ

- কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র
- কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল
- মহিলা সহায়তা কেন্দ্র
- মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, গাজীপুর

১২। আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ ঃ

- শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী
- বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ
- মহিলা হস্ত শিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর
- মহিলা হস্ত শিল্প ও কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
- মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র , জিরাবো, সাভার
- মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বাগেরহাট
- মা 'ফাতেমা (রাঃ) মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কমপ্লেক্স, সারিয়াকান্দি
- জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী

১৩। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধসেল/কমিটি
- সেলের মাধ্যমে প্রদত্ত আইনগত সেবা প্রদান
- নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা
- সুবিধা ভোগীদের তালিকা

১৪ ।সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- খাদ্য নিরাপত্তা (ভিজিডি)
- দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা
- কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল
- উপজেলা পর্যায়ে মহিলা আয়বর্ধক কর্মসূচি (আইজিএ)
- কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

১৫। দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানঃ

* ক্ষুদ্রঋণ বরাদ্দ, বিতরণ পদ্ধতি ও আদায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা
* চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র
* বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা'
* সেলাই মেশিন বিতরন সংক্রান্ত তথ্য

১৬। সচেতনতা বৃদ্ধি ওজেন্ডার সমতামূলক তথ্য ঃ

* উঠান বৈঠক, কর্মশালা/সেমিনার
* বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপন
* নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা আনয়ন

১৭। মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ ঃ

* নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতির তালিকা/তথ্য
* বার্ষিক অনুদান বিতরণ, বার্ষিক অনুদান বিতরণ নীতিমালা ও পদ্ধতি

১৮। উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ঃ

* উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা, মেয়াদ, বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১৯ ।তথ্য সংরক্ষণ সম্পাকিত তথ্য ঃ

- যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স
- তথ্য উপাত্তে সংরক্ষিত তথ্যের বিবরণ (নোটশীট ব্যতীত)

২০। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যঃ

- তথ্য জানার জন্য আবেদন পদ্ধতি (আবেদন, আপিল এবং অভিযোগ ফরম)
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য
- তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ওআবেদনের তারিখসহ বিষয় বস্তুর বর্ণনা
- আবেদনের বর্তমান অবস্থা

২১। আপীল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

- আপীলের ফলাফল
- তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ
- তথ্য কমিশনের চুড়ান্ত আদেশ

২২। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য ঃ

- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে কোন তথ্য

২৩। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ডাউনলোড/প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা ঃ

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ই-মেইল ঃ dwadhaka@gmail.comওয়েব সাইট ঃwww.dwa.gov.bd

২৪ ।যে সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা যাবে না ঃ

- নোটশীটের ফটোকপি
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এসিআর/এফডিআর, ব্যাংক হিসাব
- আদালতে বিচারাধীন ও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিষয়, তদন্তাধীন বিষয়
- ব্যক্তিগত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত
- নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতি হুমকি
- বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য ইত্যাদি প্রকাশ করা যাবে না।

এছাড়াও তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী অনুসরণীয় হবে।

২৫। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে অন্য কোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য করণীয় বিষয়সমূহ ঃ

২৫.১ তথ্যের জন্য আবেদন ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যে কোন তথ্য প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হবে;

১) নির্ধারিত ফরমে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা,২০০৯) এর বিধি ৩ মতে ফরম 'ক' তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে;

২) লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হবে;

৩) নির্ধারিত ফরম পাওয়া না গেলে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে সাদা কাগজে বা ইলেট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলে আবেদন করা যাবে-

- আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স নং, ই-মেইল ঠিকানা;
- যে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে উহার নির্ভূল ও স্পষ্ট বর্ণনা।
- কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করে, অনুলিপি নেয়া, নোট বা অন্য যে কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

২৫.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদান কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনের ৮(১) ধারার অধীনে অনুরোধ প্রাপ্তির পর ৯ ধারার বিধানমতে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

- একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন।

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে তিনি সে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে নির্ধারিত ফরমে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯)এর বিধি ৫ মতে ফরম 'খ'(তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ) ১০ কর্মদিবসের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবগত করবেন।
- তথ্যের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে তথ্যের জন্য নির্ধারিত ফিস/মূল্য (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯) এর বিধি ৮ মতে ফরম 'ঘ' (তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে) পরিশোধ করতে হবে। আদায়কৃত অর্থ দ্রুততার সাথে ট্রেজারী চালান কোড নং-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জমা দিতে হবে এবং তথ্য কমিশনে বছর শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

২৫.৩বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি ঃদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারঅনুপস্থিতিতে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্তকর্মকর্তাতার দায়িত্ব পালন করবেনএবং তথ্য অধিকার আইনেদায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বেসহায়তা করবেন।

২৬. আপীল দায়ের ঃ

কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইনের ৯ ধারার উপধারা (১), (২) বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদান কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;

- সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে (ফরম 'গ' আপীল আবেদন (তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৬ মোতাবেক) আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করা যাবে।
- আপীল কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত কারণে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন।
- আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা আপীল আবেদনটি গ্রহণযোগ্য না হলে খারিজ করে দিবেন।
- তথ্য প্রদানের জন্য আপীল কর্তপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ৯ ধারার বিধান মতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২৭. অভিযোগ দায়ের ঃ

কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে নির্ধারিত ফরমে তথ্য কমিশনে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে অভিযোগ করতে পারবেন; ফরম 'ক' অভিযোগ দায়ের ফরম তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান ৩(১)।

- ধারা ১৩ এর উপধারা (১) উল্লেখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
- ধারা ২৪ এর অধীন আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;
- ধারা২৪ এ উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
- তথ্য কমিশন যুক্তিসংগত কারণে অভিযোগ দায়েরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন;
- কমিশনে অভিযোগ করা হলে তথ্য কমিশন ধারা ২৫ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- দায়েরকৃত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন ধারা ২৭ এ বিধানমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২৮ ।পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের বিবরণ ঃ

আপীল কর্তৃপক্ষ

মোঃ সায়েদুল ইসলাম
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৪৫০১২
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৪০৮৯২
www.mowca.gov.bd

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মাহমুদা বেগম
উপপরিচালক রেজিঃ ও জনসংযোগ)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৮১৭৬৪৫৭০০
ই-মেইল- mahmudadwaad@gmail.com
www.dwa.gov.bd

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

খালেদা খাতুন
কম্পিউটার প্রশিক্ষক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৫৫২৪৩১৮২৫
ই-মেইল- khaledamukti7@gmail.com
www.dwa.gov.bd

এ নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল দপ্তর কর্তৃক অনুসৃত হবে।

রাম চন্দ্র দাস
মহাপরিচালক(গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা
ফোন নং-৪৮৩১৯১৪৯

ই-সার্ভিস

ok রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ই-সার্ভিস শাখা হতে ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ ও সোস্যাল মিডিয়া (Facebook)পরিচালনাসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট

সোস্যাল মিডিয়া হিসাবে DwaDhaka নামে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক এবং ফেসবুক এর আওতায় ফেসবুক পেজ চালু রয়েছে। DWA Officer's Group নামে WhatsAppগ্রুপরয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ফেসবুক

অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হচ্ছে ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কার্যসম্পাদিত হচ্ছে। ১৭জুন/২০২১ মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালকদের সাথে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে মহা পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

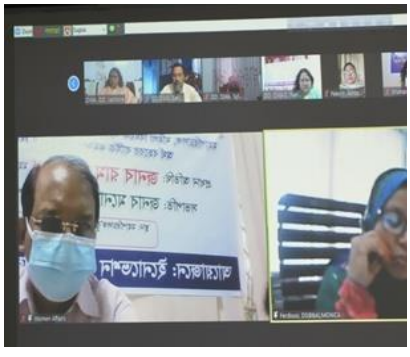

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন ২ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত ৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বর্তমানে সমগ্র দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে।গত ১১/০৫/২০২১ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠিত হয়।

ইনোভেশন প্রশিক্ষণ

বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪ টি জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ৩৩৬টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ই-ফাইলিং কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

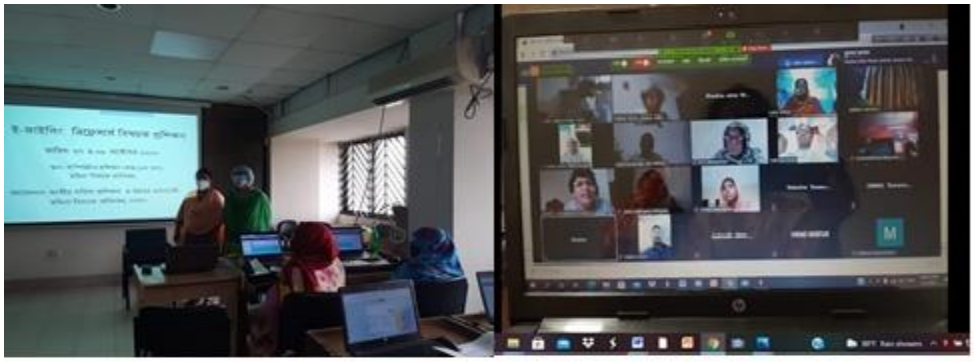

ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ

---

৫. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা**

প্রতিবেদনাধীন বছর : ২০২০-২১ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ** : ১৬.০৯.২০২১

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কমকতা/কমচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস(মোট পদ সংখ্যা)	রাজস্ব-৪০৩	২৯৩	১১০	২৪৮	-
মোট	**৪০৩**	**২৯৩**	**১১০**	**২৪৮**	**-**

*অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	১৬	১	৫৬	৩৭	১১০

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা : প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান :

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৮	-	৮	-	-	-	

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) : প্রযোজ্য নয়।

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন				
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) : প্রযোজ্য নয়।

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫

* কতদিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ(কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	২৪৩	৬.০৯৮৬	২৪৩	১৮৫	৪.০৩৮৫	৫৮	২.০৬০১

	সর্বমোট	**২৪৩**	**৬.০৯৮৬**	**২৪৩**	**১৮৫**	**৪.০৩৮৫**	**৫৮**	**২.০৬০১**

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা : প্রযোজ্য নয়।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা): প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে(২০১৫-১৬) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	**প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**				**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা**
	চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত	**অব্যাহতি**	**অন্যান্য দন্ড**	**মোট**	
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) :

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা**	**উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা**	**দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা**	**নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
-	০২টি	-	-	-

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৫.১দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	**মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**
১	**২**
৩	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ১৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে

তার বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? : প্রযোজ্য নয়

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী

কর্মকর্তার সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১	১২

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫০	হ্যাঁ	না	না	৭৫	১৫০

(৮)সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/ আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(অর্থ বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৯-২০		২০১৮-১৯		হ্রাস(-) / বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা : প্রযোজ্য নয়

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি :

- শিশুদের সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও বিনোদনমূলক উন্নয়ন ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় অফিস, ৬৪টি জেলা অফিস ও ৬টি উপজেলা শাখা অফিস কাজ করে যাচ্ছে। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ,১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন, শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন, মাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশএবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ২৫ প্রকারের বই প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য কার্যাবলি :

জুলাই -২০২০

১. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

(ক) করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব রোধকল্পে নিম্মোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

- করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট শিশুদের মনো-সামাজিক সমস্যার উত্তরণে অনলাইন কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ক্লাস অন-লাইনে পরিচালনা করা হয়েছে;
- করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে শিশু ও অভিভাবকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত মাসিক শিশু পত্রিকায় নিয়মিত করোনা ভাইরাস বিষয়ক সচেতনতামূলক লেখা প্রকাশ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রচারণামূলক করোনা ভাইরাস বিষয়ক ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশে শিশু একাডেমিরকেন্দ্রীয়কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলাকার্যালয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেইস মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস ইত্যাদি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং একাডেমির প্রাঙ্গণ জীবাণুমুক্ত রাখার লক্ষ্যে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানোর হয়েছে;
- করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয়ের জন্য ফেইসমাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র (থার্মোস্ক্যানার) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জীবাণু প্রতিরোধী সামগ্রী সরবরাহকরা হয়েছে ;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পরিচালিত ৬টি শিশুবিকাশ কেন্দ্রে বসবাসরত শিশুদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেইস মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস ব্যবহারসহ জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবংশিশুদের পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের প্রশিক্ষকসহ ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষকও সুপারভাইজারদের জন্য করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের উপায় শীর্ষক ওরিয়েনটেশন প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ শিশু একাডেমির শাখা অফিসসমূহে আগত শিশুদের অভিভাবক/সুবিধাভোগীদের জন্যকরোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
- শিশুদের পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হওয়ার জন্য অন-লাইনভিত্তিক কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

(গ) অফিস প্রাঙ্গণ নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবানু মুক্ত রাখা হয়েছে।

(ঘ) বাধ্যতামূলক মাস্ক,হ্যান্ড গ্লাবস ও হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

(ঙ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিত রাখা হয়েছে।

(চ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অফিস পরিচালনা করা হয়েছে।

(ছ) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

(জ) এছাড়া সরকার/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়েছে।

২. নিয়মিত ‘শিশু’ পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

আগস্ট -২০২০

ক) প্রতিবেদনাধীন মাসে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১.বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯০তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ০৮.০৮.২০২০ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণভবন প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়াম প্রান্তে মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দএবং গোপালগঞ্জ জেলা প্রান্তে জেলা প্রশাসক গোপালগঞ্জ, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন অনুদানের উপকারভোগীগণ।

২.স্বাধীনতারমহানস্থপতিজাতিরপিতাবঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুররহমানের৪৫তমশাহাদতবার্ষিকীতেজাতীয়শোকদিবস২০২০উপলক্ষ্যেবাংলাদেশশিশুএকাডেমিরউদ্যোগেগৃহিতকর্মসূচিসমূহ :

(ক) ১৫.০৮.২০২০ শনিবারবাংলাদেশশিশুএকাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়পতাকাঅর্ধনমিতরাখা হয়;

(খ) ১৫.০৮.২০২০শনিবারসকাল১০:০০টায় জাতীয়শোকদিবসে বাংলাদেশশিশুএকাডেমির সভাকক্ষে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাংলাদেশশিশুএকাডেমির আবৃত্তি বিভাগের ১০ জন এবং ৮ বিভাগের ৮জন শিশুর সমন্বয়ে জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ১ ঘন্টাব্যাপী বঙ্গবন্ধুবিষয়ক শিশুদের ছড়া/কবিতা/স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয় এবং সকাল১১:০০টায়আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেনমহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি, কাজী রওশন আক্তার, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব জ্যোতি লাল কুরী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ;

(গ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫.০৮.২০২০ তারিখ শনিবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মসজিদে সকাল ৮:০০ টায় কোরআনখানি এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পরিচালিত ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়;

(ঘ) ১৫ আগস্ট উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বিশেষ শিশু সংখ্যা প্রকাশ করা হয়; এবং

(ঙ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

সেপ্টেম্বর -২০২০

(১) নিয়মিত ‘শিশু’ পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

অক্টোবর -২০২০

১. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০-এর ০৭ (সাত) দিনব্যাপী কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

(১) বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ০৫অক্টোবরথেকে১১অক্টোবর২০২০পর্যন্তবিভিন্নঅনুষ্ঠানেরআয়োজনকরাহয়। এ উপলক্ষ্যে প্রথম দিন ০৫.১০.২০২০ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে উদ্বোধনীঅনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি

হিসেবে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গণভবন প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়াম প্রান্তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।

(২) ০৬.১০.২০২০ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরাম আয়োজিত জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে জুম সভার মাধ্যমে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টকশো আয়োজন ও পোস্টার প্রদর্শন করা হয়।

একই দিন জুম এর মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক কন্যা শিশু দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুননেসা ইন্দিরা, এমপি।

বিকেল ৪.০০ ঘটিকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম আয়োজিত ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আমার কথা শোনো বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো বিষয়ে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি

(৩) ০৭.১০.২০২০ বুধবার তৃতীয় দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এস ও এস চিলড্রেন ভিলেজেস বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাংকন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফুটবল টুর্নামেন্ট ও সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

একই দিন ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম আয়োজিত জুম এর মাধ্যমে Ending Child Marriage : A Profile of Progressএর শুভ উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুননেসা ইন্দিরা, এমপি।

বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আমার কথাশোনো কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতি মন্ত্রী জনাব ফজিলাতুননেসা ইন্দিরা, এমপি।

(৪) ০৮.১০.২০২০ বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডন ফোরাম আয়োজনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে জুম সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

একই দিন জুম এর মাধ্যমে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম আয়োজিত জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম এর ইউটিউব চ্যানেল তাদের ৫১৪টি সদস্য সংগঠন থেকে বাছাইকৃত শিশুদের নিয়ে আলোচনা, নৃত্য, গান, অভিনয় ও ভিডিও প্রদর্শনের আয়োজন করেন।

বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম আয়োজিত নিরাপদ শিশু নিরাপদ ইন্টারনেটবিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

(৫) ০৯.১০.২০২০ শুক্রবার পঞ্চম দিন সকাল ১১.০০ঘটিকায় বাংলাদেশ ইসিডি নেটওর্য়াক এর আয়োজনে সমন্বিত ইসিসিডি সেবা বিষয়ক ওয়েবইনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিকেল: ৩.০০ ঘটিকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম আয়োজিত ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আমার কথা শোনো অনুষ্ঠানে পথশিশু ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

(৬) ১০.১০.২০২০ শনিবার ষষ্ঠ দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় জুম এর মাধ্যমে বিশ্বমানসিক স্বাস্থ্যদিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুননেসা ইন্দিরা, এমপি।

একই দিন সেভ দ্যা চিলড্রেন এর আয়োজনে ২৪টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির শিশুদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পলিসি ম্যাকারদের সাথে ন্যাশনাল লেভেল ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর আওতায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আমার কথা শোনো শিশু বান্ধব নগর বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস।

(৭) ১৪.১০.২০২০ তারিখ সপ্তম দিন বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সভাকক্ষে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচনা, শিশু চিত্রকলা পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদা পারভীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী উপস্থিত ছিলেন।

একই দিন শিশু অধিকার ফোরাম আয়োজিত শ্রমজীবী শিশুদের নিয়ে টেলিভিশনে টকশো আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পোস্টার প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়, ওয়ার্ল্ড ভিশন তাদের প্রতিষ্ঠানের ১,৬০০কর্মী ও তাদের শিশুদের নিয়ে অন-লাইন অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান, ফেস বুকের মাধ্যমে লাইভ টকশো আয়োজন, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ভার্চুয়াল শেয়ারিং সভার আয়োজন এবং অপরাজেয় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

২. শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী ২০২০ উদযাপন

(১) ১৮.১০.২০২০ রবিবার সকাল ৭:০০ ঘটিকায় বনানী করবস্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়;

(২) ১৮.১০.২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভাকক্ষে ‘শেখ রাসেল আমাদের ভালোবাসা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফরিদা পারভীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী। আলোচনা শেষে জন্মদিনের গান অনুষ্ঠিত হয়; এবং

(৩) শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ আঙ্গিকে শিশু সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

৩. ২৬.১০.২০২০ তারিখ পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভাকক্ষে আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (শিশু ও সমন্বয়), বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী উপস্থিত ছিলেন।

১. নিয়মিত ‘শিশু’ পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

নভেম্বর -২০২০

(১) নিয়মিত ‘শিশু’ পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

ডিসেম্বর -২০২০

(১) ০৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি।

(২) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৪.১২.২০২০ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

(৩)মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২০, বুধবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভাকক্ষে আলোচনা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী রওশন আক্তার, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী উপস্থিত ছিলেন।

(৩) নিয়মিত 'শিশু' পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

জানুয়ারি-২০২১

(১) নিয়মিত 'শিশু' পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

ফেব্রুয়ারি ২০২১

১.শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে নিম্নলিখিত কর্মসূচির আয়োজন করা হয় :

(ক) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১বৃহস্পতিবার তিনটি বিষয় ও বিভাগে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(খ) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রবিবার সকাল : ০৭.০০ ঘটিকায় প্রভাত ফেরীতে শিশু একাডেমির কর্মকর্তাগণ শিশু একাডেমি থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শিশু একাডেমি সভাকক্ষে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব কাজী রওশন আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম। অনুষ্ঠানে অরোও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী।

২. শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভর্তি কার্যক্রম শুরু।

মার্চ-২০২১

১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নিম্নোক্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হয় :

(ক) ১ মার্চ ২০২১, সোমবার সকাল : ১১.০০ ঘটিকায় তিনটি বিষয় ও বিভাগে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

(খ) ৭ই মার্চ ২০২১, রবিবার, সকাল : ১১.০০ ঘটিকায়শিশু একাডেমি সভাকক্ষে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জনাব লাকী ইনাম। অনুষ্ঠানে অরোও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী।

(গ) ৮মার্চ আন্তজার্তিক নারী দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন

থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুননেছা ইন্দিরা এমপি।

২। মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে নিম্নলিখিত কর্মসূচিরআয়োজন করা

হয় :

(ক) 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে ১২ ই চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ২৬ শে মার্চ ২০২১ শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভাকক্ষে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুদের পরিবেশনায়'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এর তাৎপর্য' শীর্ষক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান জনাব লাকী ইনাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জনাব জ্যোতি লাল কুরী। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও উপস্থিত ছিলেন।

এপ্রিল-২০২১
১. নিয়মিত 'শিশু' পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

মে ২০২১

১. নিয়মিত 'শিশু' পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

জুন-২০২১

১. নিয়মিত 'শিশু' পত্রিকা প্রকাশ, বিতরণ ও বিপণন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া শিশুদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে বার্ষিক কর্মসূচির আওতায় নিম্নেবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২০২০-২১অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প প্রস্তাব :

১। বাংলায় : গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্প

জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪

২। বাংলায়ঃ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (শিশুর প্রথম ১০০০ দিনের সহায়তা) শীর্ষক প্রকল্প

জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪

৩। বাংলায় : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা ও উপজেলা শাখায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫

৪। সমন্বিত সমাজ ভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্রে এবং সাঁতার সুবিধা প্রকল্প।

জুলাই ২০২০ – জুন ২০২৫

৯.৩ **২০২০-২১** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)** : প্রযোজ্য নয়।

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত : প্রযোজ্য নয়।

১০.১ ২০২০-২১ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? :

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

১১.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	চাল					
	গম					
	ভুট্টা					
	আলু					
	পিঁয়াজ					
	পাট					
	শাক-সবজি					
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য					
	মাংস					
	দুধ					
	ডিম					
শিল্প মন্ত্রণালয়	চিনি					
	লবণ					
	সার (ইউরিয়া)					
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	চা					
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	গ্যাস					
	কয়লা					
	কঠিন শিলা					

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২০-২১) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	বস্ত্র/সুতা					
	পাটজাত দ্রব্য					

১১.২ কোন বিশেষ সামগ্রী/সার্ভিসের উৎপাদন বা সরবরাহ, মূল্যের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা বা সঙ্কট হয়েছিল কি? নিকট ভবিষ্যতে মারাত্মক কোন সমস্যার আশঙ্কা থাকলে তার বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়।

১১.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন	সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন
১	২	৩	৪

১১.৪ বিদ্যুৎ-এর গড় সিস্টেম লস (শতকরা হারে) : প্রযোজ্য নয়।

সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
পবিবো				
বিউবো				
ডিপিডিসি				
ডেসকো				
ওজোপাডিকো				
নেসকো				

১১.৫ জ্বালানি তেলের সরবরাহ (মেট্রিক টন) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
১	২	৩	৪

১১.৬ দেশের মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (লক্ষ গ্যালন) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
মেট্রো এলাকা	চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
১	২	৩	৪	৫

(১২) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (জননিরাপত্তা বিভাগের জন্য)

১২.১ অপরাধ-সংক্রান্ত : প্রযোজ্য নয়।

অপরাধের ধরন	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	অপরাধের হ্রাস(-) /বৃদ্ধি(+)-এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি(+)-এর শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
খুন				
ধর্ষণ				
অগ্নিসংযোগ				
এসিড নিক্ষেপ				
নারী নির্যাতন				
ডাকাতি				
রাহাজানি				
অস্ত্র/বিষ্ফোরক সংক্রান্ত				
মোট				

১২.২ প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটিত অপরাধের তুলনামূলক চিত্র : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়	অর্থ-বছর(২০২০-২১)	অর্থ-বছর(২০১৯-২০)
১	২	৩

১২.৩ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা (আসামির সংখ্যা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

১২.৪ স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট যাত্রীর সংখ্যা			
পর্যটকের সংখ্যা			

১২.৫ সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত			
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত			

১২.৬ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
বি এস এফ কর্তৃক			
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক			

১২.৭ ৩০ জুন ২০২১ তারিখে কারাগারে বন্দির সংখ্যা (সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা			মন্তব্য
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	
১	২	৩	৪	৫
পুরুষ হাজতি				
পুরুষ কয়েদি				
মহিলা হাজতি				
মহিলা কয়েদি				
শিশু হাজতি				
শিশু কয়েদি				
ডিটেইনি				
রিলিজড প্রিজনার (আরপি)				
মোট				

১২.৮ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি (সুরক্ষা সেবা বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা
১	২	৩	৪
মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা			
মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে, এমন আসামির সংখ্যা			

(১৩) ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২১)) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৯-২০) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২১) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১৯-২০) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

আইটেম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
১। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার) (৩০ জুন, ২০২১)			
২। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ (বিলিয়নমার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৮–জুন ২০১৯)			
৩। আমদানির পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৯–জুন ২০২১)			
৪। ই,পি,বি-এর তথ্যানুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ (বিলিয়নমার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৯–জুন ২০২১)			
৫। রাজস্বঃ (ক) প্রতিবেদনাধীন বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) (খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকা) (জুলাই ২০১৯–জুন ২০২১)			
৬। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (কোটি টাকায়) সরকারি খাত (নিট)(জুন, ২০২০)			
৭। ঋণপত্র খোলা (LCs opening) (বিলিয়নমার্কিন ডলার) (ক) খাদ্য-শস্য (চাল ও গম)			
খ) অন্যান্য(জুলাই ২০১৯–জুন ২০২০)			
৮। খাদ্য-শস্যের মজুদ (লক্ষ মেট্রিক টন) (৩০ জুন ২০২১)			
৯। জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০) ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক খ) পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক (জুলাই ২০২০–জুন ২০২১)			

১৪.১ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) সংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	প্রতিবেদনাধীন বছর	পূর্ববর্তী দুই বছর	
	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০১৮-১৯
১	২	৩	৪

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য) :

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) :

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	৪৯৫.০০	৪৮১.৩৫ ৯৭.২৪%	১২টি

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) :

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃতসমাপ্তপ্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
-	-	-	-

১৫.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০২০-২১) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

১৫.৪ মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে) (২০২০-২১) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

১৫.৫ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর ধরণ		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)
১		২	৩
দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত অতীব দরিদ্র (Extreme Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		
দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত দরিদ্র (Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		

১৫.৬ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)
১	২	৩
আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
মোট		
বেকারত্বের হার		

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রা তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

বৎসর	চুক্তির ধরণ	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট (কোটি টাকায়)	ডিসবার্সমেন্ট (কোটি টাকায়)	রিপেমেন্ট (কোটি টাকায়)		মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬		৭
২০১৯-২০	ঋণচুক্তি				আসল-		
					সুদ-		
	অনুদান চুক্তি						
	মোট						
২০১৮-১৯	ঋণচুক্তি				আসল-		
					সুদ-		
	অনুদান চুক্তি						
	মোট						

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২০-২১)বরাদ্দকৃত অর্থ,ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২০-২১)লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি) : প্রযোজ্য নয়।

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশিস্নষ্ট তথ্য

১৮.১সরকার প্রধানের বিদেশ সফর সংক্রামন্ত : প্রযোজ্য নয়।

সফর	**প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৯-২০)**	**পূর্ববর্তী বছর (২০১৮-১৯)**
১	**২**	**৩**
সরকার প্রধানের বিদেশ সফরের সংখ্যা		
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের সংখ্যা		
দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরের সংখ্যা		

১৮.২ বিদেশী রাষ্ট্র প্রধান/সরকার প্রধানের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

১৮.৩ আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

১৮.৪ বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

১৮.৫ বাংলাদেশের বিদেশের দূতাবাসের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

(১৯) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য

১৯.১ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যসমূহ (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

দেশের সর্বমোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ( )	**ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা**			**স্কুল ত্যাগকারী (ঝরে পড়া) ছাত্র-ছাত্রীর হার**	**প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা**	
	ছাত্র	**ছাত্রী**	**মোট**		**সর্বমোট**	**মহিলা (%)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ( )						
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ( )						
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ( )						
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ( )						
সর্বমোট সংখ্যা ( )						

১৯.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষার্থী	**গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)**	**গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা এবং (শতকরা হার)**	**গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বছর বয়সী)-এর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা**	**গমনোপযোগী প্রতিবন্ধী শিশু (৬-১০ বছর বয়সী)-এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা এবং (শতরা হার)**
১	**২**	**৩**	**৪**	
বালক				
বালিকা				
মোট				

১৯.৩ সাক্ষরতার হার (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

বয়স	**সাক্ষরতার হার**		**গড়**
	পুরুষ	**মহিলা**	
১	**২**	**৩**	**৪**
৭ + বছর			
১৫ + বছর			

১৯.৪ মাধ্যমিক (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরন	**প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**	**শিক্ষার্থীর সংখ্যা**			**শিক্ষকের সংখ্যা**			**পরিক্ষার্থীর সংখ্যা**		
		ছাত্র	**ছাত্রী**	**মোট**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**	**এস.এস.সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)**	**এইচ.এস.সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)**	**স্নাতক (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
স্কুল এ্যান্ড কলেজ										
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ										
দাখিল মাদ্রাসা										
আলিম মাদ্রাসা										
কারিগরি ও ভোকেশনাল										

১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা ও শতকরা হার		শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ও শতকরা হার	
		ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক	শিক্ষিকা
১	২	৩	৪	৫	৬
সরকারি					
বেসরকারি					

(২০) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য)

২০.১ মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

(০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মেডিকেল কলেজ								
নার্সিং ইনস্টিটিউট								
নার্সিং কলেজ								
মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল								
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি								

২০.২ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত : প্রযোজ্য নয়।

জন্ম-হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

২০.৩স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত(০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			৮

(২১) জনশক্তি রপ্তানি সংক্রামন্ত (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

জনশক্তি রপ্তানি ও প্রত্যাগমন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২০-২১)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস(-) এর হার
১	২	৩	৪
বিদেশে প্রেরিত জনশক্তির সংখ্যা			
বিদেশ থেকে প্রত্যাগত জনশক্তির সংখ্যা			

(২২) **হজ্জ সংক্রান্ত(ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য) :** প্রযোজ্য নয়।

হজ্জে গমন	২০২০-২১ অর্থবছর			২০১৯-২০ অর্থবছর		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
হজ্জে গমনকারীর সংখ্যা						

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুরণ করবে):

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর(২০২০-২১)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৯-২০)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	০১	শিশু বিকাশ কেন্দ্র	৭৫০ জন শিশু	৬৩০.০০ লক্ষ	৭৫০ জন শিশু	৫৮০.০০ লক্ষ

(২৪) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান : প্রযোজ্য নয়।

২৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব(বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্থ-বছরেলোকসান করেছে তাদের নাম ও লোকসানের পরিমাণ

অত্যধিক লোকসানি প্রতিষ্ঠান		প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৯-২০) বিরাষ্ট্রীকৃত হয়েছে এমন কলকারখানার নাম ও সংখ্যা	অদূর ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ		
১		২	৩

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব(বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০২০-২১অর্থ-বছরে লাভ করেছে তাদের নাম ও লাভের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
১	২

সিনিয়র সচিব/সচিবের স্বাক্ষরঃ

নামঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কর্মসূচির বিবরণ

১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায়শিশুদের লেখা সেরা ১০০টি রচনা নিয়ে ‘‘আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব’’ ও শিশুদের আঁকাসেরা ১০০টি ছবি নিয়ে ‘‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’’ শিরোনামে ২টি গ্রন্থ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশ করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিতঅনুষ্ঠানে বই দুইটিরমোড়ক উন্মোচন করেন।প্লাইয়ার

২। মুজিব বর্ষের লোগো সংবলিত ক্যারিব্যাগ, মগ, টিশার্ট, পলোশার্ট, ব্যাজ, ফাইলফোল্ডার, প্লাইয়ার ওটেবিল ক্যালেন্ডারতৈরি করা হয়। মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমিরকেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বিতরণ করা হয়

৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক নিম্নলিখিত ২৫টি সিরিজ গ্রন্থ শিশুগ্রন্থমালা ‘‘মুজিববর্ষ’’ সংস্করণ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্র.নং	বইয়ের নাম	লেখক/সম্পাদক
১.	জাতির পিতা : তাঁর সারা জীবন	সম্পাদকম-লী কর্তৃক সম্পাদিত
২.	Father of The Nation His Life and Achievements	Edited by The Board of Editors

৩.	প্রিয় মানুষ শেখ মুজিব	সেলিনা হোসেন
৪.	OUR BELOVED SHEIKH MUJIB	Selina Hossain
৫.	মুক্তির সংগ্রামে শেখ মুজিব	সুব্রত বড়ুয়া ও মুনতাসীর মামুন
৬.	ছবি ছড়ায় বঙ্গবন্ধু	লুৎফর রহমান রিটন ও আমীরুল ইসলাম সম্পাদিত
৭.	কবিতায় বঙ্গবন্ধু	বেলাল চৌধুরী ও হাবীবুলস্নাহ সিরাজী সম্পাদিত
৮.	বঙ্গবন্ধু কোষগ্রন্থ	মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
৯.	BONGOBONDHUPEDIA	Edited by Muntassir Mamoon
১০.	ছেলেবেলায় শেখ মুজিব	বেবী মওদুদ
১১.	৭ই মার্চ : বঙ্গবন্ধুর অসামান্য ভাষণ	মুনতাসীর মামুন
১২.	বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও সংগ্রাম	সুব্রত বড়ুয়া সম্পাদিত
১৩.	বঙ্গবন্ধু বললেন (বাংলা ও ইংরেজি)	মুহম্মদ শফিকুর রহমান সম্পাদিত
১৪.	খ্যাতিমানদের চোখে বঙ্গবন্ধু (বাংলা ও ইংরেজি)	মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
১৫.	মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু	মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
১৬.	আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব	
	(ছোটদের বন্ধু বঙ্গবন্ধু -১)	সম্পাদিত
১৭.	আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব	
	(ছোটদের বন্ধু বঙ্গবন্ধু -২)	সম্পাদিত
১৮.	শেখ মুজিবের জীবন : ২৬টি চিত্র, ২৬টি ঘটনা (বাংলা ও ইংরেজি)	হাশেম খান ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
১৯.	২৬টি চিত্রে শেখ মুজিব (বড় শিল্পীদের অাঁকা বঙ্গবন্ধুর ২৬টি ছবির অ্যালবাম)	হাশেম খান সম্পাদিত
২০.	শুভেচ্ছা পত্র- ১	হাশেম খান সম্পাদিত
২১.	শুভেচ্ছা পত্র- ২	হাশেম খান সম্পাদিত
২২.	রং রেখায় খোকার ছেলেবেলা (শিশুদের জন্য চিত্রগল্পের বই)	আলপ্তগীন তুষার অঙ্কিত ও ফাল্গুনী হামিদ রচিত
২৩.	শিল্পীর আঁকায় শেখ মুজিব (কিশোরদের জন্য চিত্রগল্পের বই)	আব্দুল মোমেন মিল্টন অঙ্কিত ও সুজন বড়ুয়া রচিত

২৪.	রঙছবি- ১	হাশেম খান
২৫.	রঙছবি- ২	হাশেম খান

৪। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাসিক ‘শিশু’ পত্রিকার আগস্ট ২০২০ সংখ্যাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

একইভাবে মার্চ ২০২১ সংখ্যাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবসে জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

৫। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলস ম্যুরাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাসত্মবায়িত কর্মসূচির সচিত্র বিবরণ

১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায়শিশুদের লেখা সেরা ১০০টি রচনা নিয়ে ‘‘আমরা লিখেছি ১০০ মুজিব’’ ও শিশুদের আঁকাসেরা ১০০টি ছবি নিয়ে ‘‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’’ শিরোনামে ২টি গ্রন্থ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশ করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিতঅনুষ্ঠানে বই দুইটিরমোড়ক উন্মোচন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ‘‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন

২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক নিমণলিখিত ২৫টি সিরিজ গ্রন্থ শিশুগ্রন্থমালা ‘‘মুজিববর্ষ’’ সংস্করণ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রান্ত থেকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা ইন্দিরা এমপি অংশগ্রহণ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশুগ্রন্থমালা ‘‘মুজিববর্ষ’’ এরমোড়ক উন্মোচন করেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্ত থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত থেকে

‘‘আমরা এঁকেছি ১০০ মুজিব’’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

পরিচিতি

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা উদ্যোগে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ ও সহায়তাদানের জন্য ১৬ নভেম্বর, ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতার শুভ উদ্বোধন করেন। দেশের নারীসমাজকে ব্যবসা উদ্যোগে সম্পৃক্ত করে নারীদের সম্মানজনক জীবিকায়নে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনেরসৃষ্টি। জয়িতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করেন, '...যে জয়িতা আজ আমরা ঢাকায় চালু করলাম, পর্যায়ক্রমিকভাবে জেলা উপজেলা এবং ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারেও আমরা করতে যাচ্ছি।' তারই ধারাবাহিকতায়, জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাড়িঃ ৪০৫/বি(পুরাতন),২০/এ (নতুন), রোডঃ ২৭(পুরাতন), ১৬ (নতুন)তে প্রায় ১বিঘা (১৯.৯০ কাঠা) ভূমির উপর ১২তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা টাওয়ারের খসড়া নকশা অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় সদরে ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য ১ (এক) বিঘা করে বাণিজ্যিক জমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ করেছেন।

রূপকল্পওঅভিলক্ষ্য

রূপকল্পঃ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অভিলক্ষ্যঃ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দেশব্যাপী নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক তৈরিকরণ।

কৌশলগতউদ্দেশ্য

ক) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবেজয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

খ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তা সমিতিসমূহের ব্যবসা অনুকূলপ্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব ভৌত বাজার কাঠামো গড়ে তোলা;

ঘ) বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদেরকে সক্ষমওদক্ষকরেগড়েতোলা;

ঙ) নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন/উৎপাদনে সহায়তা করা।

গঠন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীশেখহাসিনার দিক নির্দেশনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে "**নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচি**"র কার্যক্রম শুরু হয়। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য '**মহিয়সী**' বিপণন কেন্দ্রটিকে পরবর্তীতে "**জয়িতা**" নামকরণ করা হয়।
- পরবর্তীকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কর্মসূচি থেকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে মে১৫, ২০১৩ ও জুলাই০৭, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে ফাউন্ডেশন গঠনের জন্য Memorandum of Associationand Rules and Regulationsচূড়ান্ত করা হয়।
- জয়িতা ফাউন্ডেশন Societies Registration Act-1860এর আওতায় একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Joint Stock Companies and Firmsএ নিবন্ধনকৃত।
- Memorandum of Association and Rules and Regulationsঅনুযায়ীনীতি নির্ধারণী থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ৪ টি এক্সিকিউটিভবডি(Executive Body) কাজ করে।
    - জেনারেল কাউন্সিল

- বোর্ড অব গভর্নরস
- এক্সিকিউটিভ কমিটি
- অপারেশনাল সেট আপ

- Memorendum of Association and Rules and Regulationsঅনুযায়ীজয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ডঅবগভর্নরস জয়িতা ফাউন্ডেশনের নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।
- মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রণালয়েরদায়িত্বেনিয়োজিতমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীপদাধিকারবলে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডঅবগভর্নরস এর চেয়ারপার্সন।

চলমানপ্রকল্পসমূহ

- "জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ" প্রকল্প
- "জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ" প্রকল্প

চলমানকর্মসূচি

জয়িতা-রখাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণকর্মসূচিঃ

তিনবছরমেয়াদিখাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণকর্মসূচিটিরমেয়াদ৩০জুন২০১৯তারিখশেষহয়েযায়।পরবর্তী সময়ে২০১৯-২০এবং২০২০-২১অর্থবছরেরজন্যNo Cost Extensionকরাহয়।

দ্বিতীয়অধ্যায়

ক.১ জয়িতাফাউন্ডেশনেরকর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যাঃ

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
৩৩	২৩	১০
মোট ৩৩	২৩	১০

ক.২ শূন্যপদের বিন্যাসঃ

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
০	০	১০	০	০	০	১০

জয়িতাফাউন্ডেশনের২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরেবরাদ্দকৃতঅর্থওব্যয়েরপরিমাণ

- **২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মূল বরাদ্দঃ ৬,২০,০০,০০০/-টাকা**

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ঃ ৬,০৫,৬২,৫০৪.১/-টাকা

অব্যয়িত অবশিষ্ট অর্থঃ ১৪,৩৭,৪৯৫.৯/-টাকা

- **২০২০-২১ অর্থ বছরে মূল বরাদ্দঃ ৬,৮৬,০০,০০০/-টাকা**

  ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়ঃ ৬,৭২, ৫৫, ৭১২/-টাকা

  অব্যয়িত অবশিষ্ট অর্থঃ ১৩, ৪৪,২৮৮/-টাকা

জয়িতা ফাউন্ডেশনের শাখা সমূহ

- প্রশাসন শাখা
- সমন্বয় শাখা
- বাজেট, ওঅডিট শাখা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখা
- আইসিটি শাখা
- পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা শাখা
- এমআইএস শাখা
- বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা
- প্রমোশন শাখা
- কারু শিল্পশা খা
- ফ্যাশন/ডিজাইন শাখা
- প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা
- আইন শাখা
- ক্রয় ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা শাখা

জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

১. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন, আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ বদলী।
২. জনবল কাঠামো নির্ধারণ, প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ।
৩. কর্মকর্তা/ কর্মচারদের নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান।
৪. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ।
৫. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি।
৬. সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রকাশ।
৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পিআরএল তালিকা হালনাগাদকরণ।
৮. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মবন্টন।
৯. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি।
১০. জয়িতা বিপণন ফ্লোরসমূহের জনবল ব্যবস্থাপনা।

১১. জয়িতা ফাউন্ডেশন ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ।
১২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।
১৩. নিয়োগ কমিটি গঠন।
১৪. জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ।
১৫. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত অসদাচারণ, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।
১৬. অফিস স্পেস বরাদ্দ সংক্রান্ত কাজ এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কক্ষ বরাদ্দ।
১৭. চিঠি-পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ।
১৮. ড্রাইভারদের ছুটি ও অন্যান্য বিষয়।
১৯. ক্রয় কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন।
২০. গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ।
২১. কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত সংক্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা।
২২. কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগ।
২৩. অফিসের ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ।
২৪. প্রয়োজনে বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য গাড়ী, স্থান ভাড়া করা।
২৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জনবল ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম,কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবণ্টন, বদলী,পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, কমিটি গঠন, সরাসরি ক্রয় ব্যতীত সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন, যানবাহন ব্যবস্থাপনাসহ অফিস স্ট্যাবলিশমেন্ট সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম প্রশাসন শাখা সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন শাখা কর্মকর্তা-কর্মচারী, নারী উদ্যোক্তা ও সাধারণনা গরিকদের সুবিধার্থে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।এছাড়াও প্রশাসন শাখা কর্তৃক গাড়ী ব্যবস্থাপনা,গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ, কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত সংক্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগ, অফিসের ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে আগত চিঠি/ডাকগ্রহণ, এবং ডাক-রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রশাসন শাখা কর্তৃক গৃহীত হয়। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

অর্থ ও বাজেট শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও বিওজিতে উপস্থাপন।

২. মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন।

৩. সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ উপযোজন।

৪. অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগে ও সিএও অফিসে প্রেরণ।

৫. বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৬.ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ।

৭. ক্যাশ বই সংরক্ষণ।

৮. আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন।

৯. তাৎক্ষণিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ইমপ্রেস্ট ফান্ড (Imprest Fund) সংরক্ষণ ও ব্যয়ের সমন্বয়করণ।

১০. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব রিকনসিলিয়েশন।

১১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারন, বেতন বিল/ ভ্রমণ বিলসহ অন্যান্য সকল বিল প্রণয়ন ও পাসের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২. অর্জিত ছুটির সংরক্ষণ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিসাব প্রদান, ভবিষ্যৎ তহবিলের অগ্রিম গ্রহণ।

১৩.জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য বিল প্রণয়ন, অনুমোদন এবং ব্যয় সমন্বয়।

১৪. কর্মকর্তা / কর্মচারীদের পেনশন ও আনুতোষিক এর হিসাব।

১৫. রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অডিট নিষ্পত্তিতে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬. অডিট সংক্রান্ত পাবলিক একাউন্টস কমিটি ও সিএজি অফিসের সাথে যোগাযোগ, সভায় যোগদান এবং প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৭. সরকারী অডিট টিমকে সার্বিক সহযোগিতা করা।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

সমন্বয় শাখার কার্যক্রম

১. ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন।

২. মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

৪. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন।

৫. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।

৬.ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডের মাসিক, বার্ষিক ও ০৫ বছরের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ।

৭. ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও প্রেরন।

৮.জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভূর্ক্তির জন্য তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৯. অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত মতামত/তথ্যাদি সরবরাহ।

১০. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসসমূহ পালন।

১১. ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

১২. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের Memorandum of Associations and Rules of Regulationঅনুযায়ী বছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) এর কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস সভা আয়োজন, সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয় শাখা কর্তৃক কর্মকর্তা সম্পাদন করে।

এছাড়া ফাউন্ডেশনের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার জন্য তথ্য প্রেরণ সমন্বয় শাখার কার্যক্রম। সমন্বয় শাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ করে, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রেরণ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডের মাসিক, বার্ষিক ও ০৫ বছরের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করে।

এছাড়া জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভূর্ক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করে। সমন্বয় শাখা মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নারী দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসসমূহ পালন করে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবাদি উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে। সমন্বয় শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কার্যক্রম

১. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী একটি আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

২. নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গ্রাম থেকে শহর অবধি, উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত আলাদা সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত করা।

৩. সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব ভৌত বাজার কাঠামো গড়ে তোলা।

৪. বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

৫. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আঞ্চলিক, জেলা, বিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলার আয়োজন।

৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন।

৭. বাংলাদেশে প্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় হস্তশিল্প ও কারুশিল্পজাত পণ্য ও এসকল পণ্যের সাথে জড়িত নারী উদ্যোক্তা অন্বেষণ ও তাদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

৮. জয়িতা বিপণন কেন্দ্রসমূহে উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্টল বরাদ্দকরণ।

৯. জয়িতার প্রচার সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম।

১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

উন্নয়নের মূল স্রোত-ধারায় নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা জয়িতা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহঃ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা অন্বেষণ কার্যক্রম, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ, বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্যাশন ডিজাইন খাদ্য পণ্য প্রস্তুতসহ

নানাবিদ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা তৈরিকরণ,নারী উদ্যোক্তাদেরকে খাদ্য পণ্যের প্রস্তুত প্রণালী ও এবিষয়ে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে বিপণন শাখা কর্তৃক। নারীবান্ধব বাংলা খাবারের আধুনিক ফুড কোর্ট সংস্কার এবং খাদ্য পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক প্রসারের জন্য বানিজ্য মেলাসহ বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নারী উদ্যোক্তাদের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ নার্সারি ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা। উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজিকরণের লক্ষ্যে জয়িতা অ্যাপস চালু করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের ব্যবসার এবং পণ্যের প্রচারের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং জয়িতা বিপণন কেন্দ্রেসমূহে উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্টল বরাদ্দ করণ সংক্রান্ত কাজ বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা সম্পাদন করে।

প্রমোশন শাখার কার্যক্রম

১.জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তা সমিতিসমূহের ব্যবসানুকূল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. সৃজনশীল ভাবনা উৎসাহিতকরণসহ পেশাগত মান উন্নয়নে চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অব্যহতভাবে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

৩. সেবার গুণগত মান উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা।

৪. নারী উদ্যোক্তাদের পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা।

৫. সকল ধরনের সৃজনশীল ধ্যান ধারণা উৎসাহিত করা।

৬. সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নে সুফল পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দলকে পুরস্কৃত করা।

৭. জয়িতার অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রমোশন শাখা কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং জয়িতার ব্র্যান্ডিং অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নারী উদ্যোক্তাদেরকে সকল ধরনের সৃজনশীল ধ্যান ধারণায় উৎসাহিত করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নে সুফল পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দলকে পুরস্কৃত করা, নারী উদ্যোক্তাদের পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে জয়িতার ব্র্যান্ডিং করা, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে জয়িতার প্রচার ও প্রসারে কাজ করা প্রমোশন শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও প্রমোশন শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

এম আই এস শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পাদন।

২. জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রধান বার্তাসমূহ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগনের মধ্যে সম্প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।

৩. গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে জয়িতার প্রচার বিষয়ে কাজ করার জন্য যোগাযোগ এবং কর্মসম্পর্ক স্থাপন করা।

৪. জয়িতার ব্রশিউর এবং নিউজ লেটার তৈরী ও বিতরণ।

৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

আইসিটি শাখারকার্যক্রম

১. ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করন।

২. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের নিয়োগ এবং পেশাগত তথ্য সংগ্রহ এবং হালনাগাদকরণ।

৩. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের জন্য নিয়মিত সফটওয়ার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন।

৪. নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা / কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।

৫. কম্পিউটার সংক্রান্ত বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নীতিমালা, প্রভৃতি সংগ্রহ প্রতিপালন।

৬. ইনোভেশন টিম এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সহায়তা প্রদান।

৭. তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা।

৮. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ন।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৈশল (NIS) বাস্তবায়ন।

১০. উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) বাস্তবায়ন।

১১. ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং।

১৩. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইসিটি শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশনের ওয়েব সাইট হালনাগাদ করে। ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে। ইনোভেশন টিম এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৈশল (NIS) বাস্তবায়ন, উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) বাস্তবায়ন এবং ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রমবাস্তবায়ন করে। কম্পিউটার সংক্রান্ত বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নীতিমালা, প্রভৃতি সংগ্রহ প্রতিপালন ও নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা উক্ত শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী আইসিটি শাখা সম্পাদন করে। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম আইসিটি শাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যক্রম

১. ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণ।

২. বিপণন কেন্দ্র ও ফুড কোর্টের ভাড়া আদায়, ব্যাংকে জমা ও হিসাব সমন্বয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।

৩. উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা সংক্রান্ত কার্যক্রম ।

৪. সিড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনা ।

৫. অর্জিত ছুটির সংরক্ষণ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিসাব প্রদান, ভবিষ্যৎ তহবিলের অগ্রিম গ্রহণ।

প্রণোদনা ঋণ বিতরন:

করোনা ভাইরাস জনিত (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত নারী উদ্যোক্তাদের অবেদন এর আহবান করা হয়। আবেদনকৃত নারী উদ্যোক্তাদের লক ডাউন পরিস্থিতিতে ব্যবসা ক্ষতির কথা বিবেচনা করে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি শাখা হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের ক্ষতি গ্রস্ত ৩০জন নারী উদ্যোক্তার মধ্যে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তারা কাঙ্খিত মাত্রায় ঋণ প্রাপ্ত হয়নি- এমন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকার পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১৫০০ (পনের শত) কোটি টাকার নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য মোট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীজয়িতা ফাউন্ডেশন উক্ত টাকা নারী উদ্যোক্তোদের অনুকূলে ঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন ঋণ কর্মসূচি নেই। জয়িতা ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের (BOG) ১৭ তম সভায় 'ঋণ বিতরণ নীতিমালা' অনুমোদনের পর উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সম্পাদিত চুক্তি (MOU) এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।

সারাদেশ থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের৯৯ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে গত ২০২০-২১ অর্থবছর উক্ত ১০ (দশ) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক উক্ত প্রণোদনা ঋণ বিতরণ এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

লক্ষ্য: করোনা মহামারি (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিতকরণ এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য:করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সহজশর্তে, স্বল্পসুদে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা চালু, সম্প্রসারণ ও টেকসই করা।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা, ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ও মেয়াদ

ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা: করোনা মহামারির কারণে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যারা-

- জয়িতা ফাউন্ডেশনে রেজিস্ট্রেশনকৃত নারী উদ্যোক্তা
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় রেজিস্ট্রেশনকৃত নারী উদ্যোক্তাগণ
- সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি এধরণের নারী উদ্যোক্তা
- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তা (ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত নারী উদ্যোক্তা)
- পশ্চাদপদ অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিকভাবে অক্ষম নারী উদ্যোক্তা এবং
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রেডবডি, এসএমই এসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব, নারী উদ্যোক্তা নিয়ে কাজ করে এধরণের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃত নারী উদ্যোক্তা ইত্যাদি।

ঋণের পরিমাণ: গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজারটাকাহতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

ঋণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য: করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা চালু, পরিচালনারজন্য চলতি মূলধনী ঋণ এবং কিস্তিভিত্তিক ঋণসহ মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা।

গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার: গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%, যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (রিডিউসিং ব্যালেন্স) পদ্ধতিতে হিসাবায়ন হবে। ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে এ হারের অধিক সুদ আদায় করতে পারবে না।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ: গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর, যা ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ (আঠার) টি সমান মাসিক কিস্তিতে আদায়/পরিশোধযোগ্য হবে। তবে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার: ঋণের গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামীন ও প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

সীড ক্যাপিটাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের এক অনন্য প্রতীক। আর নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই লিঙ্গ সতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করা সম্ভব। দক্ষ মানবসম্পদ নিশ্চিত করণ, সামাজিক ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি, ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করণ, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG (sustainable development goals) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে বাংলাদেশকে উন্নীতকরণে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার বিবেচনার করে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে দেশের নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০ (এক শত) কোটি টাকা সীড ক্যাপিটাল প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এর মধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে ইতোমধ্যে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, অবশিষ্ট ৬০ (ষাট) কোটি টাকা প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সীড ক্যাপিটাল হিসাবে প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য টাকা নিরাপদ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সীড ক্যাপিটাল তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।

বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) এর পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন উক্ত সীড ক্যাপিটালের লভ্যাংশের ৮০% (আশি শতাংশ) ব্যয় করতে পারে এবং অবশিষ্ট ২০% (বিশ শতাংশ) সীড ক্যাপিটালে আসল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সীড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক তহবিলের বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রয়োজন মোতাবেক সেই প্রতিবেদন বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) ও সরকারের নিকট দাখিল করে থাকে।

জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের স্টলভাড়াঃ

ধানমন্ডিস্থ রাপা প্লাজার ৪র্থ ও ৫ম তলায় অবস্থিত জয়িতা বিপণন কেন্দ্র ও জয়িতা ফুডকোর্ট এর উদ্যোক্তা সমিতিগুলো থেকে মাত্র ৫০০০/- টাকা হারে প্রতি মাসে স্টল ভাড়া আদায় করে জয়িতা ফাউন্ডেশন। আদায়কৃত ভাড়া "জয়িতা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস" নামে আই.এফ.আইসি (IFIC) ব্যংকের সঞ্চয়ী হিসাবটিতে জমা করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখার কার্যক্রম

১. কর্মকর্তাদের দেশে (অভ্যন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ ।

২. কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষনের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ।

৩. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ।

৪. বিদেশ ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গ্রহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ।

৫. জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ।

৬. জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলন আয়োজন।

৭. ডিজাইন সেন্টার ব্যবস্থাপনা।

৮. জিরানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা।

৯. এপিএ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ।

১০. প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

১১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রশিক্ষণশাখাকর্মকর্তা, কর্মচারীওনারীউদ্যোক্তাদেরজন্যপ্রশিক্ষণেরব্যবস্থাকরে।এইশাখাএপিএ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে। কর্মকর্তাদের দেশে (অভ্যন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষনের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ, বিদেশ ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গ্রহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ প্রশিক্ষণ শাখার কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ শাখা প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গবেষণাশাখারকার্যক্রম

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন।

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।

৪. জয়িতা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মসূচী প্রণয়ন, গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

৫. আইএমইডি'তে 'আইএমইডি-০৫ ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ।

৬. উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

৭. পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৮. উন্নয়ন কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সরবরাহ।

৯. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।

১০. প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ।

১১. এডিপি/ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ।

১২. বিভাগীয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১৩. বিভাগীয় ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন ও নির্মানকাজ তদারকি।

১৪. জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৫. জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৬. জাতিসংঘ/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ/ ইউএসএফপিএ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

১৭. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

অসচ্ছল ও অসহায় কর্মক্ষম নারীদের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী ও তাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সহায়তা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমগুলো ঢাকা বিভাগসহ পর্যায়ক্রমে ৮ বিভাগের বিভাগীয় জয়িতাদের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে, যাতে তৃণমূল গ্রামীণ নারীগণ ব্যাপক পরিসরে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম পাবেন। এটি গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সরকার জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকার ধানমন্ডিতে ১ বিঘা জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ প্রদান করেছে। ঢাকা ছাড়াও অন্য ৭টি বিভাগেও প্রত্যেকটিতে ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতীকী মূল্যে ১ বিঘা জমি প্রদান করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকার জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জয়িতা টাওয়ার নির্মানের জন্য খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত জমির লীজ দলিল সম্পাদনের জন্য এ পর্যন্ত ৫টি বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জমি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study)ও ডিপিপি (DPP)প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন উক্ত শাখার কার্যক্রম। বিভাগীয় ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন ও নির্মানকাজ তদারকি ও বিভাগীয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা শাখার কার্যক্রম। এছাড়া এডিপি/ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ ও জাতিসংঘ/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ/ ইউএসএফপিএ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম উক্ত সম্পাদন করে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান, আইএমইডি'তে 'আইএমইডি-০৫ ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ, উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম উক্ত শাখার কার্যক্রম।

ফ্যাশন ডিজাইন শাখার কার্যক্রম

১. সময় উপযোগী পন্যের ডিজাইন তৈরিকরণ।

২. বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতু কেন্দ্র করে অগ্রীম পোষাক ডিজাইনকরণ এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উক্ত পোষাক তৈরির সহযোগিতা।

৩. উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী ডিজাইন প্রশিক্ষনের জন্য উৎসাহদান ও মনোনয়ন।

৪. ডিজাইন এবং সেম্পলিং তৈরিতে প্রয়োজণীয় উপকরন সংগ্রহের ব্যবস্থা করন।

৫. পন্যের কোয়ালিটি এবং পন্য মান উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন।

৬. উদ্যোক্তা ও পন্য মান উন্নয়নে প্রয়োজন নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরন।

৭. ডিজাইন সেন্টার এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা'র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুকে কেন্দ্র করে অগ্রীম পোশাক ডিজাইনকরণ এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উক্ত পোশাক তৈরিতে সহায়তা করা ফ্যাশন ডিজাইন শাখার অন্যতম একটি কাজ। এছাড়াসময় উপযোগী পণ্যের ডিজাইন তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী ডিজাইন প্রশিক্ষনের জন্য উৎসাহ প্রদান ও প্রশিক্ষণের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের মনোনয়ন, ডিজাইন এবং স্যাম্পল তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থাকরণ, পণ্যের কোয়ালিটি ও পণ্যের মান উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন এবং উদ্যোক্তা ও পণ্যের মান উন্নয়নে প্রয়োজনের নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরণ, সারা দেশের সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের উক্ত ট্রেড বিষয়ে এবং ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ উক্ত শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও ফ্যাশন ডিজাইন শাখা লালমাটিয়ায় অবস্থিত জয়িতা ডিজাইন সেন্টারের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফ্যাশন ডিজাইন শাখা ফ্যাশন ডিজাইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে এই শাখার তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের ডেভলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালা।
- বাংলাদেশের সর্বস্তর থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে দরখাস্ত আহবানের মাধ্যমে নারীদের ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী পন্যের ডিজাইন তৈরিতে সার্বক্ষনিক সহায়তা প্রদান।
- পন্য ও সেবার গুনগত ও নান্দনিক মান নিয়ন্ত্রনের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে 'বিক্রয় পরিসেবা ও বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচর্যা ও বিক্রয় কেন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ধনে কৌশলগত প্রক্রিয়া' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সময় এর সঠিক ব্যাবহার ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
- উচ্চমানের উদ্যোক্তা তৈরিতে কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় প্রক্রিয়াগত পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ।

কারু শিল্প শাখার কার্যক্রম

১. কারুশিল্পজাত পণ্য নির্বাচন, পণ্য মান উন্নয়নমূলক কাজ।

২. উদ্যোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

৩. পন্যের গুনগত মানোন্নয়ন করার পরামর্শ দান, অঞ্চল ভেদে বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী পন্য ও উদ্যোক্তার অনুসন্ধান এবং তা জয়িতায় সম্পৃক্তকরন।

৪. উদ্যোক্তা ও পন্য মান উন্নয়নে প্রয়োজন নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরন।

৫. কারুশিল্প সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৬. ডিজাইন সেন্টার এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

৭. ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যানার, কার্ড ইত্যাদির ডিজাইন।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কারু শিল্প শাখা দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের হস্ত ও কারু শিল্পীদের সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন করার পরামর্শ দান করার পাশাপাশি অঞ্চল ভেদে ও ঐতিহ্যবাহী পণ্য উদ্যোক্তাদের অনুসন্ধান এবং তা জয়িতায় সম্পৃক্ত করণে সচেষ্ট থাকে। কারু শিল্প জাত পণ্য নির্বাচন, পণ্যের মান উন্নয়নে উদ্যোক্তা কারু শিল্পীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাবলী কারু শিল্প শাখা সম্পাদন করে থাকে।

লালমাটিয়াস্থ ডিজাইন সেন্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা ও কারিগরি বিভিন্ন বিষয়ে তদারকি করা। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়ন এই শাখা করে থাকে।

ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির প্রচার প্রকাশনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারুশিল্প শাখা সহযোগীতা করে থাকে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও আর্কাইভ করে থাকে।

আইন শাখার কার্যক্রম

১. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে আইনী বিষয়ে সমন্বয়।
২. বিভিন্ন আদালতে মামলাসমূহ পরিচালনা।
৩. বিদ্যমান আইন যুগ উপযোগী করার উদ্যোগ।
৪. আইনের আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকি।
৫. অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬. সময়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করত: সমন্বয় সভায় উপস্থাপন।
৭. আইন/নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন।
৮. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারি কর্তৃক আদালতে দায়েরকৃত মামলার কার্যাবলী।
৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

“জয়িতা ফাউন্ডেশন”-দি সোসাইটি রেজিষ্টেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর আওতায় “রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ০৩/১০/২০১৩ তারিখে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত হয় (No-S-11756)। জয়িতা ফাউন্ডেশনের অভিষ্ঠ ভিশন, মিশন ও উদ্দ্যেশাবলী অর্জনে সঠিক মানব সম্পদ সংগ্রহ, উন্নয়ন, রক্ষণ, সংরক্ষন, প্রনোদনা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে মানব সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য মানবসম্পদ নীতিমালা-২০১৭ এবং জয়িতা অর্থ সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।
বিভিন্ন প্রকার আইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ, অভিযোগ গ্রহণ, নিস্পত্তির ব্যবস্থা, মামলা পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ শাখায় যোগাযোগ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে তথ্যপ্রদান ও নির্দেশনা গ্রহণ এবং এতদবিষয়ে আইন শাখা কাজ করছে।
বর্তমানে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর আইনী ভিত্তি শক্তিশালীকরণ,জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বায়ত্তশাসিত ও নারী উন্নয়নে সহায়তাদান প্রতিষ্ঠান হিসাবে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন আইন,২০১৯” (খসড়া) প্রণয়নপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য আউটসোসিং পদ্ধতিতে ১৭ জন জনবল সংগ্রহের বিরুদ্ধে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্যদের বিবাদী করে “বায়োস্কোপ লিমিটেড নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে (রিট পিটিশন নং-১৮৪০০/২০১৭)।
বায়োস্কোপ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED DIVISION) এর সেন্টাল প্রকিউমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) বরাবরে অভিযোগ দায়ের করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে রায় হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মামলাটি এটর্নি জেনারেল অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতে পরিচালনার জন্য মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সলিসিটর উইং- এ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে রিট পিটিশন মামলাটি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন আছে।

ক্রয় ও ভান্ডার শাখার কার্যক্রম

১. বাৎসরিক Procurement Plan প্রস্তুতকরণ।
২. স্টোরে সকল প্রকার মালামাল গ্রহণ ও বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।
৩. সকল প্রকার ক্রয় ও মেরামত।
৪. গাড়ী, ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, এসি, প্রিন্টার ক্রয় ও টিওএন্ডই ভূক্তকরণ।
৫. সকল প্রকার দাওয়াত কার্ড, ঈদ কার্ড, নববর্ষের কার্ড এবং ভিজিটিং কার্ড প্রস্তুতকরণ।

৬. কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ও বিল পরিশোধ।
৭. সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাংলাদেশ সচিবালয় টেলিফোন নির্দেশিকা সরবরাহ।
৮. কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক টেলিফোন মেরামত ও সরবরাহ।
৯. কর্মকর্তাদের নাম, কক্ষ, টেলিফোন ও ইন্টারকম নম্বর সম্বলিত তালিকা হালনাগাদকরণ।
১০. ভূমি কর পরিশোধ।
১১. সংবাদপত্র সরবরাহ,বই ক্রয় এবং বিল পরিশোধ।
১২. পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয়।
১৩. Foundation এর চাবি সংরক্ষণ।
১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

অর্থের উৎসের ভিত্তিতে সংগ্রহ ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ক্রয় নীতিমালা অনুসরন করে সকল সম্পদের মওজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। ক্রয় ও ভান্ডার শাখা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত , অফিস ব্যসস্থাপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের পাশাপাশি মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল নারী উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনা ভিত্তিক প্রকাশনা (১) কারাগারের রোজনামচা, (২) অসমাপ্ত আত্মজীবনী বিতরণের লক্ষ্যে ক্রয় করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধুর বাল্যকাল, কারাগারের বন্দী জীবন, ভ্রমন অভিজ্ঞতাসহ উল্লেখযোগ্য বইগুলো (১) আমার দেখা নয়া চীন (২) কারাগারের রোজনামচা (৩) অসমাপ্ত আত্মজীবনী (৪) শেখ মুজিব আমার পিতা (৫) নির্বাচিত প্রবন্ধ (৬) রচনাসমগ্র পার্ট ১ ও ২ (৭) বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম (৮) বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ (৯) বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড (১০) দেশ রতন (১১) যারা ভোর এনেছিল (১২) উষার দুয়ারে (১৩) একাত্তরের দিনগুলি (১৪) একাত্তরের চিঠি, ক্রয়পূর্বক জয়িতা লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ক্রয় ও ভান্ডার শাখা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রত্যেক স্থায়ী সম্পদের অপচয় নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণ করছে। বাতিল ও অকেজো সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়ে থাকে। সম্পদের মজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলমান প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১৬৮.৩৯ কোটি (এক শত আটষট্টি কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ অনন্য উদ্যোগের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' বরাবর প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত ২টি বেজমেন্টসহ ১২তলা বিশিষ্ট 'জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য মাত্রাঃ নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ারে-

ক) দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন ধরনের বাজার চাহিদা ভিত্তিক পণ্য এবং সেবা বিপণনের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা থাকবে।

খ) নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জ্ঞান ভিত্তিক, দক্ষতা ভিত্তিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থী নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ভবনে Break Out Room (বিশ্রাম কক্ষ) থাকবে।

ঘ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর পরিচালনার উপযোগী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

ঙ) শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, নারীদের জন্য জিমনেসিয়াম, বাচ্চাদের জন্য সুইমিংপুল (আয় বর্ধক) ও অন্যান্য বিনোদন সুবিধা সম্বলিত জেন্ডার সংবেদনশীল ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

চ) তা'ছাড়া জয়িতা ফাউন্ডেশনের আয় অর্জনের জন্য মাল্টিপারপাসহলসহ আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি থাকবে।

ছ) দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেশের রাজধানী শহর ঢাকায় যথোপযুক্ত স্থাপত্য শৈলীসহ 'জয়িতা টাওয়ার'হবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সকল ভৌত সুবিধাদি সম্বলিত পরিবেশ ও প্রতিবন্ধী বান্ধব একটি আইকনিক স্থাপনা।

জ) সর্বপরি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নমূখী এ অনন্য উদ্যোগের 'জয়িতা' নামকরণের সার্থক প্রতিফলন জয়িতা টাওয়ারের স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলীতে প্রস্ফুটিত হবে। ফলশ্রুতিতে এ স্থাপনাটি দেশের নারী সমাজকে এক একজন 'জয়িতা' হতে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও আস্থা জোগাবে।

- **প্রকল্পের জনবলঃ**
  ১) প্রকল্প পরিচালক ০১ জন
  ২) হিসাব রক্ষক ০১ জন
  ৩) কম্পিউটার অপারেটর ০১ জন
  ৪) ড্রাইভার ০২ জন
  ৫) অফিস সহায়ক ০২ জন

ভবন সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য	: ১৬৮.৩৯ কোটি টাকা
নির্মাণের মেয়াদকাল	: এপ্রিল ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২৩
ফাউন্ডেশন	: ২টি বেজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন
ফ্লোর এরিয়া	: ১২৯৬৭৭.৭১ বর্গফুট
ভূমি	: ২০ কাঠা
ধরন	: বাণিজ্যিক (অনাবাসিক)
ক্যাটাগরি	: সুপেরিয়র
অন্যান্য সুবিধাদি	: ৫টি লিফট, ৫ জোড়া এস্কেলেটর ১৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ৫৫০টন এসি (VRF),৫০টি কার পার্কিং

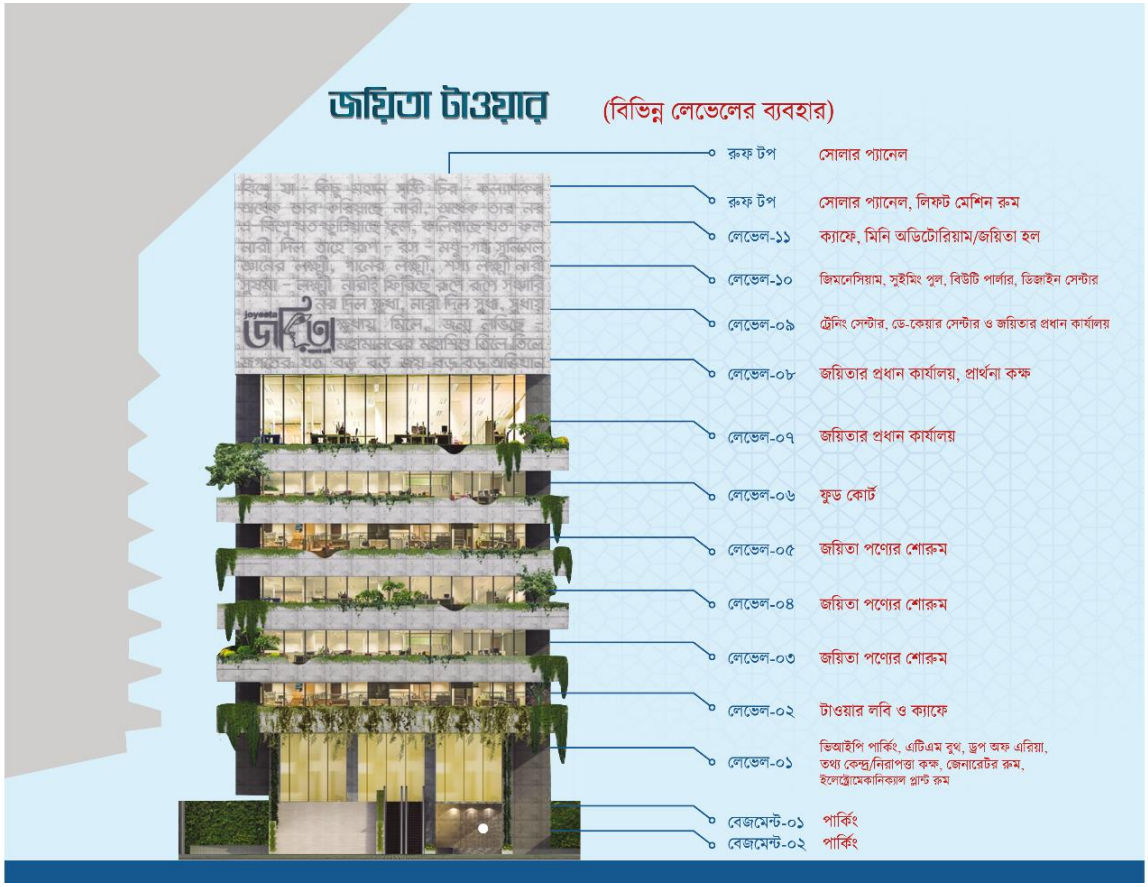

“জয়িতা টাওয়ার”

প্রকল্পের নাম

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একটি অনন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিনির্মাণ করা যাতে এটি বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগে বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের নারী জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ

- জয়িতা ফাউন্ডেশনকে প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলা যাতে এটি নারী উদ্যোক্তা সমিতি (WEAs)/ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাদেরকে (IWEs)বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগ সফল ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে।
- পর্যায়ক্রমে ২৮,০০০ এর অধিক নারীকে সম্পৃক্ত করে নারী উদ্যোক্তা সমিতি (WEAs)/ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাদের (WEAs)/বহুবিধ ব্যবসা উদ্যোগের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

- প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬২৯৯.৪৫০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের জনবলঃ

১) প্রকল্প পরিচালক ০১জন
২) পিএ প্রকল্প পরিচালক ০১জন
৩) হিসাব রক্ষক ০১জন
৪) প্রকিউরমেনট ০১জন
৫) কম্পিউটার অপারেটর ০২জন
৬) ড্রাইভার ০১জন
৭) অফিস সহায়ক ০৪জন
৮) ম্যাসেঞ্জার ০১ জন
৯) ক্লিনার ০১ জন

তৃতীয় অধ্যায়

২০২০-২০২১
জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

- **ই-জয়িতা প্ল্যাটফর্মঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রমকে অনলাইন মাধ্যমে চালু করার জন্য এবং তাদের ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ই-জয়িতা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম) চালু করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাগণ জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের পাশাপাশি ই-জয়িতা'র মাধ্যমেও তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়াও সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাগণ ই-জয়িতা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। পণ্য ডেলিভারী সংক্রান্ত সেবাসহ অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধা এই প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান রয়েছে।

- **জয়িতা এ্যাপসঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে সহযোগিতা করার জন্য যে কয়টি সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জয়িতা এ্যাপস তার মধ্যে অন্যতম। জয়িতা এ্যাপস জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের সেবা সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ভিত্তিক দ্বিমুখী প্রকল্প। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত জয়িতা এ্যাপসটি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে এবং এর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা যে সুবিধাগুলো পাবে তা নিম্নরূপঃ

- নিবন্ধন
- উদ্যোক্তাদের প্রোফাইল
- প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন
- বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা
- মতামত/পরামর্শ

- ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য
- জয়িতা সম্পর্কিত তথ্য

- **ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাঃ**

করোনা ভাইরাস জনিত (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। করোনার মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের বেশীর ভাগই পুঁজি শুণ্য হয়ে পরে।তাদেরকে নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক ঘোষিত প্রনোদনা প্যকেজের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ঋন প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্রাপ্তির জন্য ৩০জন নারী উদ্যোক্তা আবেদন করলে অগ্রণী ব্যাংক হতে মোট ১,৩৯,৪৯,০০০/- (এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রণোদনা পেয়েছেন।

উক্ত প্রণোদনার আওতায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তারা কাঙ্খিত মাত্রায় ঋণ প্রাপ্ত হয়নি- এমন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকার পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১৫০০ (পনের শত) কোটি টাকার নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য মোট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। এ অনুযায়ী অর্থ বিভাগের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮ সরকারি আদেশ দ্বারা অর্থ বিভাগের অধীন "১০৯০১০১-১২০০০১০০০-৩৯১১১১২- অপ্রত্যাশিত ব্যয়" খাত হতে চলতি অর্থবছরে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১০ (দশ) কোটি টাকা জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩০ জুন এর মধ্যে উক্ত ১০ (দশ) কোটি টাকা নারী উদ্যোক্তোদের অনুকূলে ঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন ঋণ কর্মসূচি নেই। তাই অংশীদার ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে অংশীদার ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তারা চুক্তি অনুযায়ী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে।

- **মুজিববর্ষ উদযাপন**

- মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী'', "কারাগারের রোজনামচা" ও "আমার দেখা নয়া চীন" নামক তিনটি আত্মজীবনীমূলক বই নারী উদ্যোক্তাদের এবং কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- জয়িতা নামক অনন্য উদ্যোগের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুসারে দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য দেশের রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে বর্তমান সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে নির্মিত হবে জয়িতা টাওয়ার। মুজিববর্ষ উদযাপনকে আরো স্মরনীয় করে রাখতে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা ও আস্থার জয়িতা টাওয়ার এর নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।

- ১৭ ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে দেশের এবং দেশের বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে, যেখানে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম তুলে ধরা হবে।
- মুজিববর্ষ উদযাপন এর অংশ হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশন অনলাইন মার্কেটিং ব্যবস্থা চালু করেছে যা ই-জয়িতা প্লাটফর্ম নামে পরিচিত। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সারাদেশের নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে।

- **৭টি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৭টি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের Feasibility Study এবং DPP প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- **কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও এর আওতাধীন ২টি প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ

- পিপিআর-২০০৮ (সংশোধনীসহ) এবংনথি ব্যবস্থাপনা, নোট লিখন ও পত্র লিখন এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ই-ফাইলিং সংক্রান্ত অন-লাইন কর্মশালা।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সরকারী কর্মচারী আচরন বিধিমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও শিষ্টাচার বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা -১৯৫৯, ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

- উদ্ভাবন সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- দূর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে প্ল্যানিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

- **নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণঃ**

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে যারা খাদ্যজাত ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে প্রফেশনাল ফুড ট্রেইনারদের দ্বারা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় এবং যারা হস্তজাত শিল্পের সাথে জড়িত তাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিষয়ের অধ্যাপকবৃন্দের দ্বারা নকশা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশন ও এর আওতাধীন দু'টি প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত মোট ১৮৬৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছেঃ

- জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক কর্মশালা (চলমান)।
- অন-লাইনে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ই-জয়িতা প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- চারু ও কারুকলা পণ্যের নকশা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ব্র্যাক ইউনির্ভাসিটির ব্র্যাক আইইডি হতে ডে-কেয়ার/চাইল্ড কেয়ার বিষয়ক অন-লাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালা। উক্ত প্রশিক্ষনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স:সুযোগ, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

- **জয়িতা বিপণন কেন্দ্র ও ফুডকোর্টে POS & Barcode System প্রবর্তনঃ**

ডিজিটাল যুগে বাজার ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যকীয় সিস্টেম পয়েন্ট অফসেলস (POS)। স্টক ম্যানেজ করা, সময় বাঁচিয়ে কার্যকরীভাবে বিক্রয় কার্যক্রম চালাতে POS এর বিকল্প নেই। রাপা প্লাজাতে অবস্থিত জয়িতা বিপণন কেন্দ্র এবং ফুড কোর্টকে জয়িতা উদ্যোক্তাদের বিক্রয় সহজীকরণের জন্য এবং ডিজিটাইজেশন এর লক্ষ্যে পয়েন্ট অফ সেলস সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে। POS ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে:

১. বিক্রয় প্রক্রিয়া সহজ হবে,

২. বিক্রয় কর্মীর কাজ সহজ হবে,

৩. সময় বাঁচবে

৪. ক্রেতা নগদ টাকা ছাড়াও কার্ড এ পেমেন্ট দিতে পারবে

৫. বিক্রেতার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং হিসাব রক্ষণ সহজ এবং লোন প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে।

৬. সকল পণ্য Fixed Price এ বিক্রয় করা হবে।

- **বিক্রয় কেন্দ্রে নান্দনিক স্টল তৈরিঃ**

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত গুনগত ও নান্দনিক মান সম্পন্ন পণ্য বাজারজাত করার জন্য এবং দেশব্যাপী একটি নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র ধানমন্ডি-২৭ এর রাপা প্লাজায় অবস্থিত জয়িতা বিপণন কেন্দ্রটি সংস্কার করে নান্দনিক স্টল তৈরি করা হয়েছে।

- **ফুড কোর্ট পুর্নবিন্যাস**

জয়িতার খাদ্য জাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় রাপা প্লাজার ৫ম তলায় অবস্থিত জয়িতা ফুড কোর্টের সংস্কার করা হয়েছে।ফুড কোর্টটি গত ১৮/৭/২০২১ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা, এমপি মহোদয় উদ্বোধন করেন।এ ফুড কোর্টটিতে একটি অত্যাধুনিক কিচেন তৈরী করা হয়েছে।ফুড কোর্টটির ব্যতিক্রমধর্মী নান্দনিক সৌন্দর্য ক্রেতা আকর্ষণ করবে বলে আশা করা যায়।

- **সেলাই মেশিন বিতরনঃ**

৮ ই আগস্ট, ২০২০, বঙ্গ মাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯০ তম জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৫২টি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত ডিজাইন সেন্টারে ১০টি সহমোট ৬২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

- **জয়িতার ফেইস বুক পেইজঃ**

জয়িতার ফেইস বুক পেইজটি এক্টিভলি পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই পেইজটির মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশন ও নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রমোশনাল কাজে এটি ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। এ পেইজটিতে বর্তমানে ২৮,৩৭৪ জন ফলোয়ার আছেন।

- **জয়িতা নার্সারীঃ**

করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়া নারী বিশেষতঃগৃ হকর্মীদের স্বনির্ভর করে তুলতে ধানমন্ডি ২৭নং রোডে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ১ বিঘা জমিতে ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় কালে ২০-২৫ জন কর্মহীন নারীদের দ্বারা ২২ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে জয়িতা নার্সারীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- **জয়িতা পিঠা উৎসবঃ**

জয়িতা খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তিনদিন ব্যাপী "জয়িতা পিঠা উৎসব-২০২১" উদযাপিত হয়

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প / কর্মসূচিসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

(১) জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পঃ

হালনাগাদ ও সর্বশেষ অগ্রগতিঃ

- ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী জেলাভিত্তিক প্রসিদ্ধ ও ব্যবসা সম্ভাবনাময় পণ্য এবং কারু শিল্প ম্যাপিং ও ব্রান্ডিং এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর সাথে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের যৌথ চুক্তি সাক্ষর করা হয়। চুক্তির মেয়াদ ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২।
- জয়িতা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর স্থাপনের জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি -২৭ নম্বর রোডে ৫৪৪৫.০০ স্কয়ার ফুট জায়গায় নির্মান কাজ চলমান।
- জয়িতা ডিজাইন সেন্টারে নারী উদ্যোক্তাদের ডিজাইন বিষয়ক স্পেশাল প্রশিক্ষণ চলমান।
- জয়িতা ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন চলমান
- নারী উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান।
- জয়িতা নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার ড্রাইভিং বিষয়ে বিআরটিসি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সারাদেশের মহিলাদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করা হলে ২৭৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন| এ পর্যন্ত প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে মোট ৪০ জনকে কার-ড্রাইভিং বিষয়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ২টি ব্যাচে ৪০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং ডে-কেয়ার বিষয়ে ৮টি সেশনে মোট ১৬০ জন প্রশিক্ষন গ্রহন করেছেন।
- এ প্রকল্পের আওতায় আলাদা আলাদা ভাবে বিক্রয়কর্মী, উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মোট ৭৮ জন বিক্রয়কর্মী, ৪৪টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মোট ৯৩৬ জন উদ্যোক্তা এবং ৪১টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মোট ৭৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যয়ঃ ৭৭২.০০ লক্ষ টাকা

(২) জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পঃ

অগ্রগতিঃ

ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৯/০৪/২০২১তারিখে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৫৪২৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং আরডিপিপিতে সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৬৮৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা।

খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৫/০২/২০২১ তারিখে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

গ) গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত০ ৩/৮/২০২১তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) গত ১২/০৮/২০২১তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জমির দখল হস্তান্তর করা হয়।

ঙ) জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

হালনাগাদ/সর্বশেষ অগ্রগতি

- **নকশা অনুমোদন:**
  নির্মিতব্য টাওয়ারের সংশোধিত নকশা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০/০৯/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
- **নকশা ভেটিং:**

  স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত নকশা ১৫/১১/২০২০ তারিখে ভেটিংকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

- **ডিপিপি সংশোধন:**

  পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২৯/০৪/২০২১ তারিখ আরডিপিপি অনুমোদিত হয়।

- **প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি:**

  এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

২০১৮- ২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয়ঃ ১১৮.৪৪ লক্ষ টাকা

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়ঃ ৮১.৮৪ লক্ষ টাকা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ব্যয়ঃ ১২৭.১৩ লক্ষ টাকা

সর্বশেষ সংশোধিত নকশা অনুযায়ী নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ার

(৩) জয়িতা'র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্যঃ

জয়িতা'র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় জয়িতা ফুডকোর্ট এর উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক) জয়িতার খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত উদ্যোক্তা এবং খাদ্য পণ্যের প্রশিক্ষণ নিয়ে সাবলম্বি হতে চায় এমন আগ্রহী নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে কুকিং এন্ড বেকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে প্রশিক্ষনার্থী নিয়ে ১২ টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।

(কর্মসূচিতে ৩০০ জনের প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫২০ জন)

খ) রাপা প্লাজার ৫ম তলার জয়িতা ফুডকোর্টকে বাংলা খাবারের আধুনিক ফুডকোর্ট তৈরীর জন্য কর্মসূচির অর্থায়নে সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

কর্মসূচির মেয়াদ গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ শেষ হয়।

বিশ্বে যা - কিছু মহান সৃষ্টি চির - কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল
নারী দিল তাহে রূপ - রস - মধু-গন্ধ সুনির্মল
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী
সুষমা - লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায়
joyeeta
জয়িতা
ক্ষুধায় মিলে, জন্ম লভিছে -
মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান

৪র্থ অধ্যায়

২০২০-২১ অর্থ বছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পালিত গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ

- ৮ ই আগস্ট, ২০২০, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯০ তম জন্ম দিন উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৫২টি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ডিজাইন সেন্টারে ১০টি সহ মোট ৬২ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ জাতির পিতাবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
- ১৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ জয়িতা ফাউন্ডেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়।
- ১৭ ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লেখা “অসমাপ্ত আত্মজীবনী’’, “কারাগারের রোজনামচা” ও “আমার দেখা নয়া চীন” নামক তিনটি আত্মজীবনীমূলক বই নারী উদ্যোক্তাদের এবং কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর জয়িতা’র শুভ উদ্বোধন করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মহোদয় জয়িতা ফুড কোর্টের উদ্বোধন করেন ও জয়িতা বিপণন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সায়েদুল ইসলাম জয়িতা ফাউন্ডেশনের অফিস পরিদর্শন করেন ও জয়িতা অ্যাপস এর শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সচিব মহোদয় কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মুজিববর্ষউদযাপনউপলক্ষেজয়িতাফাউন্ডেশনকর্তৃকজয়িতানারীউদ্যোক্তাদেরশুভেচ্ছাউপহারহিসেবেজাতিরপিতা বঙ্গবন্ধুরলেখা “অসমাপ্তআত্মজীবনী’’, “কারাগারেররোজনামচা” ও “আমারদেখানয়াচীন” নামকতিনটিআত্মজীবনীমূলকবইনারীউদ্যোক্তাদেরএবংকর্মকর্তাদেরমাঝেবিতরণকরাহয়েছে

উদ্যোক্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন ও অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ‘জয়িতা অ্যাপস’ চালু করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

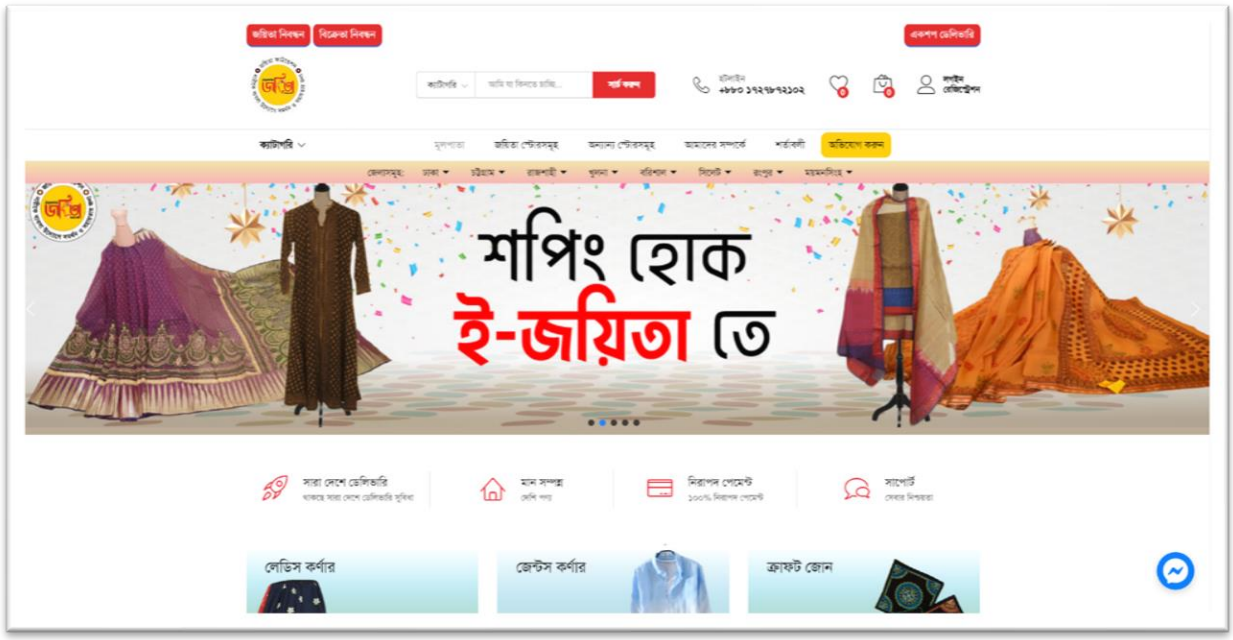

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে ই-জয়িতা ওয়েবসাইট চালু করা হয়।

উদ্যোক্তাদের
সাথে সার্বক্ষণিক
যোগাযোগ
স্থাপন ও অফিসিয়াল
প্রয়োজনীয়
তথ্য আদান- প্রদানের জন্য
'জয়িতা অ্যাপস' চালু করা হয়।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ হতে উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে নারী উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পোশাক পরিদর্শন করছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১০) জনাব রাম চন্দ্র সাহা।

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব চেমন আরা তৈয়ব, জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দও নারী উদ্যোক্তাগণ

নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের চিত্র

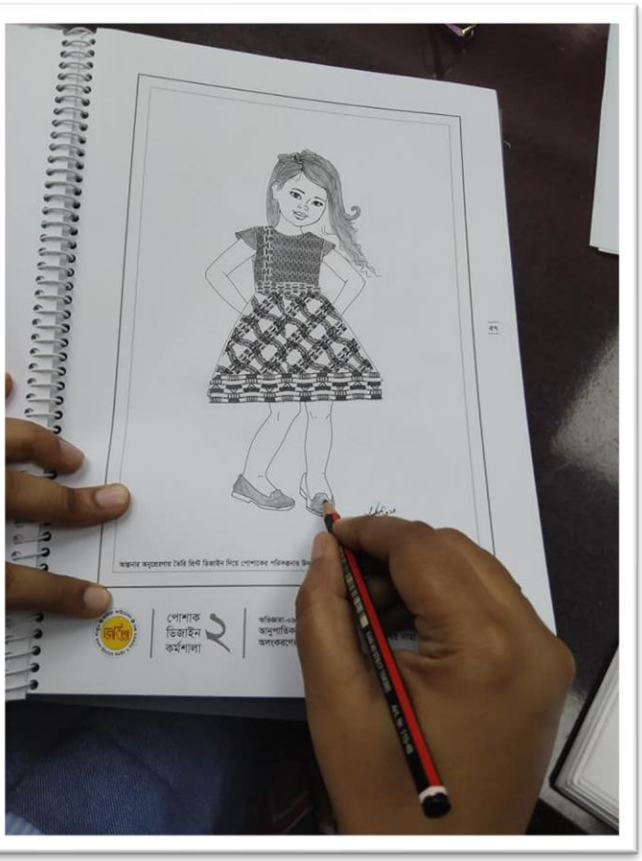

ফ্যাশনডিজাইনকর্মশালা এবং ক্র্যাফটসসংক্রান্তকর্মশা

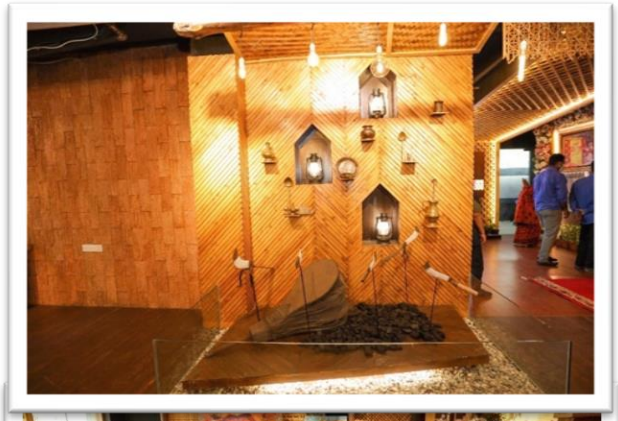

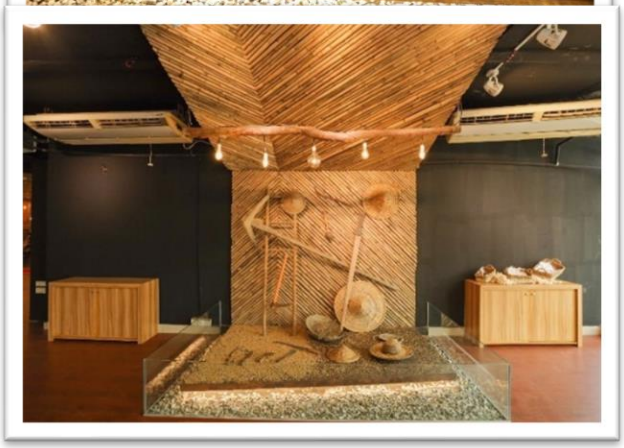
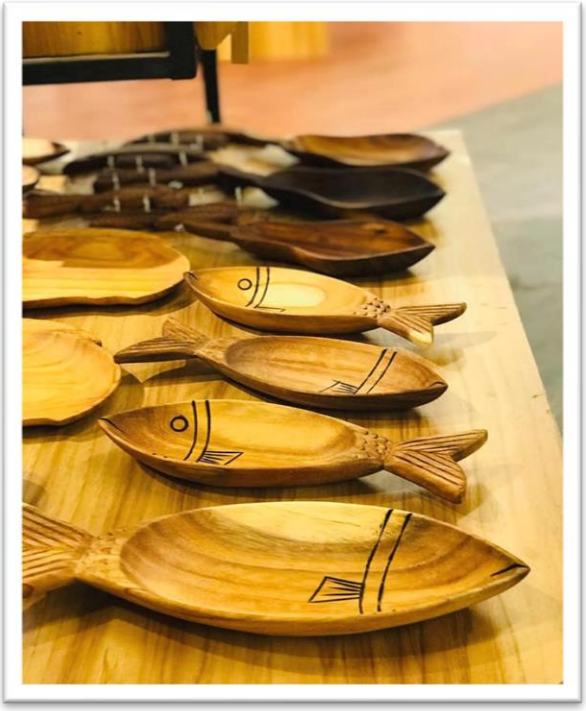

নান্দনিক ও আধুনিক সাজে সজ্জিত জয়িতা ফুডকোর্ট ও ক্র্যাফটস জোনের খন্ডচিত্র

নান্দনিক ও আধুনিক সাজে সজ্জিত জয়িতা ফুডকোর্ট ও ক্র্যাফটস জোনের খন্ডচিত্র

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে “বঙ্গবন্ধু গ্যালারী”

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে ‘ওয়েটিং জোন’

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ট্রেনিং ইন কুকিং অ্যান্ড বেকিং শীর্ষক ১০ (দশ) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে জয়িতা ফুড কোর্টের নারী উদ্যোক্তাগণ। (চিত্রঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ)

জয়িতা নার্সারীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত খাদ্য পণ্য ও পিঠাপুলি নিয়ে জয়িতা পিঠা উৎসব ২০২১ আয়োজন করা হয়।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১

জাতীয় মহিলা সংস্থার পরিচিতি

১.১ পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বাংলাদেশের নারীদের জন্যে নতুন যুগের সূচনা করে। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের নারীগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নারী পুর্ণবাসন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় মহিলাদের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী উন্নয়নে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার রক্ষার্থে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করার জন্য সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে একটি মহিলা সংস্থার রূপরেখা প্রণীত হয়, যা বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯১ সনের ৯নং আইন বলে জাতীয় মহিলা সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনএকটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. জাতীয় মহিলা সংস্থার মিশন ও ভিশন

২.১. রূপকল্প (Vision) : নারীর ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা।

২.২. অভিলক্ষ্য (Mission) : নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ।

৩. জাতীয় মহিলা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❑ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;
- ❑ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বিতা অর্জনে সহায়তা করা;
- ❑ মহিলাদের আইনগত অধিকার রক্ষার্থে সাহায্য করা;
- ❑ মহিলাদের কল্যাণে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী, দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা;
- ❑ জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ❑ মহিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;

৪. জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন ১৯৯১

- ❑ জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৯১ সালে ৯নং আইনের মাধ্যমে জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন প্রণীত হয়।

৫.জাতীয় মহিলা সংস্থার বিধিমালাসমূহ

- ❑ জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ এর ২৫ নং ধারা বলে ১৯৯৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা (কর্মকর্তা, কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ১৯৯৬ বিধিমালা প্রণীত হয় (যা ২০১১ সালে আংশিক সংশোধিত।)

- ❑ জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্মচারী (অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল) ২০১৩ বিধিমালা।

৬. জাতীয় মহিলা সংস্থার বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো

(জনবল-৪৬৫ জন)

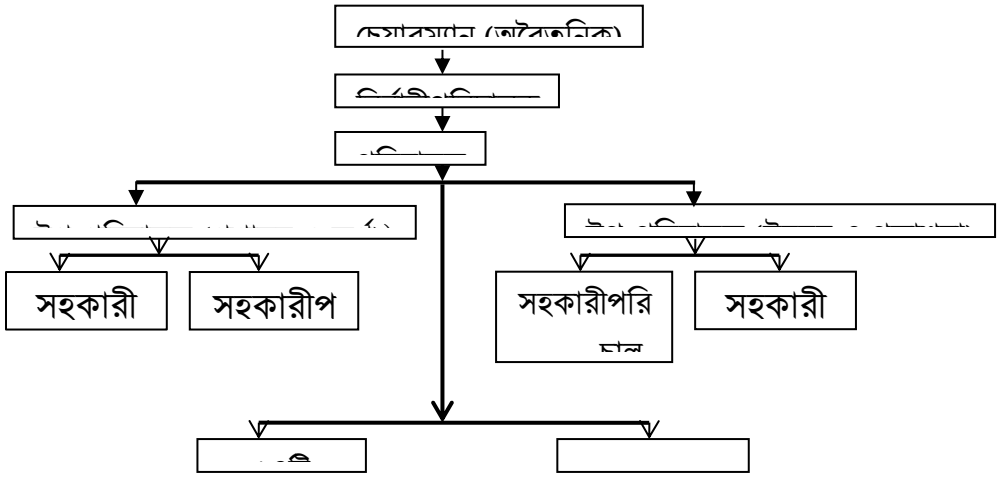

৭. জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমূহ

ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণ এলাকা	কোর্সের মেয়াদ	ব্যাচ সংখ্যা
সেলাই ও এমব্রয়ডারী	সংস্থার প্রধান কার্যালয়	৪ মাস	৩০ জন
ব্লক ও বাটিক	সংস্থার প্রধান কার্যালয়	৪ মাস	২০ জন
চামড়াজাত শিল্প	সংস্থার প্রধান কার্যালয়	৪ মাস	২০ জন
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	সংস্থার প্রধান কার্যালয়	২ মাস	৪০ জন

সেলাই ও এমব্রয়ডারীর প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষার্থী

ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষার্থী

৮. জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টার কার্যক্রম

- জাতীয় মহিলা সংস্থা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ২০০২ সালে ৫০টি আসন বিশিষ্ট একটি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়।
- কর্মজীবী মায়েদের ০১ বছর থেকে ০৬ বছরের শিশুদের দিবাকালীন দেখাশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ছবি আকাঁ, অক্ষর পরিচিতি, ছড়া শেখা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।
- শিশু ভর্তি ফি ১,৫০০/- টাকা এবং মাসিক বেতন ৮০০/- টাকা। শিশুরা বাড়ি থেকে যার যার খাবার নিয়ে আসে। সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি কর্মদিবসে সকাল ৮.৩০ মিঃ হতে বিকাল ৬.০০ মিঃ পর্যন্ত ডে-কেয়ার সেন্টারটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ডে-কেয়ার সেন্টার এ শিশুরা
খেলাধূলা ও পড়ালেখায় ব্যস্ত

৯. জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

"জাতীয় মহিলা সংস্থা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০০৭ সাল থেকে সংস্থা ভবনের ৯ম থেকে ১২ তলা পর্যন্ত কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ২০২ টি সীট বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল চালু আছে।২০১০ সালে শহীদ আইভি রহমান এর স্মরণে এ হোস্টেলটিকে "শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল" নামকরণ করা হয়। হোস্টেলের সীট বরাদ্দের আবেদনসহ হোস্টেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটিকে (http//jmshostel.gov.bd, www.mygov.bd) অনলাইনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বর্তমানে হোস্টেলে নিম্নোক্ত ধরণের সীট রয়েছে:

সীটের ধরণ	সীটের সংখ্যা	সীট ভাড়া (আনুসঙ্গিকসহ)
সিঙ্গেল কক্ষ ৩০ টি	৩০×১=৩০ টি	৪,০৫০/-
ডাবল সীট বিশিষ্ট কক্ষ ১০ টি	১০×২=২০ টি	৩,০৫০/-
৪ সীট বিশিষ্ট কক্ষ ৩টি	৪×৩=১২ টি	২,৩৫০/-
৬ সীট বিশিষ্ট কক্ষ ৭টি	৬×৭=৪২ টি	১,৭০০/-
৭ সীট বিশিষ্ট কক্ষ ১৪টি	৭×১৪=৯৮ টি	১,৫৫০/-
২ সীট বিশিষ্ট কক্ষ ২টি গেষ্ট রুম	২×২=৪ টি	প্রতিদিন ৫০০/-, ৭৫০/-
৬ সীট বিশিষ্ট কক্ষ ১টি	৬×১=৬ টি	(জেলা চেয়ারম্যানদের জন্য) প্রতিদিন ৫০/-
মোট	২১৪টি	

জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত শহীদ আইভি রহমান কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল

১০. জাতীয় মহিলা সংস্থার ঋণ কার্যক্রম

বর্তমানে সংস্থার দুই ধরণের ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে :

১০.১ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সংস্থার ৬৪ জেলা ও ৫০ উপজেলা কার্যালয়ে চলমান রয়েছে।

১০.২) স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম সংস্থার ৬৪ জেলা ও ২৯ উপজেলা কার্যালয়ে চলমান রয়েছে।

১০.১ জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

কার্যক্রমের নাম	:	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।
কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য	:	দেশের আর্থিক সংগতিহীন কর্মক্ষম মহিলাদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও তাদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
ঋণের পরিমাণ	:	অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে মাথাপিছু জামানত বিহীন এককালীন ৫,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।
ঋণ ব্যবহার পদ্ধতি	:	ঋণের অর্থ আয়বর্ধক কার্যক্রম যেমন-মুদি দোকান, পোলট্রি ফার্ম, গাভী পালন, নার্সারী, ধান ভাংগা, সেলাই-এমব্রয়ডারী ও মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে।
ঋণ ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ ও আদায়	:	১ অথবা ২ বছর মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে। প্রদত্ত ঋণের ৫% সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে। নীতিমালা অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ এর ২.৫% মূলধন হিসাবে ঘূর্ণায়মান তহবিলের সাথে যুক্ত হবে এবং ২.৫% কমিটির অনুমোদনক্রমে ঋণ আদায় ও অন্যান্য খাতে খরচ করা যাবে। ঋণ গ্রহণের ২ মাস পর হতে কিস্তি প্রদান শুরু হয়।

২০০৩ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ১০৮ টি জেলা ও উপজেলা শাখায়ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রতিবেদন

০১	মোট বরাদ্দ প্রাপ্তি	:	৩৬.৭৫ কোটি টাকা।
০২	মোট ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	:	৮১.১২ কোটি টাকা।
০৩	মোট ঋণ আদায়ের হার	:	৮১%

০৪	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	:	৬৬.৫৬২ জন।
০৫	চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	:	৩.০০ কোটি টাকা।

জাতীয় মহিলা সংস্থার সাভার উপজেলা কার্যলয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ

১০.২ জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম

কার্যক্রমের নাম	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ তহবিলে পরিচালিত"স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম"। মোট প্রাপ্ত অনুদান ১.২০ কোটি টাকা।
কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য	এ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষম, আর্থিক সঙ্গতিহীন মাহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে।
ঋণের পরিমান	অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ৩০০/-নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে মাথাপিছু জামানত বিহীন এককালীন ৩০০০/- টাকা থেকে ৫০০০/- টাকা এবং দলগতভাবে ২৫,০০০/- পর্যন্ত ঋন প্রদান করা যাবে।
ঋণ ব্যবহার পদ্ধতি	ঋণের অর্থ আয়বর্ধক কার্যক্রম যেমন- মহিলারা ধান ভাংগা,মুদি দোকান, হাঁস-মুরগী পালন, গাভী পালন, মৎস্যচাষ, পোশাক শিল্প ইত্যাদি কাযে ব্যবহার করা যাবে।
ঋণ ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ ও আদায়	ঋণ গ্রহণের পর ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড। পরবর্তীতে ১০%(ফ্লাট রেট) সার্ভিজ চার্জসহ ২০ মাসের মধ্যে ২০ টি মাসিক কিস্তিতে সমুদয় ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

১৯৯২ (শুরু) থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৬৪ জেলা ও ২৯ টি উপজেলা শাখায় ঋণ বিতরন ও আদায়ের প্রতিবেদনঃ

ক্রঃ নং	মোট প্রাপ্ত অনুদান	মোট ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরন (ঘূর্নায়মান বিতরন/চলমান)	মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট আদায় যোগ্য ঋণের পরিমান (২০ মাস পর) (চলমান)	মোট আদায়কৃত ঋণের পরিমান (চলমান)	খেলাপী/ অনাদায়ী ঋণের পরিমান	আদায়ের হার।
০১	১,২০,০০০০০/- (এক কোটি বিশ লাখ)।	২,৯২,৪০,০০০/- (দুই কোটি বিরানব্বই লাখ চল্লিশ হাজার) টাকা।	৫৪৬৫ জন।	৩,৩৭,৮৩,৯৯৮/-	২,৯২,১২,৭৩৬/-	৪৫,৭১,২৬২/- (খেলাপী ৩৮,৬৫,৮৭২/- টাকা এবং অনাদায়ী ৭,০৫,৩৯০/-)	৮৮%

জাতীয় মহিলা শেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ বিতরণ

১১. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল:

জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল '১৯৯৬ সনে' প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলটি ১জন ফোকাল কর্মকর্তা, ১জন আইনজীবী ও ৩জন কর্মচারীর মাধ্যমে সংস্থার নিচ তলায় পরিচালিত হয়।প্রতি সপ্তাহে ৩ (তিন) কার্যদিবসে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

এই সেলের মাধ্যমে দেশের দু:স্থ, অসহায়,নির্যাতিত মহিলাদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। পারিবারিক বিবাদ মিমাংশা, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন,স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ আদায়, কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় না নির্যাতিতার পক্ষে সেলের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়। তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের দেনমোহর, সন্তানের ভরণপোষণ আদায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।খোরপোষ বাবদ আদায় করে দেয়া হয়েছে - ৮৬,৬৬,৪৫০/-টাকা।২০২০-২০২১ অর্থবছরের পর্যন্ত মোট ৩,৯১৬ জন জন নারীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের সেবা প্রদান প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারী

১২. জাতীয় মহিলা সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম

১২.১ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব অডিটোরিয়াম

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের নামে ২০০২ সালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব অডিটোরিয়ামটি প্রতিষ্ঠিত হয়।অডিটোরিয়ামটির মোট আসন সংখ্যা ৩০০।অডিটোরিয়ামে সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়াও আবেদনের প্রেক্ষিতে অডিটোরিয়ামটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব অডিটোরিয়াম এর অনুষ্ঠান (২য় তয়ায়)

১২.২ জাতীয় মহিলা সংস্থার আধুনিক সম্মেলন কক্ষ

জাতীয় মহিলা সংস্থার ৭ম তলায় ২০০৫ সালে একটিআধুনিক সম্মেলন কক্ষস্থাপন হয়।সম্মেলন কক্ষে মোট আসন সংখ্যা ৬০।সম্মেলন কক্ষটিতে মল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও Wifi ব্যবস্থা রয়েছে।সম্মেলনকক্ষটিতে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্মেলন কক্ষটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়।

জাতীয় মহিলা সংস্থার আধুনিক সম্মেলন কক্ষ (৭ম তলায়)

১২.৩ জাতীয় মহিলা সংস্থার ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব

কম্পিউটার ল্যাবটি সংস্থা ভবনের ৭ম তলায় ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।কম্পিউটার ল্যাবটিতে মোট আসন সংখ্যা ২০।কম্পিউটার ল্যাবটিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট ও Wifi ব্যবস্থা রয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবটিতে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।কম্পিউটার ল্যাবটিতে বিভিন্ন নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।আবেদনের প্রেক্ষিতে কম্পিউটার ল্যাবটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়।

জাতীয় মহিলা সংস্থার ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব (৭ম তলায়)

১২.৪.জাতীয় মহিলা সংস্থার গ্রন্থাগার

জাতীয় মহিলা সংস্থার গ্রন্থাগারটি ২০০৬ তারিখে প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রন্থাগারটিতে সর্বমোট ৩,৩৯৫টি বই সংগৃহীত আছে।বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত বইসমূহ সরকারি বইসমূহ। এছাড়াও কবিতা, গল্প, সাহিত্য, ছোটগল্প, রচনাবলী, উপন্যাস সমগ্র, গল্প সমগ্র, রূপকথা, রাজনীতি, ইসলামী বই, খাদ্যপুষ্টি, স্বাস্থ্য, কম্পিউটার, বিভিন্ন অফিসিয়াল বই রয়েছে।

সংস্থার গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিভিন্ন বই সমূহ(৫মতলায়)

১৩. মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

১৩.১ বঙ্গবন্ধু কর্ণার

বঙ্গবন্ধু কর্ণার (সংস্থা ভবনের নীচতলায়)

১৩.২ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব স্মৃতি জাদুঘর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা এমপি
জামাতা ফজিলাতুননেছা মুজিব স্মৃতি জাদুঘর শুভ উদ্বোধন করেন (২য় তলায়)।

১৩.৩ চারুলতা (কারুপণ্য বিপণন কেন্দ্র)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা এমপি
চারুলতা (কারুপণ্য বিপণন কেন্দ্র) পরিদর্শন করেন (সংস্থা ভবনে নীচ তলায়)

১৩.৪ **মমতাজ চত্বর**

(প্রয়াত চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ বেগম এ্যাডভোকেট এর স্মরণে)

মমতাজ চত্বর (সংস্থা ভবনের ২য় তলায়)

১৪. জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা ও উপজেলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- সংস্থার ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ৫০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মহিলাদের ৪মাস ব্যাপী সেলাই ও এমব্রয়ডারী ট্রেডএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির ভিত্তিতে দৈনিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

১৫. জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পালিত দিবস সমূহের বিবরণঃ

ক্র: নং	তারিখ	বিবরন
০১।	২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
০২।	০৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস।
০৩।	১৭ মার্চ	জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী।
০৪।	২৬ মার্চ	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।
০৫।	১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ।
০৬।	০৮ আগস্ট	বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী।
০৭।	১৫ আগস্ট	জাতীয় শোক দিবস।
০৮।	২১ আগস্ট	গ্রেনেড হামলায় শহীদ আইভি রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী।
০৯।	অক্টোবর মাস	আন্তর্জাতিক স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস।
১০।	নভেম্বর ২৫-ডিসেম্বর ১০	আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ।
১১।	১৬ ডিসেম্বর	মহান বিজয় দিবস।

১৬. জাতীয় মহিলা সংস্থার চলমান প্রকল্প সমূহ

১৬.১ জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)।

দেশের শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে "জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)" শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে "জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)" শীর্ষক প্রকল্প দেশের ৬৪ জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৪৮,৬০৬ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত ৬ মাস মেয়াদি (৩৬০ ঘন্টা) কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১২ ব্যাচে মোট ৩৫,৮১১ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের কর্মকর্তাদের গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং কোর্সের প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২১ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

"জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১১৩৯.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত ১০২৮.৫৩ লক্ষ টাকা, শতকরা হার ৯০.৩০%। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী ৬ মাস মেয়াদী "কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সে ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৪০০ জন এবং মোট ৩২০৩ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৬৪০০ জন এবং মোট ৩২০০ জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা) শীর্ষক প্রকল্পের কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ সেশনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছিল।

অল্প শিক্ষিত নারীরা স্বল্প মেয়াদি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সফটওয়্যার ও ওয়েব সাইট ডেভেলপমেন্টসহ প্রাক যোগ্যতা হিসেবে কম্পিউটার জ্ঞান সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে।তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন নারী চাইলে ঘরে বসে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সাবলম্বী হতে পারে। প্রকল্পটি উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৬.২ তথ্য আপাঃডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্প।

- ❖ মেয়াদ : ০৬ বছর ০৩ মাস (এপ্রিল ২০১৭ থেকে জুন২০২৩)।
- ❖ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৮৫৭৬.৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
- ❖ প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪ জেলাধীন ৪৯২টি উপজেলা।

উঠান বৈঠক ও সেবা প্রদান কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশের ৪৯০টি উপজেলায় ৪৯০টি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নতুন ২টি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান। ৪৯০টি তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৮ মাস থেকে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ০১ (এক) কোটি গ্রামীণ মহিলাদের তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এবং উঠান বৈঠকের (সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ) মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সেবাগ্রহীতার সংখ্যা:

৪৯০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯০ টি তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে উঠান বৈঠক আয়োজন ও ডোর টু ডোর সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩৩,৫২,৬৯৪ (তেত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত চুরানব্বই) জন সহ জুন, ২০২১ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৬৩,০২,০৮২ (তেষট্টি লক্ষ দুই হাজার বিরাশি) জন গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলাকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এবং তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য আপা: প্রকল্পের উঠান বৈঠক এবং ডোর টু ডোর সেবা কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

অনলাইনের মাধ্যমে ১৬২ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদেরকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে অনলাইনের মাধ্যমে ৭৯ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।৪৯০ টি উপজেলার ১৪১০ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে ই-কমার্স এ্যান্ড ই-লার্নিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-কমার্স প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় ৪৯০টি উপজেলায় ই-কমার্স বাস্তবায়নের নিমিত্ত গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন এবং তাদের পণ্য আপলোডকরণে সহায়তা করার জন্য মোট ১২৬৭ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদেরকে ১২টি ইন্টারএ্যাকটিভ সেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের ৭ জন ও জাতীয় মহিলা সংস্থার ৭ জন মোট ১৪ জন কে ৭ দিন ব্যাপি ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য আপা প্রকল্পের আওতায় নির্মিত লাল সবুজ

ডট কম নামক মার্কেটপ্লেসে উদ্যোক্তাদের নিবন্ধন, রেজিস্ট্রেশন, পণ্য আপলোডসহ সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য বি. এফ. টি. আই এর মাধ্যমে “প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT)” বিষয়ে ২৮-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ২৮ টি ব্যাচে ৫৫৮জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে ২৮-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত MINA (Mind Inspired to National Achievement)দলের ১০০ জন সদস্যাকে ই-লার্নিং পদ্ধতিতে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

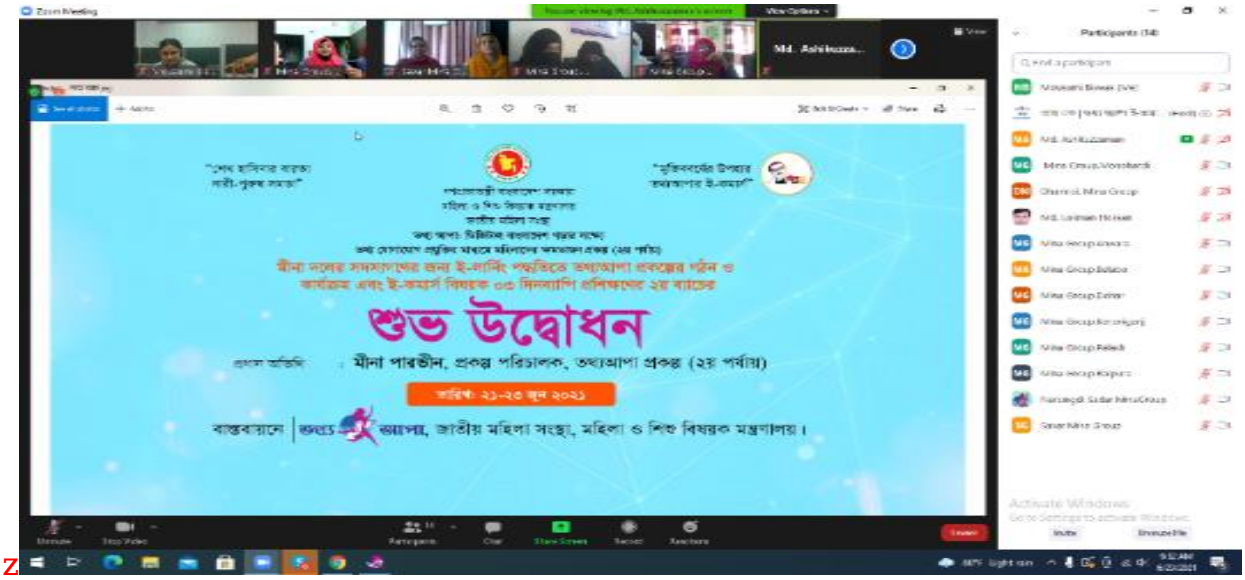

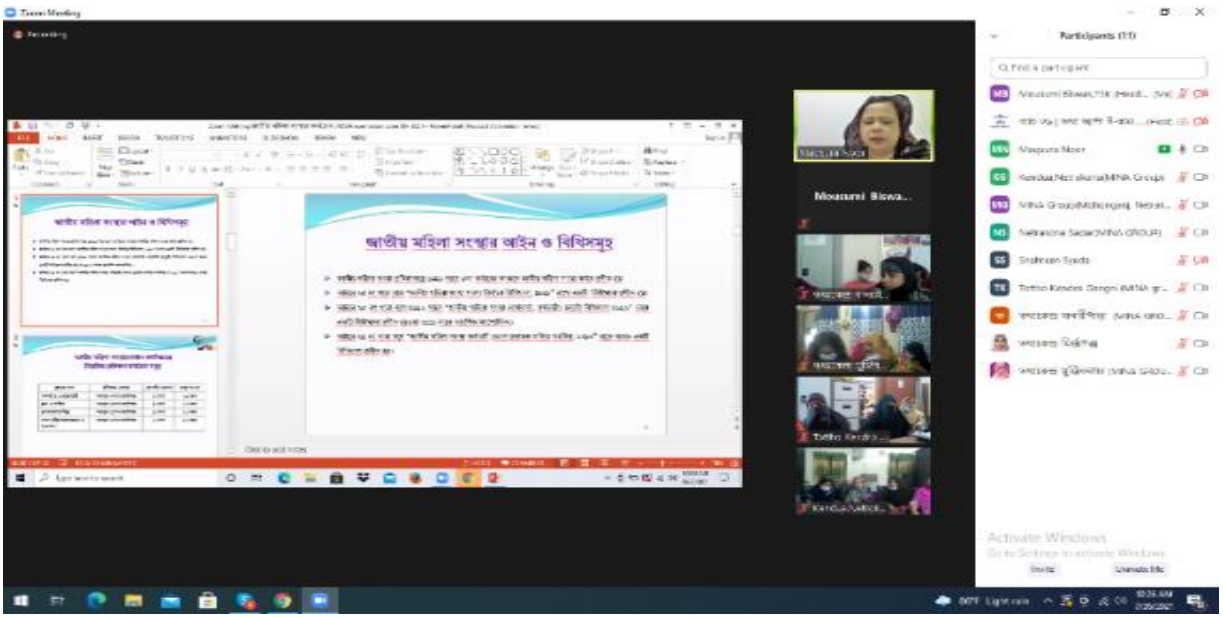

তথ্য আপা প্রকল্পের ২৮/০৬/২০২১ তারিখে জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

ওয়েব পোর্টাল, তথ্য ভান্ডার ও আইপি টিভি সংস্কার

গ্রামীণ সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা তথ্যআপা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় ৪৯০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা, আইনি পরামর্শ, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জেন্ডার বিষয়ে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো তথ্যআপা প্রকল্পের ওয়েব পোর্টাল, তথ্য ভান্ডার ও আইপি টিভি। প্রকল্পের আওতায় ওয়েব পোর্টাল, তথ্য ভান্ডার ও আইপি টিভি'র সংস্কার করা হয়েছে। প্রকল্পের আইপি টিভি নির্মাণ করে তা Bangladesh National Data Center এ হোস্ট করা হয়েছে। নিম্নোক্তURLএর মাধ্যমে সর্বজনীনভাবে accessকরা যাবে।

ই-কমার্স সহায়তা

তথ্য আপা প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে **তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ই-কমার্স সহায়তা** প্রদান। উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়)এর আওতায় একটি ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস পরিচালনার উদ্যোগ হিসেবে "**লাল সবুজ ডটকম**" প্ল্যাটফর্ম এর উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৮ই জুলাই ২০২১ তারিখেই-কমার্স মার্কেট প্লেস'লাল সবুজ ডটকম' এর উদ্বোধন করা হয়। প্লাটফর্মটিকে https://laalsobuj.com/ ডোমেইনে URLএর মাধ্যমে সর্বজনীনভাবে browse করা যাবে। মার্কেট প্লেইসটিতে প্রায় ১২০০০ উদ্যোক্তা সংযুক্ত হয়েছেন।

গ্রামীণ উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের ই-কমার্সে অন্তর্ভূক্তকরণের উদ্দেশ্যে একটি ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস তৈরি করা হয়েছে।মার্কেট প্লেসে বিক্রয়যোগ্য পণ্য নির্বাচন, পণ্যের গুনগত মান নির্ণয়, পণ্য সংগ্রহ, বাজার পর্যালোচনা, উদ্যোক্তা সংগ্রহ, উদ্যোক্তা ও ভোক্তা নিবন্ধন, বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্নকরণ, পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছানো, বিল পরিশোধ, মনিটরিং, ক্রেতার অনুসন্ধানের জবাব প্রদান, প্রচার, সার্বক্ষণিক কারিগরী সহায়তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী তথ্যআপা প্রকল্পে কর্মরত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথ্যআপাদের নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ই-কমার্সকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তৃণমূল নারীদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্যআপারা উপজেলায় উদ্যোক্তা নির্বাচন, তাদের মোটিভেশন প্রদান ও তাদের পণ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন কাজে সহায়তা করবে। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তারা এই প্ল্যাটফর্মে তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা এমপি
তথ্য আপা: ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস 'লাল সবুজ ডটকম' এর উদ্বোধন।

অনলাইন হাজিরা মেশিন ও পোর্টেবল সাউন্ড সিস্টেম ক্রয়ঃ

তথ্যআপা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক। বাংলাদেশের সকল উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা/ পর্যবেক্ষণের জন্য অনলাইন হাজিরা মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। তথ্যকেন্দ্রে উঠান বৈঠক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পোর্টেবল সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪৯২ টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯২ টি তথ্যকেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি তথ্যকেন্দ্রে ১টি করে অনলাইন হাজিরা মেশিন ও সাউন্ড সিস্টেমক্রয়পূর্বক তথ্যকেন্দ্রসমূহে ইন্সটলেশান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যারঃ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৪৯০টি তথ্যকেন্দ্রের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, বিভিন্ন রিপোর্ট, তথ্য আদান-প্রদান, সেবাগ্রহীতাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে RFP(ওপেন টেন্ডার)এর মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার এর ১২টি মডিউল তৈরী করা হয়েছে।

১৬.৩ নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" ১ম সংশোধন শীর্ষক প্রকল্পটি শহর অঞ্চলের দরিদ্র, দুঃস্থ, বিত্তহীন ও অনগ্রসর মহিলাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৮৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীতে ১০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অন্য ৬২টি জেলা শহরে ৬২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩টি উপজেলায় (ভৈরব, কালীগঞ্জ ও বাকেরগঞ্জ) ৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৭৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০টি বিভিন্ন ট্রেডে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রশিক্ষণ ঘাটতি পূরণের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ৯৯৮৩.০০ লক্ষ (নিরানব্বই কোটি তিরাশি লক্ষ) টাকা । প্রকল্প মেয়াদে মোট ৫৩৬০০ জন প্রান্তিক নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪৯৫০০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ৬৩৫০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে অর্থাৎ এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪২৩৫০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্য হতে ৪৫৯৩ জন উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে।

নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" এরমাধ্যমে বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহ

(১) সেলাই ও এমব্রয়ডারী, (২) ব্লক-বাটিক এন্ড স্ক্রীণ প্রিন্ট,
(৩) সাবান-মোমবাতি ও শোপিস তৈরী,
(৪) বাইন্ডিং এন্ড প্যাকেজিং, (৫) পোলট্রি উন্নয়ন,
(৬) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, (৭) চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী,
(৮) নকশী কাঁথা ও কাটিং, (৯) মোবাইল সার্ভিসিং এবং (১০) বিউটিফিকেশন।

এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ (চার) মাস। প্রতি ব্যাচে সকাল ও বিকাল ০২ শিফটে (২৫+২৫)=৫০জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানকালে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে উপস্থিতির ভিত্তিতে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

নকশী কাঁথা ও কাটিং প্রশিক্ষণ

সেলাই ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ

ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্ট প্রশিক্ষণ

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ

পোলট্রি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ

এই প্রকল্পের মাধ্যমে শহর অঞ্চলের দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন প্রান্তিক মহিলাদের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং দরিদ্র, দুঃস্থ ও বিত্তহীন মহিলাদের জাতীয় উন্নয়নে পুরুষের সমকক্ষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১৬.৪ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য়পর্যায়)

সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্ধুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় মহিলা সংস্থা জুন ২০১৫ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য়পর্যায়) গ্রহণ করেছেন।

- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২০
- প্রাক্কলিত ব্যয় (২য় সংশোধিত): ৯৯৩৪.১৫ লক্ষটাকা
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ: ১৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- জনবল : ৪১জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

দীর্ঘ মেয়াদী	স্বল্প মেয়াদী
বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানবসম্পদেপরিণত করা।	▶ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮৯,৫৫০ জন নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন। ▶ নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনে সহায়তা প্রদান করা। ▶ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে ৩০টি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং চাহিদা অনুযায়ী ১৪টি পার্লার স্থাপন করা। ▶ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা।

প্রকল্প এলাকা : (৩০ টি নির্বাচিত উপজেলা)

ঢাকা হেডঅফিস, মুন্সিগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, গজারিয়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর সদর, মোহনগঞ্জ, টাঙ্গাইল সদর ,হোসাইনপুর , পলাশ, নকলা, কসবা, সরাইল, কক্সবাজার, দেবিদ্বার, খাগড়ছড়ি সদর ,সুনামগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ সদর, বাকেরগঞ্জ, মির্জাগঞ্জ, ঝালকাঠি সদর, ভোলা সদর, গোদাগাড়ি, শিবগঞ্জ, খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি, যশোর সদর, পাটগ্রাম, মেহেরপুর সদর এবংপীরগঞ্জ।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণের বিষয় , মেয়াদ ও সংখ্যা:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	বিউটিফিকেশন	৬৫দিন	১৬,০০০
২	ক্যাটারিং	৬৫দিন	১৬,০০০
৩	ফ্যাশন ডিজাইন	৬৫দিন	১৬,০০০
৪	বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন	৬৫দিন	১৫,৫০০
৫	ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট মেনেজমেন্ট	৬৫দিন	৫৫০
৬	বিজনসে ম্যনেজম্যান্ট এন্ড ই-কর্মাস		২৫,৫০০
		মোট	৮৯,৫৫০

বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ,বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ:

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে ২৬টি জেলার ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৬টি বিষয়ে ৪৩৪ ব্যাচে মোট ১০,৮৫০ জন বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত নারীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী ৩০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিষয় ভিত্তিক প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ৬টি ট্রেডে মোট ৪৩৪ ব্যাচে ১০,৮৫০ জন বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০১৯-২০২০অর্থবছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি বিষয় ভিত্তিক অগ্রগতি :

ট্রেডেরনাম	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		ড্রপআউট	অর্জন
	ব্যাচ	সংখ্যা	ব্যাচ	সংখ্যা	-	
বিউটিফিকেশন	৮০ব্যাচ	২,০০০জন	৮০ব্যাচ	২,০০০জন	-	১০০%
ক্যাটারিং	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	-	১০০%
ফ্যাশন ডিজাইন	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	-	১০০%
বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন	৭৪ব্যাচ	১,৮৫০জন	৭৪ব্যাচ	১,৮৫০জন	-	১০০%
ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট মেনেজমেন্ট	০২ব্যাচ	৫০জন	০২ব্যাচ	৫০জন	-	১০০%
বিজনসে ম্যনেজম্যান্ট এন্ড ই-কর্মাস	১০৬ব্যাচ	২,৬৫০জন	১০৬ব্যাচ	২,৬৫০জন	-	১০০%
মোট	৪৩৪ব্যাচ	১০,৮৫০জন	৪৩৪ব্যাচ	১০,৮৫০জন	-	১০০%

প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান

দরিদ্র ও হত দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন আসা যাওয়া বাবদ ১০০ টাকা হারে যাতায়ত ভাতা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১অর্থবছরের ১০,৮৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

বিক্রয় কেন্দ্র

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়। আর্থসামাজিক অবস্থা ও উপযুক্ত সুযোগের অভাবে নতুন উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারেনা। তাই নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্য সারাদেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন ৩০টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়েছে।নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে ইষ্টার্ণ মল্লিকা শপিংকমপ্লেক্স-এ উন্মেষ নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রটি ১০(দশ) জন নারী উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

বিউটি পার্লারস্থাপন

প্রশিক্ষিত বেকার ও উদ্যোগী নারীদের জীবন জীবিকার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য হাতে কলমে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আত্মর্কমসংস্থানের জন্য সারাদেশে ১৪ টি বিউটি পার্লার স্থাপন করা হয়। ১.ঢাকা, ২. কক্সবাজার, ৩. খুলনা মেট্রোপলিটন, ৪.সরাইল, ৫. মুন্সীগঞ্জ, ৬. যশোর, ৭. কালিগঞ্জ, ৮. খাগড়াছড়ি, ৯. টাঙ্গাইল, ১০. বরিশাল, ১১. মেহেরপুর, ১২. চিতলমারী, ১৩.পটুয়াখালী এবং ১৪. রংপুর।

১৭. জাতীয় মহিলা সংস্থারকর্মসূচি

গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসুচি (২য় পর্যায়)

জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক “গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার (২য় পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে ৮৮৯.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পিপিএনবি এর আলোকে সংস্থার

নির্ধারিত ১৫টি জেলা/উপজেলা শাখায় উক্ত কর্মসূচির আওতায় ১৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ১৫টি সেন্টারে ৩০ জন করে মোট ৪৫০ জন শিশুকে দিবাকালীণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

১.	কর্মসূচিরনাম	:	গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসুচি (২য় পর্যায়)
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় মহিলা সংস্থা
৪.	কর্মসূচি পরিচালক	:	এ.কে.এম ইয়াহিয়া, সহকারী পরিচালক (অর্থ), জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫.	কর্মসূচি এলাকা	:	গাজীপুর জেলায় ২টি (টঙ্গী ও বাসন), কালীগঞ্জ উপজেলায় ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলায় ১টি (সদর), চট্টগ্রাম জেলায় ৩টি (বহদ্দারহাট, হালিশহর ও অক্সিজেন মোড়), সাভার উপজেলায় ৩টি (ইপিজেড, কর্ণপাড়া উলাইল ও আশুলিয়া), মানিকগঞ্জ জেলায় ১টি (জাগির), ঢাকা জেলায় ২টি (শেওড়াপাড়া/মিরপুর ও বাড্ডা/রামপুরা), কুমিল্লা জেলায় ১টি (ইপিজেড) ও রূপগঞ্জ উপজেলায় ১টি (তারাবো) মোট ১৫টি স্থানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়ে আসছে।
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারী ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০।
৭.	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	:	৮৮৯.৪২ লক্ষ টাকা।
৮.	কর্মসূচির মোট ব্যয়	:	৮৭০.৪০ লক্ষ টাকা (৯৮%)।
৯.	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	ক) গার্মেন্টস ও কারখানায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকেরা দুঃশ্চিন্তা ও অসুবিধা হতে দুরে থেকে যাতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে সেজন্য তাদের কর্মস্থলের আশে-পাশে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন তাদের শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে সযত্নে দেখা শোনার সুযোগ সৃষ্টি করা; খ) গার্মেন্টস ও কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের ১ থেকে ৬ বছর বয়সের সন্তানদের জন্য ১৫টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা; গ) শিশুদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা পদ্রান, অক্ষরজ্ঞান দান, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলস্রোতধারায় পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
১০.	উপকারভোগীর সংখ্যা	:	১৩৫০ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান।
১১.	সেশনসমূহ	:	প্রতি মাসে প্রতিটি সেন্টারে ৩০ জন করে ১৫টি সেন্টারে মোট ৪৫০ জন শিশুকে সকাল ৮.০০ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত দিবাকালীন মায়ের আদরে পরিচর্যা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, অক্ষরজ্ঞান দান, পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠন, সুষ্ঠু পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শিশুদের বিনামূল্যে দৈনিক ৩ (তিন) বার সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহসহ শিশুদের মাঝে স্বদেশ প্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাকশিক্ষা দানের মাধ্রমৈ বিদ্যালয়মূখী করণ করা হয়।

সংস্থার মাননীয় চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী পরিচালক মহোদয়
গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন।

জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয়কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা ও ৫০ উপজেলা কার্যালয়ে কার্যক্রম করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় :

(১) সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবংস্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে অফিস পরিচালনা করা।
(২) বাধ্যতামূলক মাস্ক,হ্যান্ড গ্লাবস ও হ্যান্ডসেনিটাইজার ব্যবহারকরা।
(৩) নিয়মিত অফিস প্রাঙ্গণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবানু মুক্ত রাখা।
(৪) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলত্যাগ না করা।
(৫) সরকার/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

৭. মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ

৭.১ নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামঃ

বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম এর ৪র্থ পর্ব জুলাই ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্পের সহযোগী মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এই ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্পটি বিগত জুলাই ২০০০ খ্রি: হতে চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী:

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতনে সহিংসতা হ্রাস করা এবং সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে:

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সমন্বিত গুনগতমানসম্পন্ন, দক্ষ ও টেকসই সেবা প্রদান।
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সচেতন করে এতসংক্রান্ত সেবাসমূহ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সমন্বিতভাবে ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স এর কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বহুমূখী সমন্বিত কৌশলের মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) বাস্তবায়ন করা।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আইন ও পদ্ধতি সংস্কারে সহায়তা করা।

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩১৯৩.৫৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭৮৫১.৩৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৩৪২.২৩ লক্ষ টাকা) । ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ২১০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৪০০.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০০.০০ লক্ষ টাকা)।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

১। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)(১৩)

প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর, কক্সবাজার, বগুড়া, পাবনা, নোয়াখালী ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশী ও আইনী সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, আশ্রয়সেবা এবং ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ওসিসি হতে প্রদান করা হয়। শারীরিক, যৌন এবং দগ্ধ এই তিন ধরণের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে ওসিসি হতে সেবা প্রদান করা হয়। শুরু হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৪৭২৮১ জন নারী ও শিশুকে ওসিসিসমূহ হতে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৪৭৬০ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরো একটি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু হবে। পাশাপাশি যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায় ওসিসি স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল (৬৭)

দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবাপ্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। সেলসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ৮৭৪৯২ জন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে মোট ১৮৭৪৬ জন বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রযোজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩। ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘৃণ্যতম অপরাধ যেমন ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি দমনে এই ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা যেমন পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্বের প্রমাণ, বিদেশে অধিবাসী হতে ইচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা অথবা বংশের ধারা প্রমাণ এবং বিভিন্ন দুর্যোগে ও দুর্ঘটনায় নিখোঁজ, মৃত মানুষের পরিচিতি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিচার ব্যবস্থায় এবং আইন প্রয়োগকারী সহায়তা সংস্থাকে সাহায্য করা ছাড়াও এই ল্যাবরেটরী তাজরীন ফ্যাশন্স এর অগ্নিকান্ডের ঘটনা এবং রানা প্লাজা ধসে অজ্ঞাত মৃতদেহ শনাক্তকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০০৬ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৬৯৭০ টি মামলার প্রেক্ষিতে ২৫০৩০ টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১০৭০টি মামলার প্রেক্ষিতে ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪। বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী (৭)

দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবরেটরীসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গৃহীত মামলার নমুনা সংগৃহীত করে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীতে ডিএনএ পরীক্ষা জন্য প্রেরণ করে। ২০০৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৫০৩৭টি এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১১৪৬ টি মামলার প্রেক্ষিতে ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার (১)

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তাকে অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রোগ্রামের উদ্যোগে ঢাকায় ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টার হতে সকল ধরণের নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার প্রসার ঘটানোর জন্য ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার নানাবিধ সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ওসিসি, ডিএনএ ল্যাবরেটরী, সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকসহ মোট ৩৮৩০ জনকে কাউন্সেলিং সম্পর্কিত সচেতনতা, মৌলিক দক্ষতা, কমিউনিটি এবং সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগস্ট ২০০৯ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এই সেন্টার হতে মোট ১৭৯০ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এই সেন্টার হতে মোট ১২৫ জন নারী ও শিশুকে বিভিন্ন সেশনের মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছরবিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ১০ অক্টোবর তারিখে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে।

৬। রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার (৮)

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর মনোসামজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসকল সেন্টার হতে ২০১৭ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩৯৯৫ জনকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এইসকল সেন্টার হতে মোট ৩৪৬৭ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

৭। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার

প্রকল্পের আওতায় ১৯ জুন ২০১২ খ্রিঃ তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারে টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা পেয়ে থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশ ফোন ভিকটিম ও তার পরিবারের সদস্যগণ তথ্য জানার জন্য করেন। এছাড়া আইনী, চিকিৎসা, মানসিক কাউন্সেলিং এর সহায়তা পাওয়ার জন্যও অনেকে ফোন করেন। এই সেন্টারে যে সকল ভিকটিম ফোন করেছেন তাদের অধিকাংশই শারীরিক, যৌন, মানসিক নির্যাতনের শিকার। পাশাপাশি বিভিন্ন রকম আর্থিক সাহায্য, প্রশিক্ষণ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তার জন্যও অনেকে ফোন করেন। এই হেল্পলাইন সেন্টার যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। জুন ২০১২ হতে জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এই হেল্পলাইন সেন্টারে মোট ৪৮৪৮১৩৫ টি ফোন গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ হতে মোট ১০৫২০৫৮ টি কল গ্রহণ করা হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৪-৫ হাজার কল রিসিভ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে আইভিআর সেট করা এবং অপ্রয়োজনীয় ফোন বিশেষ করে তথ্য ও সেবা ৩৩৩ থেকে আগত কল বাদ দেয়াতে ২৫০০-৩০০০ কল গ্রহণ করা হয়। ২০২১ সালের ৩য় শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তুকে ১০৯ এবং এর সুবিধাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। সকল সরকারী ওয়েবসাইটে ১০৯ আপলোড করা হয়েছে।

৮। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মোবাইল অ্যাপস ‘জয়’

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় স্মার্টফোনে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপস ‘জয়’ তৈরী করা হয়েছে। যখন নারী কিংবা শিশু নির্যাতনের শিকার হতে যাচ্ছেন তখন এই অ্যাপসটি ক্লিক করলে তাৎক্ষণিকভাবে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (টোলফ্রি হেল্পলাইন ১০৯) এবং অ্যাপসে প্রদত্ত ৩টি এফএনএফ নম্বরে জিপিএস লোকেশনসহ ম্যাসেজ চলে যাবে। সাথে সাথে হেল্পলাইনের কর্মকর্তাগণ ভিকটিমকে সহায়তার জন্য পুলিশ ও অন্যান্যদের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এই অ্যাপস স্বয়ংক্রিয়ভাবে কথোপকথন সংরক্ষণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ছবি তোলে। পাশাপাশি আলাপচারিতা ও ছবি নির্ধারিত সার্ভারের মাধ্যমে ১০৯ বরাবর পৌঁছে যায়। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪৯৪৩ জন অ্যাপসটি ইনস্টল করেছেন এবং ১৪৫৫ জনকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ৩২৭ জন অ্যাপসটি ইনস্টল করেছেন এবং মোবাইল অ্যাপস জয় হতে ১৩৯জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯। রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং সমন্বিত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় কুতুপালং এ ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল, রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং কুতুপালং এবং বালুখালীতে ১৩টি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭ এর অক্টোবর হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪৯,২৪৯ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৭৬৪৩ জন রোহিঙ্গা নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

১০। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

প্রকল্পের বিভিন্ন কাযর্ক্রমের উপর ব্রশিউর, লিফলেট, প্রকাশনা দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে বিতরণ করা হয়। ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ ও ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার কর্তৃক অনলাইন/টেলি কাউন্সেলিং সেবা সংক্রান্ত টিভি স্ক্রল তৈরী এবং টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ওসিসি, ডিএনএ ল্যাবরেটরী, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার, জয় মোবাইল অ্যাপস ইত্যাদির উপর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও এ সংক্রান্ত কমর্শালা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬দিন ব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধপক্ষ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রকল্পের উদ্যোগসমূহ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের কার্যক্রম করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ও স্বাভাবিক ভাবেই চলমান ছিল।
- ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন বা এসএমএস এর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সর্ম্পকিত সহায়তা প্রদান করা হয়। ১০৯ হেল্প লাইন করোনা ভাইরাস সম্পকিত সরকারী ওয়েব সাইটে আপলোড ও জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩ এর সাথে সমন্বয় করা হয়েছে ফলে সরাসরি চিকিৎসকের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ও একই সাথে মা টেলিহেলথ সেবা চালু করা হয়েছে। জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১০৯ মোট ১১৯০২টি করোনা সংন্ত্রান্ত ফোন রিসিভ করে।
- মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদানের জন্য ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীগণ প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত অনলাইন ও টেলি-কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'সাইকোস্যোসাল সাপোর্ট ফর করোনা ভাইরাস' নামে ফেইস বুকের মাধ্যমে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান চলছে।
- প্রচার প্রচারণা জোরদার করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল হেল্প লাইন ১০৯ এর লোগো সম্বলিত কাপড়ের মাস্ক তৈরী করে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদেও নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হয়।
- ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ ও ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার কর্তৃক অনলাইন/টেলিকাউন্সেলিং সেবা সংক্রান্ত টিভি স্ক্রল তৈরী এবং টেলিভিশনে প্রচার করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম : নারী নির্যাতন ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ,বাল্য বিয়েরোধে কার্যক্রম, আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দিবস উদযাপন, অভ্যন্তরীন গবেষণামূলক কার্যক্রমসহ আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী।

৭.২ Accelerating Protection for Children (APC) প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়ঃ ১১৫০৬.৪৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৬৬.৩৮ ও ইউনিসেফ ১০৮৪০.১০ লক্ষ টাকা)
প্রকল্প এলাকা: ২৬জেলা (জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বান্দরবন, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, চাপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুণা, গাজীপুরএবংময়মনসিংহ)

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
ক) লক্ষ্যঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ২০১৭-২০২০ এর আওতায় শিশু সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে অভীষ্ট এলাকার শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, শোষণ এবং অবহেলার বিষয়ে সাড়াদানের মাধ্যমে উন্নত ও ন্যায় সংগত প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ
০১: পরিবার ও স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরী বিশেষ করে যারা সবচেয়ে বেশী সুবিধা বঞ্চিত (প্রতিবন্ধী বা শহরের দরিদ্র পরিবারে বসবাসরত, বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ও দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় বসবাসরত) তাদের সুরক্ষা প্রদান যেন তারা নিরাপদে উন্নত সামাজিক সেবাগুলো উপভোগ করতে এবং ইতিবাচক আচরণ করতে সমর্থ্য হয়।
০২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স উপযোগী ছেলে ও মেয়েদের বিশেষ করে দূর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ছেলে মেয়েদের জন্য সমব্যবস্থাপূর্ন, সুস্থ, নিরাপদ এবং স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেন তারা ন্যায় সংগতভাবে শিখতে পারে।
০৩: বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের (বিশেষ করে যারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা বঞ্চিত) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা স্থিতিশীল এবং সামাজিক পরিবর্তনের সক্ষম প্রতিনিধি হিসাবে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে উচ্চমানের মৌলিক সামজিক সেবাগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।
০৪: নীতি পরিবেশ ও জাতীয় / স্থানীয় পর্য়ায়ের কর্ম ব্যবস্থাগুলো সমৃদ্ধকরণ এবং জ্ঞান ও বাস্তবাতার আলোকে ন্যায় সংগতভাবে শিশু অধিকার অনুধাবন এবং কার্যকর করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ
ক)কিশোর কিশোরী ক্ষমতায়ন

কাজের নাম লক্ষ্য মাত্রা অর্জন মন্তব্য
কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা ২১০০ ক্লাবের মাধ্যমে ৮০০০০ কিশোরীকে ক্ষমতায়ন করা প্রকল্পের আওতায় ২১০০ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। ৮০০০০ কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আওতাধীন রয়েছে। তাদের জীবন দক্ষতা, শিশু উন্নয়ন, যোগসূত্র, নেতৃত্ব বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যদের মধ্য হতে বাছাইকৃত চৌকস ২ জন কিশোর-কিশোরী এই ক্লাসগুলো পরিচালনা করে থাকে। তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া কোন কোন ক্লাবে বই পড়া, শরীর চর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনার জন্য Standardized Adolescent Empowerment Package তৈরী এগারোটি Thematic area-র উপর ভিত্তি করে পাঠ সামগ্রীর একটি প্যাকেজ প্যাকেজটির খসড়া পাঠ সামগ্রী সম্পন্ন করে পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। মাঠ পরীক্ষার কাজ শুরু হবে।

মাঠ পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ ইউনিসেফ সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা পর্যালোচনাকরতঃ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করে ২০২১ সালের ১ম প্রান্তিকে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জমা দেয়া

সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন, পরিচালনা ও শক্তিশালীকরণ ৩০০ ৪৫০ টি সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।

বাল্য বিবাহ, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম ও বিদ্যালয় হতে ঝড়ে পরা রোধকল্পে প্রকল্পভুক্ত উপযোগী কিশোর-কিশোরীকে স্টাইপেন্ড প্রদান ৭,৫৪৫ জন কিশোর-কিশোরী প্রকল্পভূক্ত ৩৩৬ জন কিশোর-কিশোরীকে ১৫,০০০/- টাকা হারে স্ট্যাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তারা আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সমৃক্ত হয়ে পরিবারকে সহায়তা করছে

সাঁতার বিষয়ক প্রশিক্ষক তৈরি এবং শিশুকে সাঁতার শেখানো;১০০০ জন প্রশিক্ষক তৈরী; ১০০০০০০শিশু কিশোরকে সাঁতার শেখানো ১০০০ জন শিশু-কিশোরকে সাঁতার শেখানো হয়েছে

ক্লাবভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিক্ষামুলক মোবাইল অ্যাপস (ডিজিটাল প্লাটফর্ম) তৈরী ও তার ব্যবহার ১ টি অ্যাপস অ্যাপস তৈরী সম্পন্ন হয়েছে এবং ভোলায় মাঠ পরীক্ষা করা হয়েছে

শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার ৯০০০০ শিশু-কিশোরদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার বিষয়ক ওরিয়েনটেশন প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ

কাজেরনাম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মন্তব্য

ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে ক্ষতিকর সামাজিক রীতি নীতি ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ টিভি সিরিয়াল ও টিভি স্পট নির্মাণ • প্রথম পর্যায়ে “ইচ্ছেডানা” টিভি ড্রামা সিরিয়ালের ২৬ পর্বের নির্মাণ ও ৫টি টিভি চ্যানেলে প্রচার সম্পন্ন হয়েছে

- ২য় পর্যায়ের ২৬ পর্বের সিরিয়াল ৫টি টিভি চ্যানেলে প্রচারহচ্ছে
- ৩য় পর্যায়ের ২৬ পর্বের সিরিয়াল নির্মাণের গল্প লেখার কাজ চলমান রয়েছে।
- টিভি স্পট টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচারিত হচ্ছে

ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন এর প্রভাব মূল্যায়ন

২ টি গবেষণা ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন এর প্রভাব মূল্যায়নে বেজলাইন ও ইন্ডলাইন জরীপের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে এবং তা যথারীতি পেশ করা হবে।

শিশু বিবাহ, শিশু শ্রম, শারীরিক শাস্তি এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রথার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;

২৬৭,৫০০ জন মানুষের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

উঠান বৈঠক, পথ নাটক, মা সমাবেশ, টিভি ড্রামা সিরিয়াল এবং প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে,এরফলে৩২০,০০০ জন মানুষউপকৃতহয়েছে

শিশুর প্রতি নির্যাতন, শোষণ এবং ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে অভিভাবক এবং সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের “শিশু উন্নয়ন” “যোগসূত্র” স্থাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে পিতামাতাকে সন্তান লালন-পালন বিষয়ে “শিশু উন্নয়ন’ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি;

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও গুণগত সেবা প্রদান

কাজের নাম লক্ষ্য মাত্রা অর্জন মন্তব্য

কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মানব সম্পদ তৈরী • ১০০ মাষ্টার ট্রেইনার তৈরী (মশিবিম কর্মকর্তা)

- ৪০০ ফ্যাসিলিটেঁর (মশিবিম মাঠ কর্মকর্তা)
- ৭০০০ জন পিয়ার লিডার • ৪৫০০ পিয়ার লিডারকে জীবনদক্ষতামূলকবিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- ৬০ জন জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ৪ জন মশিবিম কর্মকর্তাকে জিআইএস ম্যাপিং ওঅনলাইন মনিটরিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার সিআরএফ এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার মোট ২৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

কিশোর - কিশোরীদের মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান ৪৯জনসিআরএফকেমনো-সামাজিকসহায়তাবিষয়েপ্রশিক্ষণপ্রদানকরাহয়েছে।

প্রকল্প ভুক্ত এলাকার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ ৫৬ জন কর্মকর্তা ৫৬ জন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয়েছে

প্রকল্পে নিয়োগকৃত সিআরএফদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান ৪৫ জন সিআরএফ ৪৫ জন সিআরএফ কে প্রকল্প, শিশু সুরক্ষা, সরকারী বিধিবিধান ও তাদের দায়িত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কিশোর - কিশোরীদের মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান ৪৯ জন সিআরএফ ৪৯ জন সিআরএফ কে মনো-সামাজিক সহায়তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিশু-কিশোর বান্ধব আইন/নীতি প্রণয়নে সহযোগিতা

কাজের নাম লক্ষ্য মাত্রা অর্জন মন্তব্য

জাতীয় কিশোর – কিশোরী কৌশল পত্র প্রণয়ন একটি কৌশল পত্র ও এর অপারেশনাল গাইড লাইন প্রণয়ন • মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- বিষয়টির কারিগরীদিক পরিক্ষা-নিরিক্ষার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিঃসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) মহোদয়ের নেতৃতে একটি কারিগরী কমিটি কাজ করছে। এই কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মাঠ জরিপের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কারিগরী প্রতিবেদন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং আলোচ্য কৌশলপত্রের ধারণা পত্রের কাঠামো তৈরি হয়েছে।
- কৌশলপত্রটি প্রণয়নে Oxford Policy Management ও the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

পরীবিক্ষণ ও শিখন ব্যবস্থাপনা

কাজের নাম লক্ষ্য মাত্রা অর্জন মন্তব্য

কিশোর কিশোরী ক্লাবের জিআইএস ম্যাপিং, ওয়েব পোর্টাল তৈরী ও অনলাইন মনিটরিং

- এপিসি প্রকল্পভুক্ত ২১০০ ক্লাবের জিআইএস ম্যাপিং
- ১টি ওয়েব পোর্টাল তৈরী
- এপিসি প্রকল্পসহ ও অন্য প্রকল্পের ক্লাবের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য কিশোর-কিশোরী ক্লাব নামক অ্যাপস তৈরী
- পাইলট ভিত্তিতে ভোলা জেলার ৯০০ ক্লাবে জিআইএস ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে।
- অ্যাপস ও ওয়েব পোর্টাল তৈরী সম্পন্ন হয়েছে
- প্রাথমিকভাবে ভোলা জেলায় উক্ত কার্যক্রম চালু করার কাজ প্রক্রিয়াধীন

পিএসসি ও পিআইসি-র সভা পিএসসি-র ২ টি ও পিআইসি-র ৪ টি সভা • পিএসসি-র ২টি ও পিআইসি-র ৩টি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক কাযক্রম ও অগ্রগতি পযালোচনা করা হয়।

সুপারভিশন ও মনিটরিং কমিটির সভা • উপপরিচালক , মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নেতৃত্বে জেলা পযায়ে প্রকল্পের কাযক্রম সুপারভিশন ও মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে তদারকি হচ্ছে।

প্রকল্প সদর দপ্তর, ইউনিসেফ ঢাকা অফিস ও জোনাল অফিস এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মনিটরিং

• প্রকল্প সদর দপ্তর, ইউনিসেফ ঢাকা অফিস ও জোনাল অফিস এবং বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয়।

দূর্যোগ কালীন শিশু সুরক্ষা

কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
শিশু সুরক্ষা বিষয়ক জাতীয় ক্লাষ্টার গঠন ও পরিচালনা	১টি	চলমান রয়েছে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (শিশু ও সমন্বয়) মহোদয়ের নেতৃত্বে এই ক্লাষ্টার কাজ করছে
জেলা পর্যায়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, তার কর্মপরিধি নির্ধারণ ও শক্তিশালীকরণ	১৩টি	চলমান রয়েছে	জেলা পর্যায়ে ওয়ার্কিং গ্রপ গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মহোদয়কে মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, কাজটি চলমান রয়েছে
ক্লাষ্টার সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫০ জন ক্লাষ্টার সদস্যের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫০ জন ক্লাষ্টার সদস্যের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
শিশু বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন এবং Ability Based Learning বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ টি শিশু বান্ধব কেন্দ্র	৪০০০ শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।	২৪ টি শিশু বান্ধব কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭.৩ কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প

কর্ম এলাকাঃ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮ টি বিভাগের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলা, ৩৩০ টি পৌরসভা এবং ৪৫৫৩ টি ইউনিয়নে মোট ৪৮৮৩ ক্লাব।

 উদ্দেশ্যঃসমাজের বিভিন্ন স্তেরের প্রান্তিক কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ সক্ষম করা এবং Sexual & Reproductive Health and Rights (SRHR) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করা। সেই সাথে ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সম্পর্কে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়ন করা।

 কার্যক্রমঃ

১। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় ৪৮৮৩ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা।

২। ২৯৫২ জন (প্রতি উপজেলায় ২জন করে ৩ বছরে) নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা এবং তারেদকে ৩ দিনব্যাপি স্যানিটারী টাওয়েল প্রস্তুতকরণ বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১ (এক) দিনের কর্মশালার আয়োজন।

৩। ক্লাব পরিচালনার মাধ্যমে ৪৩৯৪৭০ জন কিশোর-কিশোরীদের কে ক্লাবের আওতায় এনে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন।

৪। প্রকল্পের আওতায় ৪৮৮৩ জন সঙ্গীত শিক্ষক, ৪৮৮৩ জন আবৃত্তি শিক্ষক, ১০৯৫ জন জেন্ডার প্রোমোটার ও ১২৮ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ প্রদান।

৫। প্রতি ক্লাবে ১ (এক) জন করে ৪৫৫৩ জন মহিলা ইউপি সদস্য ও ৩৩০ জন মহিলা কাউন্সিলর ক্লাব কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ প্রদান।

৬। জাতীয় দিবস উদযাপন (২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ মার্চ, ২৬ শে মার্চ, ১৫ আগস্ট ও ১৬ ডিসেম্বর)।

৭। জাতীয় পর্যায়ে ৩ বার (প্রতি বছরে ১ বার) কিশোর-কিশোরী সেমিনারের আয়োজন।

৮। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেলে প্রতি মাসে ২ টি অনুষ্ঠান প্রচার।

৯। উপজেলা পর্যায়ে বছরে ১ বার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

১০। প্রকল্প মেয়াদে ০৩ এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন
(শ্রীলংকা/ভারত/মালদ্বীপ/মালয়েশিয়া/থাইল্যান্ড/সিংগাপুর/ফিলিপাইন/কম্বোডিয়া/ভিয়েতনাম)।

১১। প্রতিটি ক্লাবে বাদ্য যন্ত্র হিসাবে (১ টি হারমোনিয়াম ও ১ টি তবলা) এবং প্লাস্টিক ম্যাট ১ টি, বুকসেলফ ১ টি, হোয়াইট বোর্ড ১ টি, পিন বোর্ড ১ টি, সাইনবোর্ড ১ টি, সিলিংফ্যান (প্রতি ক্লাবে ২ টি), টেবিল ও চেয়ার (প্লাস্টিক)-(২+৬)=৮টি, ফাইল ক্যাবিনেট ১ টি, স্টীল আলমিরা ১ টি।

- মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।
- মোট বাজেটঃ ৫৫১৫৬.২৭ লক্ষ টাকা।
- ১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটঃ ১২৩৭১.৮১ লক্ষ টাকা।
- অগ্রগতিঃ

১।১ (এক) জন প্রকল্পপ রিচালক ও১ (এক) উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান।

২।২ (দুই) জন হিসাবরক্ষক নিয়োগ প্রদান।

৩।২ (দুই) জন অফিস সহকারী কামকম্পিউটার অপারেটর নিয়োগ প্রদান।

৪।১২৮ (এক শত আটাশ) জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ প্রদান।।

৫।১০৯৫ (এক হাজার পচানব্বই) জন জেন্ডার প্রোমাটার নিয়োগ প্রদান।।

৬।২৯২২ (দুই হাজার নয়শত বাইশ) জন সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগ প্রদান।।

৭।২৮১৪ (দুই হাজার আট শত চৌদ্দ) জন আবৃত্তি শিক্ষক নিয়োগ প্রদান।

৮।৪৮৮৩ (চার হাজার আট শত তিরাশি) জন ক্লাবকো-অর্ডিনেটর নিনিয়োগ প্রদান।।

৯।৪৮৮৩ (চার হাজার আটশত তিরাশি) টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন (ক্লাব পরিচালনার জন্য)।

১০।১৪৬৪৯০ (এক লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার চার শত নব্বই) জন ক্লাব সদস্য নির্বাচন।

১১।ক্লাব পযায়ে আসবাবপত্র প্রদান (২০১৮-১৯অর্থবছর)।

১২।প্রকল্প অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় (২০১৮-১৯অর্থবছর)।

১৩।১ (এক) টি জীপও২ (দুই) টিমাইক্রোবাসক্রয়।

৭.৪ আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্প

পটভূমি : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন" ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায়" প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অন্যতম কম্পোনেন্ট হচ্ছে; প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এককালীন নগদ সহায়তা প্রদান, যার মাধ্যমে অতিদরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র মুক্তি ঘটবে। প্রকল্পটি চলমান ভিজিডি কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ দূরিকরণে সহায়তা করবে। জানুয়ারী ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত আইসিভিজিডি'র পাইলটিং প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সফলতার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইসিভিজিডি প্রকল্পটির প্রণীত কার্যক্রম বিস্তৃত আকারে বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ ৪০ হাজার অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলার মধ্য হতে ১ লক্ষ ভিজিডি মহিলাকে উপকারভোগী হিসাবে বাছাই করা হবে।

প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে বিবিএস, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির জরিপ এবং উপকারভোগী নির্বাচনে বিবিএস এর ২০১৫ সালের এইচ আই ই এস (HIES) ২০১৫ এর সার্ভে অনুসরন করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলাসমূহ নির্বাচনে নদী ভাংগন এলাকা, চর এলাকা, যানবাহন স্বল্পতা এবং অকার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অধিক বেকারত্ব এবং বন্যা, খরা, সাইক্লোন এবং টর্নেডো প্রবন এলাকাকে বিবেচনা করা হয়েছে। চলমান আইসিভিজিডি প্রকল্পে আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এ প্রোগ্রামের আওতায় এক লক্ষ অতিদরিদ্র মহিলার দারিদ্র মুক্তি ঘটবে।

প্রকল্পের নাম : ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায় প্রকল্প।
প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ৩১৭২৭.২৬ লক্ষ টাকা; (জিওবি: ৩০০৫৩.৩৮লক্ষ টাকা, পিএ: ১৬৭৩.৮৮লক্ষ টাকা)।
প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ইং থেকে জুন ২০২২ ইং
প্রকল্প পরিচালকের নাম : মো: মুহিবুজ্জামান।
পদবী : যুগ্মসচিব (শিশু ও সমন্বয় উইং), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।
ফোন নং : ০১৭১১১৮০৩০২
ই-মেইল : mmuhib@gmail.com
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
১। অতি দরিদ্র মহিলাদের এবং তাদের পরিবারকে স্থায়ীভাবে অতি দারিদ্রতা থেকে উত্তরনে সহায়তা করা।
স্বল্প মেয়াদী:
২। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ১০০০০০ অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে ভিজিডি চক্রের আওতায় খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে টেকসই জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩। ১০০০০০ অতিদরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করা ও উদ্যোক্তা হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ প্রহনের সুযোগ তৈরী করে দেয়া।
৪। ১০০০০০ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা ও তাদের পরিবারকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহনের অভ্যাস তৈরী করা।
৫। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নয়ন সাধন করে অতিদরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারকে টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে রুপান্তর করা।
উদ্যোগী মন্ত্রনালয়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি।

কর্মএলাকা: ৬৪ জেলার ৬৪ উপজেলা।

উপকারভোগীদের প্রাপ্য উপকরণ সুবিধা

১. ১০০০০০ জন দরিদ্র মহিলা কে প্রতিমাসে সিলযুক্ত ব্যাগে ৩০ কেজি পুষ্টি চাল প্রদান।

২. নিবিড় প্রশিক্ষণ : ৯টি মডিউলে উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক, জীবন দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
৩. ১০০০০০ জন উপকারভোগী প্রত্যেক কে ব্যবসা শুরু মূলধন হিসেবে ১৫০০০/- টাকা অনুদান তার নিজস্ব ব্যাংক হিসেবে ইএফটির মাধ্যমে প্রদান ।

২০১৯-২০২০অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ:২২১৮.৬৫লক্ষটাকা; জিওবি: ২০০০.৯০লক্ষটাকা; পিএ: ২১৭.৭৫লক্ষটাকা।
২০১৯-২০২০অর্থবৎসরের ব্যয়:১৮৫.৩৩লক্ষটাকা; জিওবি: ০.০০লক্ষ টাকা; পিএ: ১৮৫.৩৩লক্ষটাকা।

আইসিভিজিডি ২য় পর্যায় প্রকল্পের কর্ম এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা
খুলনা	বাগেরহাট	চিতলমারি
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	যশোর	চৌগাছা
	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর
	চুয়াডাঙ্গা	ডামুরহূদা
	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা
	মাগুড়া	মোহাম্মদপুর
	নড়াইল	কালিয়া
	কুষ্টিয়া	খোকশা
	মেহেরপুর	গাংনী
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী
	কক্সবাজার	উখিয়া
	বান্দরবান	থানচি
	রাঙ্গামাটি	বিলাইছড়ি
	খাগড়াছড়ি	রামগড়
	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ
	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	নাসিরনগর
	চাদঁপুর	মতলবদক্ষিন
	নোয়াখালী	সুবর্নচর
	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর
	ফেনী	সোনাগাজী
ঢাকা	গাজীপুর	কালীগঞ্জ
	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর
	নারায়নগঞ্জ	সোনারগাঁও
	নরসিংদী	পলাশনতুন
	মুনসীগঞ্জ	মুনসীগঞ্জ সদর
	টাংগাইল	নাগরপুর
	ফরিদপুর	শালথা
	রাজবাড়ী	কালুখালী
	শরিয়তপুর	গোসাইরহাট
	মাদারীপুর	শিবচর
	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর
	ঢাকা	নবাবগঞ্জ

ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ
	শেরপুর	শেরপুর সদর
	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন
	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ
সিলেট	সিলেট	কানাইঘাট
	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর
	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	জুরি
রাজশাহী	রাজশাহী	গোদাগাড়ী
	নওগাঁ	পোরশা
	চাপাইনবাবগঞ্জ	চাপাইনবাবগঞ্জ সদর
	বগুড়া	শেরপুর
	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি
	পাবনা	বেড়া
	নাটোর	লালপুর
	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর
রংপুর	রংপুর	গঙ্গাছড়া
	কুড়ীগ্রাম	চররাজিবপুর
	লালমনিরহাট	হাতিবান্ধা
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
	গাইবান্ধা	সাঘাটা
	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
বরিশাল	বরিশাল	মুলাদি
	পিরোজপুর	নাজিরপুর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর
	বরগুনা	আমতলী
	ভোলা	ভোলা সদর

৭.৫ “উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্প।

০১। প্রকল্পের নাম : “উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্প।

০২। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং UNDP বাংলাদেশ।

০৩। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৪।

০৪। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৭,৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা।

জিওবি: ৬,৭১৬.০০ লক্ষ টাকা।

বৈদেশিক সাহায্য: ২০,৯৭০.৭১ লক্ষ টাকা।

০৫। উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট লবণাক্ততার ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা এবং জীবিকার মান উন্নয়ন করা।

০৬। প্রকল্পএলাকা : খুলনা জেলার তিনটি উপজেলা (দাকোপ, কয়রা, পাইকগাছা) ও সাতক্ষীরা জেলার দুই টি উপজেলা (শ্যামনগর, আশাশুনি)

০৭। উপকারভোগী : ৪৩,০০০ জন নারীদের জীবিকা সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।

৫৫,০০০ টি পরিবারের ২,৪৫,৫১৬ জন মানুষের লবনাক্ততামুক্ত ও দুর্যোগ সহনশীল পানি সরবারাহের ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে বছর ব্যাপী সুপেয় পানি নিশ্চিত করা হবে।

০৮। ২০১৯-২০অর্থবছরে বরাদ্দ : জিওবি: ২০০.০০ লক্ষ টাকা।

বৈদেশিক সাহায্য: ২৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

০৯। ২০১৯-২০অর্থবছরে ব্যয় জিওবি: ৭.৭১ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২২%

বৈদেশিক সাহায্য: ৬০৭.৫৭ লক্ষ টাকা।

১০। ২০১৯-২০অর্থবছরে অর্জন : ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ০৫মার্চ, ২০২০ তারিখে মাসে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অংশের প্রথম পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রক্রুপের খুলনা আঞ্চলিক অফিস ভাড়া করা হয়েছে। তবে করোনা প্রাদুর্ভাবের কারনে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি । প্রজেক্ট এরিয়ায় ঘুর্নিঝড় আম্ফানের ইমপ্যাক্ট অ্যাসেস করা হয়েছে। সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপকারভোগীদের বিতরণের উদ্দেশ্যে ১ ৩৩০৮ টি পানীর ট্যাংক ক্রয় করা হয়েছে।

৭.৬ ''সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার, মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হোস্টেল নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকাঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম
নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী
গাজীপুর	কালীগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার
পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া

বাস্তবায়ন কালঃ ক) শুরুঃ জুলাই' ২০১৪ খ) সমাপ্তঃ জুন' ২০২১।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

প্রকল্পের অর্থায়নঃ

(শুরু থেকে জুন' ২০২০ পর্যন্ত) আর্থিক অগ্রগতি

মোট (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব	মোট	আর্থিক	বাস্তব
৩৯৪০.১৪	৩৯৪০.১৪	৭৫.০৫%	২৫০.২৮	২৫০.২৮	৪.৭৭%

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

০১।বৃত্তিমূলক মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে অনগ্রসর নারীদের জীবন মান উন্নয়ন;

০২।নারীদের কর্মমূখী কাজে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

০৩।কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরীতে প্রবেশের যোগ্য করে তোলা;

০৪।তৃণমূল নারীদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

০৫। স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

০১।প্রথম ৩য় বছরে প্রশিক্ষণ কাম-হোস্টেল ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা;

০২। বার্ষিক ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী নারীদের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

০৩।অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

০৪।প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্ম সংস্থান ও চাকুরী লাভে সহায়তা করা;

প্রকল্পের অধীন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি (জুলাই ২০১৯-জুন-২০২০):

ক্র: নং কেন্দ্রে ও নাম অগ্রগতি

01। শহীদ ময়েজ উদ্দিন বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ৬তলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করত: ভবনটি উদ্বোধন করা হয়েছে এবং উদ্বোধনের পর এপ্রিল' ২০১৮ খ্রি. থেকে ৩ (তিন) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মার্চ' ২০২০ পর্যন্ত ২টি ট্রেডে ৩৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

02। আড়াই হাজার বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মিত ভবন গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে বুঝে নেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভবন বুঝে নেয়া হবে।

03। সোনাইমুড়ী বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক পার্শ্বের বাউন্ডারী ওয়াল ও মূল গেইট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভবন বুঝে নেয়া হবে।

04। মঠবাড়ীয়া বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ভবন বুঝে নেয়া হয়েছে। লবনাক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব থাকায় সুপেয় পানির জন্য রিভার অসমোসিস (জঙ) প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলমান। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

উপকারভোগীর সংখ্যাঃ

ক) ০৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বছরে ৩ মাস মেয়াদী ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হবে; যার মাধ্যমে বার্ষিক (৫০ জন ০৪ কেন্দ্র) = ৮০০জন হিসেবে ০৩ বছরে ২,৪০০ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) উপকারভোগীর সামাজিক/পারিবারিক/আর্থিক পরিবর্তন (প্রকল্প সমাপনান্তে):

- জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে;
- নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন হবে;
- কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে;
- অনগ্রসর নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল শ্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য তৃণমূল নারীদের বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। ফলে চাকুরীর বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবে।
- নারীদের কর্মমূখী কাজে নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিপাবে। ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাচ্যালেঞ্জসমূহ:

- আইবাস++ অনুযায়ী ডিডিপিতে উল্লিখিত অর্থনৈতিক কোডের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভবনয় বিধায় আন্তঃ খাত সমন্বয় করা প্রয়োজন।

সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপসমূহঃ

- প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। এ ছাড়া প্রকল্পেরলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা পূরণের লক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি ও জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.৭ "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয় বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প"

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ

- ৪২৬টি উপজেলা পর্যায়ে (প্রতিটি উপজেলায় ২ (দুই) টি করে ট্রেড)।
- ৬৪টি জেলা পর্যায়ে (প্রতিটি জেলায় ০১ (এক) টি করে ট্রেড)।
- ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে (০১টি ট্রেড –মটর ড্রাইভিং)।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ

- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করে দরিদ্রমোচন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে ২,১৭,৪৪০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

নির্দিষ্টউদ্দেশ্যঃ

- ২,১৭,৪৪০ জন দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত (১৬-৪৫ বছর) মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল জনশক্তিতে রুপান্তর করে দারিদ্রমোচন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা।

- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কাজের ক্ষেত্র ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপনণের সুযোগ তৈরী।
- দরিদ্র-সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

আইজিএ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ট্রেডের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম	মন্তব্য
১।	বিউটিফিকেশন	উপজেলা পর্যায়ে (প্রতি উপজেলায় ০২টি করে ট্রেড)
২।	টেইলারিং	
৩।	ব্লকবাটিক	
৪।	ফ্যাশনডিজাইন	
৫।	শতরঞ্জিওহস্তশিল্প	
৬।	ক্রিস্টাল শোপিছ ও ডেকোরেটেড কেন্ডেল মেকিং (মোমবাতি)	
৭।	ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট ও সেলস ম্যানশীপ	
৮।	ভার্মি কম্পোস্ট , মাশরুম ও মৌচাষ	
৯।	কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং ও মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	জেলা শহরে (০১টি করে ট্রেড)
১০।	মটর ড্রাইভিং	বিভাগীয় শহরে (০১টি করে ট্রেড)

প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮৩২২.৬০ লক্ষ টাকা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটঃ ১০৯৭২.০০লক্ষ টাকা

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৯৭২.০০ লক্ষ টাকা । জুন -২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮২০৮.৭৬ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৮২%।
- প্রকল্পের শুরু হতে জুন-২০২০ পর্যন্ত মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৮৬৭৮.৯৩ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের ব্যয় ২৮৩২২.৬০ এর ৬৫.৯৫%।

প্রকল্পেরবাস্তবঅগ্রগতিঃ

 জুলাই-২০১৯ হতে জুন-২০২০ পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৯১,৮০০ জন নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। উক্ত সময়ে ৬৯,৪১০ জন নারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অর্জন-৭৬.০০%।

 উল্লেখ্য, মহামারি নভেলকরোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে এপ্রিল/২০২০-জুন/২০২০ সেশনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

 প্রকল্পের শুরু থেকে জুন-২০২০ পর্যন্ত ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪২৬টি উপজেলা পর্যায়ে সর্বমোট ১৬০,৮১০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৪.০০%।

৭.৮ প্রকল্পের নামঃ ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

১ প্রকল্পের নাম ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

২ কর্মএলাকা ঢাকারভিতরে: ধানমন্ডি, মতিঝিল, নির্বাচনকমিশনসচিবালয়, আগারগাঁও, রায়েরবাজার, কারওয়ানবাজার, মুগদা, মহাখালী, আশুলিয়া, সায়েদাবাদ, পল্লবী।

ঢাকার বাহিরে: রংপুর, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, নওগাঁ, গাইবান্ধা, ভোলা, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, চাঁদপুর।

৩ প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবি, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ও ইমেইল নম্বর শবনম মোস্তারী

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

টেলিফোন নম্বর: ০২-৫৫১৩৮৫৪০

মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৯৫৮৫৭৭

ইমেইল: pddcdwa@gmail.com

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী নারীদের ৬ (ছয়) মাস থেকে ৬ (ছয়) বছর বয়সী শিশুদের নিরাপদ দিবাকালীন সেবা প্রদান যাতে করে কর্মক্ষেত্রে মহিলারা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ

- শিশুর দিবাকালীন যত্ন নিশ্চিত করা;
- শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করা;
- প্রাক-প্রাথমিকশিক্ষা প্রদান শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা;
- টিকা দানসহ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা;
- শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা এবং

- শিশুর ইনডোর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা।

৫ কার্যক্রম

- ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২টি ষ্টিয়ারিং কমিটির ও ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৮টি ডে-কেয়ার সেন্টারে খাদ্য সরবরাহের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

৬ প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত।

৭ মোট বাজেট ৫৯৮৮.৪৯৮ (উনষাট কোটি আটাশি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশত) টাকা।

৮ ২০১৯-২০অর্থবছরের বাজেট ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১১৫৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

৯ অগ্রগতি ৯৪৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৮১.৪২% ও ভৌত অগ্রগতি ১১.৭৩%

১০ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের মার্চ/২০২০ পর্যন্ত ৯৩৪ জন শিশুকে দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৯৩৪ জন শিশুকে সুষম খাবার প্রদান করা হয়েছে।
- ৯৩৪ জন শিশুর অভ্যন্তরীন খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৯৩৪ জন কর্মজীবী মহিলারা উপকৃত হয়েছেন।

৭.৯ “মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ” প্রকল্পের তথ্যাদিঃ

১. প্রকল্পের নাম : “মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম হোস্টেল নির্মাণ”

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪. প্রকল্প পরিচালক : ফারহানা আখতার, গবেষণা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

৫. প্রকল্প এলাকা : মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা।

৬. বাস্তবায়নকাল : জুলাই/২০২০ – জুন/২০২২

৭. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ১৮৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা।

৮. প্রকল্পের মোট ব্যয় : -

৯. চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ : -

১০. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : ০৬ তলা ভিতের উপর ০৬ তলা আধুনিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ হোস্টেল ভবন এবং ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ।

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা : প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২৪০ জন নারী।

হোস্টেল: ৫৪ জন নারী।

ডে-কেয়ার সেন্টার: ২৫ জন শিশু।

১২. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অগ্রগতি : -

৭.১০ জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)

ক্রমিক নং	প্রকল্প সংক্রান্ত	বিবরণ
০১	প্রকল্পের নাম	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)
০২	কর্ম এলাকা	৬৪ জেলা শহর।
০৩	প্রকল্প পরিচালকের নাম	জি. এন. নজমুল হোসেন খান (উপ-সচিব), ফোন-9353078, ইমেইল- dbwctp64.hq@gmail.com
০৪	উদ্দেশ্য	৪২২০৬ (বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত ছয়) জন শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর করে উদ্যোক্তা হওয়ার সৃষ্টি করা। সর্বশেষ প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞানকে দেশ জ টেকসই প্রযুক্তির সাথে প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মস্থ করা। শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ধারণাগত পরিবর্তনে উৎসাহ যোগান। বর্তমানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ভবিষ্যতের চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে কম্পিউটার দক্ষতার উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ। শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক নারী বান্ধব উৎকর্ষতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।
০৫	কার্যক্রম	শিক্ষিত বেকার মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ আগ্রহী ছাত্রীদের বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৬ মাসব্যাপী (৩৬০ ঘন্টা) “কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন” এবং “গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং” কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
০৬	মেয়াদ	৮ বছর (জুলাই 2013 থেকেজুন 20২১পর্যন্ত)।
০৭	মোট বাজেট	৮৬৯৭.৫১লক্ষ টাকা (জিওবি) (২য় সংশোধিত)

০৮ অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতিঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি পুনঃবরাদ্দ ১৬৪৭.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০৩৭.৩৩৯০৫ লক্ষ টাকা, শতকরা হার ৬২.৯৯%।

প্রশিক্ষণের অগ্রগতিঃ

এ পর্যন্ত মোট ৩২৬০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সে ১১ ব্যাচে মোট ৩১০০৬ জনকে এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং কোর্সে ১ম ব্যাচে ১৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সে ১২তম ব্যাচে ১৬০২ জন এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং কোর্সে ২য় ব্যাচে ১৬০২ জনসহ মোট ৩২০৪ জনের প্রশিক্ষণ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বন্ধ রয়েছে।

০৯ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী মোট ২৯৩১০ জনের তথ্য ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেয়েছেন ৩১২৯ জন, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আয় করেন ৩১২ জন এবং উদ্যোক্তা ১৭২ জন এবং ২৮৯৯৩ জন অন্যান্য/ব্যক্তিগত/পারিবারিক কাজ করে থাকেন।

৭.১১ তথ্য আপা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪ জেলাধীন ৪৯০টি উপজেলা।

প্রকল্প পরিচালক : জনাব মীনা পারভীন, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),

ফোন নম্বরঃ ০২-৪৮৩১১৫২১, ই-মেইলঃ pd@totthoapa.gov.bd

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশের সকল উপজেলায় তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ;
- তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ০১ (এক) কোটি গ্রামীণ মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের সাহায্য করা;
- তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমেই –কমার্স সহায়তা প্রদান;
- ই-লার্নিং এর মাধ্যমে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দল গঠন করা ;
- ওয়েব পোর্টাল, তথ্য ভান্ডার, তথ্য আপা আই পিটিভির উন্নয়ন করা।
- মেয়াদ : ৫ বছর (এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০২২)।
- প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৪৪৯০.৭৪ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
- জনবল : প্রকল্পের মোট জনবল ১৯৭৮ জন। প্রধান কার্যালয়ে ১৮ জন এবং ৪৯০ টি তথ্য কেন্দ্রে ১৯৬০ জন।
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেট : প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বরাদ্দ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা

এবং ব্যয়: ৮২৯৭.৪১ লক্ষ টাকা (৮২.৯৮%)।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্য

উঠান বৈঠকে মুক্ত আলোচনা ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম:

তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ৪৯০ তথ্যকেন্দ্র কর্তৃক প্রতিমাসে দুই বা তিনটি উঠান বৈঠক এর আয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা প্রযুক্তিভিত্তিক ভাবে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি মাসে এ সকল উঠান বৈঠকে নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, নারীর আইনগত সহায়তা, ডাক্তারী পরামর্শ এবং সরকারী বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা শোনা এবং তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পান গ্রামীণ নারীরা। তারা সেখানে যেমন তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন ঠিক তেমনি সরকার কর্তৃক নারীদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে তা বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক মোট ৮,৯৩০টি উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয় এবং ৪,৪৬,৫০০ জন গ্রামীণ নারী অংশগ্রহণ করেন।

সেবা গ্রহীতার সংখ্যা:

৪৯০ টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯০ টি তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে উঠান বৈঠক আয়োজন ও ডোর টু ডোর সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রায় ২৬,৭৮,১৩৮ (ছাব্বিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার একশত আটত্রিশ) জন গ্রামীণ অনগ্রসর মহিলাকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এবং তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণকার্যক্রম:

নির্বাচিত ২০ টি জেলার সদর উপজেলাসমূহে প্রথম ধাপে ৬০ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্য সেবা সহকারীগণকে (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে মোট ০৩টি ব্যাচে) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কক্ষে সরাসরি ক্লাসের মাধ্যমে ০৪ (চার) দিনব্যাপী "ই-কমার্স এ্যান্ড ই-লার্নিং স্যানসিটাইজেশন'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে ৬০ জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারী এবং ২০০ জন সেলফ হেল্পগ্রুপ (আত্ম নির্ভরশীল দল) সদস্য নিয়ে মোট ২৬০ জন নারীকে অনলাইনের মাধ্যমেই-কমার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৯৩জন তথ্যসেবা কর্মকর্তা ও তথ্যসেবা সহকারীগণকে ০৬টি ব্যাচে ০৫ দিন মেয়াদি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইন্টারনেট মডেম ও সিম সরবরাহঃ

তথ্য আপা: প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ৪৯০ টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রযুক্তির সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি তথ্য কেন্দ্রে ২টি করে ইন্টারনেট মডেম ও ৩টি করে সিম ক্রয় পূর্বক তথ্য কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। সর্বমোট ১৪৭০ টি সিম এবং ৯৬২ টি মডেম তথ্য কেন্দ্রসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে।

উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদে পাঁচ হাজার সেবা বোর্ড স্থাপনঃ

৪৯০টি উপজেলায় ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রসহ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য মোট ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) সেবা বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য আপা প্রকল্পের সেবাসমূহ সম্পর্কে ইউনিয়নে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচার করা হয়।

বুকলেটঃ

ই-জিপি পদ্ধতিতে ৪৯০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তথ্য কেন্দ্রের জন্য ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) বুকলেট তৈরী করে তথ্য কেন্দ্র সমূহে সরবরাহ করা হয়েছে।

ম্যানেজমেন্ট ইন ফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যারঃ

ম্যানেজমেন্ট ইন ফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৪৯০টি তথ্য কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, বিভিন্ন রিপোর্ট, তথ্য আদান-প্রদান, সেবা গ্রহীতাদের ডাটা বেইজ প্রস্তুতের লক্ষ্যে RFP (ওপেন টেন্ডার) এর মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট ইন ফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইন ফরমেশন সিস্টেম সফ্টওয়্যার এর ১২টি মডিউল তৈরী করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি মডিউল সম্পূর্ণরূপে চলমান রয়েছে এবং ৭টি মডিউল নির্মাণাধীন রয়েছে।

আর্থিক অগ্রগতি:

এডিপিতে মোট ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে রাজস্ব ৮৬৫১.২৫ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ৬৭০.০০ লক্ষ টাকা মোট ৯৩২১.২৫ লক্ষ টাকা ছাড় পাওয়া গেছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৮২৯৭.৪১ লক্ষ টাকা (৮২.৯৮%)।

৭.১২ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্ধব্ধু ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় মহিলা সংস্থা জুন ২০১৫ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ্রহণ করেছেন।

- প্রকল্পের নাম : অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
- প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২০
- প্রাক্কলিত ব্যয় (২য় সংশোধিত): ৯৯৩৪.১৫ লক্ষ টাকা
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ: ১৫১৮.৫০ লক্ষ টাকা
- অর্থের উৎস : জিওবি
- জনবল : ৪১ জন

প্রকল্প পরিচালকের তথ্য:

নাম	পদবী	ফোন	ই-মেইল
জনাব আনোয়ারা বেগম	প্রকল্প পরিচালক- অতিরিক্ত সচিব	৯৩৩৬৪৭১	begum0809@gmail.com

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

দীর্ঘ মেয়াদী স্বল্প মেয়াদী

বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানবসম্পদেপরিণত করা।

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮৯,৫৫০ জন নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন।
- নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনে সহায়তা প্রদান করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিপণনের

  সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে ৩০টি বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং চাহিদা অনুযায়ী ১৪টি পার্লার স্থাপন করা।
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে একটি তথ্য ব্যাংক স্থাপন করা।

প্রকল্প এলাকা : (৩০ টি নির্বাচিত উপজেলা)

ঢাকা হেড অফিস, মুন্সিগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, গজারিয়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর সদর, মোহনগঞ্জ, টাঙ্গাইল সদর ,হোসাইনপুর , পলাশ, নকলা, কসবা, সরাইল, কক্সবাজার, দেবিদ্বার, খাগড়ছড়ি সদর ,সুনামগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ সদর, বাকেরগঞ্জ, মির্জাগঞ্জ, ঝালকাঠি সদর, ভোলা সদর, গোদাগাড়ি, শিবগঞ্জ, খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি, যশোর সদর, পাটগ্রাম, মেহেরপুর সদর এবং পীরগঞ্জ।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণের বিষয় , মেয়াদ ও সংখ্যা:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	বিউটিফিকেশন	৬৫দিন	১৬,০০০
২	ক্যাটারিং	৬৫দিন	১৬,০০০
৩	ফ্যাশন ডিজাইন	৬৫দিন	১৬,০০০
৪	বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন	৬৫দিন	১৫,৫০০
৫	ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট মেনেজমেন্ট	৬৫দিন	৫৫০
৬	বিজনসে ম্যনেজম্যান্ট এন্ড ই-কর্মাস		২৫,৫০০
	মোট		৮৯,৫৫০

২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

প্রশিক্ষণ:

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে ২৬ টি জেলার ৩০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৬টি বিষয়ে ৪৩৪ ব্যাচে মোট ১০,৮৫০ জন বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত নারীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী ৩০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিষয় ভিত্তিক প্রতিব্যাচে ২৫ জন করে ৬টি ট্রেডে মোট ৪৩৪ব্যাচে ১০,৮৫০ জন বেকার ও সুবিধা বঞ্চিত নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০১৯-২০২০অর্থবছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ি বিষয় ভিত্তিক অগ্রগতি :

ট্রেডেরনাম	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		ড্রপআউট	অর্জন
	ব্যাচ	সংখ্যা	ব্যাচ	সংখ্যা		-
বিউটিফিকেশন	৮০ব্যাচ	২,০০০জন	৮০ব্যাচ	২,০০০ জ	-	১০০%
ক্যাটারিং	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	-	১০০%
ফ্যাশন ডিজাইন	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	৮৬ব্যাচ	২,১৫০জন	-	১০০%
বী এন্ড মাশরুম কালটিভেশন	৭৪ ব্যাচ	১,৮৫০জন	৭৪ব্যাচ	১,৮৫০জন	-	১০০%

ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট মেনেজমেন্ট	০২ব্যাচ	৫০জন	০২ব্যাচ	৫০জন	-১০০%
বিজনসে ম্যানেজম্যান্ট এন্ড ই-কর্মাস	১০৬ব্যাচ	২,৬৫০জন	১০৬ব্যাচ	২,৬৫০জন	-১০০%
মোট	৪৩৪ব্যাচ	১০,৮৫০জন	৪৩৪ব্যাচ	১০,৮৫০জন	-১০০%

প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান:

দরিদ্র ও হতদরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালিত অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প (৩য়প র্যায়) প্রকল্পের আওতায় ৬টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিদিন আসা যাওয়া বাবদ ১০০ টাকা হারে যা তায় তভা তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ১০,৮৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

বিক্রয় কেন্দ্র:

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়। আর্থসামাজিক অবস্থা ও উপযুক্ত সুযোগের অভাবে নতুন উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারে না। তাই নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্য সারাদেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন ৩০ টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে ইষ্টার্ণ মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্স-এ উন্মেষ নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রটি ১০(দশ) জন নারী উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

বিউটি পার্লার স্থাপন:

প্রশিক্ষিত বেকার ও উদ্যোগী নারীদের জীবন জীবিকার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য হাতেকলমে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আত্মর্কম সংস্থানের জন্য সারাদেশে ১৪ টি বিউটি পার্লার স্থাপন করা হয়। ১.ঢাকা, ২. কক্সবাজার, ৩. খুলনামেট্রোপলিটন, ৪.সরাইল, ৫. মুন্সীগঞ্জ, ৬. যশোর, ৭. কালিগঞ্জ, ৮. খাগড়াছড়ি, ৯. টাঙ্গাইল, ১০. বরিশাল, ১১. মেহেরপুর, ১২. চিতলমারী, ১৩.পটুয়াখালী এবং ১৪. রংপুর।

১। প্রকল্পের নাম : শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

Early Learning for Child Development Project (3rd Phase)

২। কর্ম এলাকা :

- UNICEF- এর নির্বাচিত ১৫টি জেলার (বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, জামালপুর, নেত্রকোনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, মৌলভীবাজার এবং সুনামগঞ্জ জেলা) ১৬টি উপজেলা (পাথরঘাটা, লালমোহন, উখিয়া, টেকনাফ, থানচি, বিলাইছড়ি, ইসলামপুর, কলমাকান্দা, দাকোপ, শ্যামনগর, বেলকুচি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গাইবান্ধা সদর, কুড়িগ্রাম সদর, রাজনগর এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা);
- ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, সিলেট ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন-এর আরবান এলাকা এবং
- চা-বাগান, যৌনপল্লী, কেন্দ্রীয় কারাগার, চর, হাওর, দ্বীপাঞ্চল ও অন্যান্য অবহেলিত এলাকা ইত্যাদি।

৩। প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবি, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর : সুলতান আলম, উপসচিব ৯৫৮২২৫৩/৯৫৮১৯৮৬, ০১৭১৬২৭৯৬৫৮, alam6868@gmail.com

৪। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (ইসিসিডি) নীতি বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নীতি কার্যকর করার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান যাতে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত হয়।

৫। প্রকল্পের কার্যক্রম :

- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (Comprehensive Early Childhood Care and Development-ECCD) নীতি দক্ষ এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নীতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের সামার্থ্য বৃদ্ধি;
- পরিবার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ইসিসিডি বিষয়ক এডভোকেসি, সামাজিকউদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সামার্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় গাইডলাইন/স্ট্যান্ডার্ড উন্নয়ন/প্রণয়ন;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রম সুপারভিশন, মনিটরিং, এসেসমেন্ট এবং ইনোভেশন কার্যক্রম এবং
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ইসিসিডি সেবা (ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কার্যক্রম) প্রদান।

৬। প্রকল্পের মেয়াদ : ০১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

৭। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১। জিওবি- ৮৭৮.৪৪ লক্ষ টাকা

২। বৈদেশিক/সংস্থা- ৪১৫০.০০ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)

৮। ২০১৯-২০২০অর্থবছরের বাজেট : ৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৩৮.০০ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য-৩০০.০০ লক্ষ)

৯। ২০১৯-২০২০অর্থবছরের অগ্রগতি : আর্থিক-৩৫১.৩৬ লক্ষ টাকা

১০। হালনাগাদ/ সর্বশেষ অগ্রগতি : ১. সমন্বিত ইসিসিডি পলিসি ২০১৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৫ টি জেলার ডিআরটি সদস্য বৃন্দের ০২ দিনের টি ও টি সম্পন্ন করা হয়েছে।

- সমন্বিত ইসিসিডি পলিসি ২০১৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প ভুক্ত ১৫ টি জেলা এবং ১৬ টি উপজেলার ইসিসিডি কমিটির সদস্যবৃন্দের ও রিয়েনটেশন চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত ১৬ টি উপজেলার সকল ইউনিয়ন ইসিসিডি কমিটির সদস্যবৃন্দের ও রিয়েনটেশনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

২. ৫টি সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে প্রকল্পের এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩. ডে-কেয়ার ম্যানুয়াল এবং ডে-কেয়ার কার্যক্রম পরিমাপ কটুলস্ ও এর নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪. প্রকল্পের আওতায় ৯৮টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও ৪০টি ডে-কেয়ার পরিচালনা করা হচ্ছে।

- গাজীপুর, চট্রগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন-এর আরবান এলাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫০টি এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, রাজনগর, কুড়িগ্রামসদর, গাইবান্ধাসদর, চাপাঁইনবাবগঞ্জ সদর, লালমোহন, দাকোপ, শ্যামনগর ও পাথরঘাটা উপজেলার প্রতিটিতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ৪টি করে ৩৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে।

- ১০টি কেন্দ্রিয় কারাগারের মধ্যে ৯ টিতে এবং ১টি জেলা কারাগারে (কক্সবাজার জেলা কারাগার) মোট ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র

  এবং ফরিদপুর শহরস্থ যৌন পল্লীতে ২ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে।

- ঢাকা উত্তর, গাজীপুর, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর গার্মেন্টস এলাকায় ২৫টি এবং সিলেট ও মৌলভীবাজার চা-বাগান এলাকায় ১৫টি ডে-কেয়ার বেসরকারি সংস্থা ফুলকি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য।

১। প্রকল্পের নাম ঃ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প।

২। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্যঃ জয়িতা ফাউন্ডেশনের পরিচর্যায় দেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য

দেশের রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে প্রয়োজনীয় ভৌত অবগতকাঠামোগত সুবিদাধি সম্বলিত ২ টি বেজমেন্টসহ ১১ তলা বিশিষ্ট জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষ্যমাত্রাঃ নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ারে-

ক) দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন ধরনের বাজার চাহিদাভিত্তিক পণ্য এবং সেবা বিপণনের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা থাকবে।

খ) নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জ্ঞানভিত্তিক, দক্ষতাভিত্তিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনাভিত্তিক প্রশিক্ষনের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

গ)প্রশিক্ষানার্থী নারী উদ্যোক্তাদের হোস্টেল সুবিধা সম্বলিত ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

ঘ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর পরিচালনার উপযোগী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

ঙ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের জন্য জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল ও অন্যান্য বিনোদন সুবিধা সম্বলিত জেন্ডার সংবেদনশীল ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

চ) তা'ছাড়া জয়িতা ফাউন্ডেশনের আয় অর্জনের জন্য সিনেপ্লেক্স কমিউনিটি সেন্টার ও অডিটোরিয়াম ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি থাকবে।

ছ) দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেশের রাজধানী শহর ঢাকায় যথোপযুক্ত স্থাপত্য শৈলীসহ 'জয়িতা টাওয়ার' নামে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ভৌত সুবিধাদি সম্বলিত পরিবেশ ও প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি আইকনিক স্থাপনা নির্মিত হবে।

জ) সর্বপরি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নমূখী এ অনন্য উদ্যোগের 'জয়িতা' নামকরনের সার্থক প্রতিফলন জয়িতা টাওয়ারের স্থাপত্য ও নির্মাণশৈলীতে প্রস্ফুটিত হবে। ফলশ্রুতিতে এ স্থাপনাটি দেশের নারী সমাজকে এক এক জন 'জয়িতা' হতে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও আস্থা জোগাবে।

৩। প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবি, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর ঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম

যুগ্মসচিব মোবাইলঃ ০১৭১১৩৯৯৪৫১, ই-মেইলঃ- shahid5903@ gmail.com

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৫৪২৪.৭৫ লক্ষ টাকা

৫। প্রকল্পের মেয়াদ ঃ এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

৬। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি (আর্থিক ও বাস্তব) অগ্রগতি অগ্রগতিঃ

(i) লোকবল নিয়োগঃ ইতোমধ্যে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে লোকবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

(ii) যানবাহন ক্রয়ঃ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের যানবাহন অর্থাৎ একটি জিপ এবং একটি মাইক্রোবাস ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

(iii) কম্পিউটার ক্রয়ঃ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার/প্রিন্টার ক্রয় ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

(iv) ফার্নিচার ক্রয়ঃ প্রকল্প পরিচালকসহ জনবলের প্রয়োজনীয় ফার্নিচার ইতোমধ্যে ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

(v) দরপত্রঃ ইতোপূর্বে ভবনের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল ভবনের নকশা পরিবর্তনের কারণে তা বাতিল করা হয়। ডিপিপি সংশোধনের পর পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হবে।

(vi) ডিপিপি সংশোধন:-ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৭। আর্থিক অগ্রগতি ঃ

অর্থ বছর মূল/সর্বশেষসংশোধিত অনুমোদিতডিপিপি/টিপিপি তে সংস্থান মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ অবমুক্তকৃতটাকা আর্থিক ব্যয়

	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১ম বছর (২০১৮-১৯)	৭৯৩.৭০	২৬৪	৩৫৬.৩০	১১৮.৪৪
২য় বছর (২০১৯-২০	২১৭৭.০০	১৩৫.০০	১০৮৮.৫৩	৮১.৮৪
৩য় বছর (২০২০-২১)	৭১৬.০০	-	১২৫.৩	-

৮। প্রকল্পের জনবল ঃ

১) প্রকল্প পরিচালক ০১ জন

২) হিসাবরক্ষক ০১ জন

৩) কম্পিউটার অপারেটর ০১ জন

৪) ড্রাইভার ০২ জন

৫) অফিস সহায়ক ০২ জন

৯। প্রকল্প এলাকা ঃ ধানমন্ডি ,ঢাকা

১০। কাজের বর্ণনা/ কি কি কাজ করা হয় ঃ এটি একটি ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

১১। হালনাগাদ/সর্বশেষ অগ্রগতি ঃ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনক্রমে মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

১২। প্রকল্পের ফোকাল পয়েন্ট (পদবি, মোবাইল নম্বরসহ ঃ প্রকল্প পরিচালক

১৩। প্রকল্পের বিদ্যমান সমস্যা ঃ প্রকল্পের শুরুর আগেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, ডিসেম্বর/২০২০ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

১৪। বিবিধ ঃ (i) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে

(ii) ডিপিপি সংশোধন করতে হবে

৮. মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিসমূহ

৮.১ ছিট মহলের নারীদের জীবন যাত্রারমান উন্নয়ন প্রশিক্ষন কর্মসূচির তথ্য

১.	কর্মসূচির নাম	:	ছিট মহলের নারীদের জীবন যাত্রারমান উন্নয়ন প্রশিক্ষন কর্মসূচি
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ভোলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৪.	কর্মসূচি পরিচালক	:	মোঃ ইকবাল হোসেন, যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	কর্মসূচি এলাকা	:	১. পঞ্চগড় জেলা (দেবীগঞ্জ, বোদা ও পঞ্চগড় সদর), ২. লালমনির হাট জেলা (হাতিবান্ধা, পাট গ্রাম ও লালমনির হাট সদর), ৩. কুড়িগ্রাম জেলা (ফুলবাড়ি ও ভুরুঙ্গামারী), ৪. নীলা ফামারী জেলা (ডিমলা উপজেলা)
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	মার্চ/২০১৯ – জুন২০২১
৭.	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	:	৪১৩.০০ লক্ষ
৮.	কর্মসূচির মোট ব্যয়	:	৫১.২৪ লক্ষ
৯.	চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২০৮.০০ লক্ষ
১০.	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বিলুপ্ত ছিট মহলের নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু / ট্রেডসমূহ হচ্ছেঃ ১) জৈব জ্বালানী ২) ভার্মি কম্পোস্টসার ৩) ব্লক বাটিক ৪) হাঁস মুরগী পালন ৫) নকশী কাঁথা ৬) মৎস্য চাষ ৭) বাশ–বেত, পাটের চট ও কাগজের ঠোঙ্গা ৮) শাক সবজী চাষ।

উপর্যুক্ত ০৮ টি ট্রেডের মধ্য থেকে Need based survey এর মাধ্যমে তালিকা করে ১৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সী বিলুপ্ত ছিট মহলের নারীদেরকে ১ টি ট্রেডে ৭ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এ ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়।

১১.	উপকারভোগীর সংখ্যা:		৫০০০ জন
১২.	২০১৯-২০অর্থবছরে অগ্রগতি		২৫ টি ব্যাচে ৬২৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
০১।	কর্মসূচির নাম	:	“নারী ও শিশু উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচারনা ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক কর্মসূচি;
০২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩।	কর্মসূচির পরিচালক	:	জনাব মোহাম্মদ মাশহুদুল কবীর, উপসচিব, মবিঅ-২ অধিশাখা, মশিবিম;
০৪।	কর্মসূচি এলাকা	:	সারা বাংলাদেশের সকল জেলা (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জাতীয় মহিলা সংস্থা/বাংলাদেশ শিশু একাডেমির) পর্যায়ে;

০৫। বাস্তবায়নকাল : মার্চ/২০২০ হতে ফেব্রয়ারী/২০২১ পর্যন্ত;

০৬। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৪৬৪.০০ (চার কোটি চৌষট্টি লক্ষ) টাকা;

০৭। কর্মসূচির মোট ব্যয় : -

০৮। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২৩২.০০ টাকা;

০৯। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয় : -

১০। কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : ব্র্যান্ডিং/প্রচার ও প্রচারনা, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, মন্ত্রণালয়ের সাফল্যচিত্রের প্রকাশনা, উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর প্রকল্প ভিত্তিক/বিষয় ভিত্তিক শিক্ষনীয় এবং সচেতনতামূলক ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা; মুদ্রন ও বাধাই ইত্যাদি;

১১। উপকারভোগীর সংখ্যা: ৬৪ টি জেলার মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা ও জনগণ।

১২। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন :

৮.২ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি কর্মসূচির তথ্য :

১. কর্মসূচির নামঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি কর্মসূচি

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কলোনীপাড়া মহিলা উন্নয়ন সমিতি (কেএমডিএস),ক্ষেত্রীপাড়া, সদর, দিনাজপুর।

৩. কর্মসূচির পরিচালকঃ সাবিনা ফেরদৌস, উপসচিব ও কর্মসূচি পরিচালক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪. কর্মসূচি এলাকাঃ দিনাজপুর জেলার ১৩ টি উপজেলা

৫. বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২ ইং পর্যন্ত।

৬. কর্মসূচির মোট বরাদ্দঃ ৬৬১.৬৫ (ছয় কোটি একষট্টি লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা

৭. কর্মসূচির মোট ব্যয়

(২০১৯-২০২০ অর্থবছর): ২১২.৪৯ (দুই কোটি বার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা

৮. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ ২২০.৫৫ (দুই কোটি বিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা

৯. কর্মসূচির মূল কার্যক্রমঃ ১। সেলাই ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ ২। শাক-সবজি, নার্সারী ও উচ্চ মূল্যের শস্য চাষ সংক্রান্ত বিষয় প্রশিক্ষণ ৩। হাঁস-মুরগী খামার সংক্রান্তপ্রশিক্ষণ ৪। ব্লক-বাটিক বিষয় প্রশিক্ষণ ৫। ফ্যাশন ডিজাইন বিষয় প্রশিক্ষণ ৬। আঁচার তৈরী প্রশিক্ষণ ৭। ক্ষুদ্রও মাঝারী ব্যবসা সংক্রান্তপ্রশিক্ষণ।

১০. উপকারভোগীর সংখ্যাঃ ২১৬০ জন।

১১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন। ২ টি ট্রেডে ৩০ দিন, ৩টি ট্রেডে ১৫ দিন ও ২টি ট্রেডে ৭ দিনব্যাপি ৩০ জন করে ৭২ টি ব্যাচে মোট ২১৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৩ কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ'' কর্মসূচি।

১. কর্মসূচির নামঃ ''কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ'' কর্মসূচি।

২. কর্মসূচির বাস্তবায়ন কালঃ জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত (কর্মসুচির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আগামী জুন/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।)

৩. ২০১৯-২০অর্থবছরের বরাদ্দঃ ১৮৬.৭৯ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ উনআশি হাজার) টাকা।

৪. মোট বরাদ্দ ও অর্থের উৎসঃ ৯৩০.৫০ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বাংলাদেশসরকার

৫. কর্মএলাকা সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় কর্মসূচির নিদিষ্ট এলাকা।

৬. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ লক্ষ্য সমূহঃ

1) বিএফএ স্কিল্ ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি।

2) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের জীবন মানোন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

3) সীমানা প্রাচীর তৈরীসহ ভূমি উন্নয়ন এবং ৫(পাঁচ) তলা ভিত বিশিষ্ট ৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণ।

4) প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ, সেলাই মেশিন সরবরাহ।

5) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ।

উদ্দেশ্যঃ

সুনামগঞ্জ জেলার এতিম ও অসহায় কিশোরীদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা।

৭. কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের গরীব, গৃহহীন, এতিম এবং বিভিন্নভাবে অসহায় পরিবারের মেয়ে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিএফএ স্কিল্ ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ-এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি করে তাদেরকে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য পৃথক দুটি ভবন নির্মাণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে উল্লেখ সংখ্যক মেয়ের আবাসিক এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।

৮. ২০২০-২১অর্থবছরের অগ্রগতিঃ উক্তকর্মসূচীর আওতায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চুড়ান্ত নক্শা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। ভবন ২(দুই)টি নির্মাণের জন্য ই-জিপি টেন্ডারের মূল্য বাবদ বিগত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে ৭,৯৬,৮৭,৮০০/-(সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত) টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no-470, Road no-31, DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কার্যাদেশ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ১০/১১/২০১৭ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমক এমপি উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। বর্তমানে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ পুরাদমে চলছে। বিগত ১১-১৩এপ্রিল/১৯ তারিখে একটি ভবনের ১ম তলার ছাদ, ১৬-১৭ জুলাই/১৯ তারিখে ২য় তলার ছাদ, ১১-১২সেপ্টেম্বর/১৯ তারিখে ৩য় তলার ছাদ এবং ১০-১১ নভেম্বর/১৯ তারিখে ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়। বিগত ২-৩ অক্টোবর/১৯ তারিখে অপর ভবনের ১ম তলার ছাদ, ৩০-৩১ ডিসেম্বর/১৯ তারিখে ২য় তলার ছাদ, ৮-৯মার্চ/২০২০ তারিখে ৩য় তলার ছাদ ঢালাই এবং ৫-৬আগস্ট/২০২০ তারিখে চতুর্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়।

বর্তমানে ১ম ও ২য় ভবনের ইটের দেয়াল দ্বারা কক্ষ তৈরীরকাজ চলমান আছে। এলজিইডি এবংকর্মসূচী এলাকায় টেলিফোনে প্রতিদিন ই-মনিটরিংকরা হচ্ছে।ভবন ০২টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে ১২৫-১৫০ জন মেয়ের একাডেমিক ভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আবাসিক সুবিধা পাবে।

৮.৪ এফপিএবি'র পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের (এফডিসি) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ওনারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি

১।	কর্মসূচির নাম	:	এফপিএবি'র পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের (এফডিসি) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ওনারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি।
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশপরিবারপরিকল্পনাসমিতি (এফপিএবি), ঢাকা।
৩।	কর্মসূচি পরিচালক	:	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, সিনিয়র সহকারি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪।	কর্মসূচি এলাকা	:	২১টি জেলা শাখার আওতায় ৭২টি পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্র। জেলাসমূহঃবরিশাল, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, জামালপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পাবনা, পটুয়াখালী, রংপুর, রাজশাহী, রাঙ্গামাটি, সিলেটএবংটাংগাইল।
৫।	বাস্তবায়নকাল	:	এপ্রিল, ২০১৬হতেজুন, ২০২০
৬।	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	:	৫০০.০০ লক্ষটাকা।
৭।	কর্মসূচির মোট ব্যয়	:	৪৮১.০৫ লক্ষটাকা (৯৬.২১%)

৮। গৃহীত কার্যক্রম/ অর্জন

(এপ্রিল/২০১৯ হতে জুন/২০২০) : কর্মসূচির মাধ্যমে ২১টি জেলার ৭২টি পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রে ২৫৯৬টি হেলথ/স্যাটেলাইট ক্যাম্প স্থাপন করে ৭৮,৫৮০জনকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়েছে।বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে ৮৬৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে। এতে ১৭৫২০ জন নারী ও কিশোরী উপকৃত হয়েছেন। ইভটিজিং, মাদক, বাল্যবিয়ে ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের স্বামী বা পুরুষ সদস্যদের নিয়ে ৮৬৪টি সভার আয়োজন করে ১৭২৫০ জন পুরুষ সদস্যকে সচেতন করা হয়েছেন।৮৬৪টি সভার মাধ্যমে ১২৯৬৮জন নারী সদস্য এবং কিশোরীদের তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। ২৫৪টি ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫১২৩ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ২২৩৪জনকে সেলাই মেশিন প্রদান দেয়া হয়েছে। পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদেরউৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

৮.৫ হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া (২য় পর্যায়) নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি

১।	কর্মসূচির নামঃ		হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখা-পড়া নিশ্চিতকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচি।
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		কেয়ার ফর মাদার এন্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা।
৩।	কর্মসূচির পরিচালক		মোঃ মাসুদুর রহমান, সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪। কর্মসূচির এলাকা গণকটুলি, ওয়ারী. গোপীবাগ, সুত্রাপুর, শাহআলী মিরপুর-২, মহাখালী, হাজারীবাগ এবং লালবাগ হরিজন কলোনী।

৫। বাস্তবায়নকাল ০১/৩/২০১৯ হতে ৩০/৬/২০২১ পর্যন্ত।

৬। মোট বরাদ্দ ৪৩১.৭৬ লক্ষ টাকা।

৭। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১৪৪.০৫ লক্ষ টাকা।

৮। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয় ১০৪.৭৫ লক্ষ টাকা।

৯। কর্মসূচির মূল কার্যক্রমম ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হরিজন শ্রেণির কলোনীতে বসবাসরত অবহেলিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে তাদের শিক্ষা বিকাশে সহায়তা করা এবং নারী ও শিশুদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১০। উপকারভোগীর সংখ্যা১২৮০ জন। হরিজন শ্রেণির ৬৪০ জন মহিলা ও ৬৪০ জন শিশু।

১১। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অর্জন। ৭৩% অর্জন। কোভিড-১৯ এর কারণে মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

৮.৬ অভিভাবক ও ঝরেপড়া শিশুদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরীমূলক শীর্ষক কর্মসূচি

১. কর্মসূচিরনাম : “অভিভাবক ও ঝরেপড়া শিশুদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা তৈরীমূলক” শীর্ষক কর্মসূচি।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাহার

৩. কর্মসূচি পরিচালক : মোঃ আলমগীর হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪. কর্মসূচি এলাকা : ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জ।

৫. বাস্তবায়নকাল : মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত।

৬. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৬৭৮.৭০ লক্ষ টাকা

৭. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ২৪৭.৫৭ লক্ষ টাকা

৮. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২১৭.১০ লক্ষ টাকা

৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্যয় : ২০৯.৪৮ লক্ষ টাকা।

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : ১। দর্জি বিজ্ঞান ২। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং ৩। মোবাইল সার্ভিসিং ৪। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড সফ্টওয়্যার ৫। কারচুপি ৬। স্ক্রিন প্রিন্টিং ৭। মেশিন এমব্রয়ডারি ও কুশিকাটা

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা: ২৪৬০জন।

১২. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন : ৮৮০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৭ নাটোর অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের তথ্যাদি প্রেরণ।

১. কর্মসূচির নাম : প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নাটোর অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

কোভিড-১৯ লকডাউন থাকায় ৪র্থ কিস্তি (এপ্রিল,২০২০-জুন/২০২০) পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় ৪র্থ কিস্তির ৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ কোর্ডের অর্থ অব্যয়িত রয়েছে।

২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : রামেশ্বরপুর কর্মজীবী মহিলা সমিতি

৩. কর্মসূচি পরিচালক : জগদীশ চন্দ্র দেবনাথ,উপসচিব (আইন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোবাইল নং ০১৭১৬৪৯৪৯৩৫, ই-মেইলঃ agjcnath@gmail.com

৪. কর্মসূচি এলাকা : নাটোর জেলা (নাটোর সদর, নলডাংগা, লালপুর, বাগাতিপাড়া, গুরুদাশপুর, বড়াইগ্রাম, সিংড়া)

৫. বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২

৬. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৪১১.০০ লক্ষ

৭. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ১,০৪,৪৯,৭৬৭/-টাকা

৮. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৩৭.০০ লক্ষ

৯ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয় ১,০৪,৪৯,৭৬৭/-টাকা

১০. কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য : অনগ্রসর নারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মউপযোগী প্রশিক্ষণ এবং আয়-বর্ধক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তকরণ।

১১. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম নাটোর অঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু/ট্রেডসমূহ হচ্ছে:

১) জৈব জ্বালানী তৈরী ও ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরী প্রশিক্ষণ।

২) হস্তশিল্পজাত পোষাক পরিচ্ছদ ডিজাইন, সেলাই ও এমব্রয়ডারি এবং ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ।

৩) হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাজ ও আপেল কুল চাষ এবং শাক-সবজি চাষ প্রশিক্ষণ।

৪) কুটির শিল্পজাত স্যুভেনি জাতীয় পণ্য তৈরি, পাট ও পাটজাত দ্রব্য তৈরী এবং কাগজের ঠোংগা তৈরী প্রশিক্ষণ।

উপর্যুক্ত ০৪টি ট্রেডের মধ্য থেকে বেইজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে দরিদ্র অনগ্রসর মহিলাদের বাছাই করে ১টি ট্রেডে ২টি ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা প্রদান করা হয়।

১২. উপকারভোগীর সংখ্যা : ১৩,৪৪০ জন নারী

১৩. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন : ১) প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষণ (TOT): ২০ জন করে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

২) ৭২টি ব্যাচে (৭২X৪০ জন)=২৮৮০ জন নারীকে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ১৩৭.০০ লক্ষ

১৫. চলতি বছরের কর্মসূচি : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪টি ট্রেডে ১১৪টি ব্যাচে ৪০ জন করে মোট=৪৫৬০ জন নারীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে।

৮.৮ পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধকল্পে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণশীর্ষক কর্মসুচি

১. কর্মসূচির নাম : "পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধকল্পে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ" শীর্ষককর্মসুচি

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পিপলস এডুকেশন হেলথ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (পিইএইচডি) ফাউন্ডেশন।

৩. কর্মসূচি পরিচালক : পাপিয়া ঘোষ, সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোবাইল নং-০১৫৫২-৩১৮৫৫৩/০১৭৪৭-৪৯১৪১৬

৪. কর্মসূচি এলাকা : ১. মুন্সিগঞ্জ জেলা (মীর কাদিম পৌরসভা, মুন্সিগঞ্জ সদর ও লৌহজং উপজেলা), ২. সুনামগঞ্জ জেলা (সুনামগঞ্জ সদর, দোয়ারা বাজার ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ), ৩. সিরাজগঞ্জ জেলা (বেলকুচি, তাড়াশ, কাজীপুর)

৫. কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাল : মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১

৬. কর্মসুচির মোট বরাদ্দ : ২.৫৭ লক্ষ

৭. কর্মসুচির মোট ব্যয় : ১৫৬.৭০ লক্ষ

৮. ২০১৯-২০অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮৯.০০ লক্ষ

৯. ২০১৯-২০অর্থ ব্যয় : ৭৯.১৫ লক্ষ

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : শিশুকে সাঁতার শিখানোর মাধ্যমে শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা: ৮০,০০০ জন

১২. ২০১৯-২০অর্থবছরে অর্জন : ২৮,০০০ জন

৮.৯ "শিশুর জীবন সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সাঁতার প্রশিক্ষণ"শীর্ষক কর্মসুচি

১. কর্মসূচির নাম : "শিশুর জীবন সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সাঁতার প্রশিক্ষণ"শীর্ষক কর্মসুচি

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : হেলথ এন্ড এডুকেশন ফর দি লোকাল আন্ডার প্রিভিলাইজড পিপল (হেল্প)

৩. কর্মসূচি পরিচালক : পাপিয়া ঘোষ, সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোবাইল নং-০১৫৫২-৩১৮৫৫৩/০১৭৪৭-৪৯১৪১৬

৪. কর্মসূচিএলাকা : ১. ফরিদপুর জেলা (ফরিদপুর সদর ও মধুখালি উপজেলা) এবং

২. রাজবাড়ী জেলা (রাজবাড়ী সদর, বালিয়াকান্দি ও গোয়ালন উপজেলা)

৫. কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২২

৬. কর্মসুচির মোট বরাদ্দ : ৫৮৪.২৬ লক্ষ

৭. কর্মসুচির মোট ব্যয় : ০.০০

৮. ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ : ০.০০ লক্ষ

৯. ২০১৯-২০ অর্থ ব্যয় : ০.০০

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : শিশুকে সাঁতার শিখানোর মাধ্যমে শিশুর পানিতে ডুবে অপমৃত্যু রোধ ও জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা: ২০,০০০,০০ জন

১২. ২০১৯-২০অর্থবছরে অর্জন : ০.০০ জন

৮.১০ অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান শীর্ষক কর্মসূচি

১. কর্মসূচিরনাম : “অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান” শীর্ষক কর্মসূচি।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ডাটা কন্সালটেন্টস বিডি লিমিটেড

৩. কর্মসূচি পরিচালক : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪. কর্মসূচি এলাকা : ঢাকা, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম

৫. বাস্তবায়নকাল : ২ বছর (মার্চ, ২০১৯হতেজুন, ২০২০) বর্তমানে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৬. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৫৭০.৩৮ লক্ষ টাকা

৭. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ৩৪০.৭১লক্ষ টাকা

৮. ২০২০-২১অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৬৫.৮৯ লক্ষ টাকা

৯ কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : কর্মসূচির ১৬টি সেশনের মাধ্যমে ১৫০৫০ জন অটিস্টিক শিশু ও মহিরাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে ১২টি সেশনে ৯৬৫০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১০ সেশনসমূহ: ১) অটিস্টিক শিশু সম্পর্কিত বেসিক জ্ঞান ২) অটিস্টিক মহিলা সম্পর্কিত বেসিক জ্ঞান ৩) অটিস্টিক শিশুর সক্ষমত অন্বেষণ ৪) অটিস্টিক মহিলাদের সক্ষমত অন্বেষণ ৫) যেমন খুশি আঁক ৬) বিষয় ভিত্তিক অঙ্কন প্রশিক্ষণ ৭) যেমন খুশি সৃষ্টি কর ৮) যেমন খুশি অভিনয় ৯) নৃত্য প্রশিক্ষণ মহিলা ১১) ভাষা ও কথা বলা প্রশিক্ষণ ১২) সাধারণ পঠন পাঠন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩) হস্তশিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণ ১৪) বেসিক কম্পিউটার ব্যবহার ১৫) ইন্টারনেট ব্যভহার ১৬) রিপিট সেশন

১২ সেগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে: অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের সঠিক ডাটা বেআস না থাকার কারণে ৩টি জেলার অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য স্কুল ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

৮.১১ কারিগরি দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃজন, ক্ষমতায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচি

১. কর্মসূচির নাম : "কারিগরি দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃজন, ক্ষমতায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচি।

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রগেসিভ সেবা কেন্দ্র, (পিএসকে হাসপাতাল রোড), সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

৪. কর্মসূচি পরিচালক : তানজিনা ইসলাম,উপসচিব (শিশু ও সমন্বয়)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মোবাইল নং-০১৭১২৫৩৯১৫৫ ।

৫. কর্মসূচি এলাকা : জামালপুর (৭টি উপজেলা), শেরপুর (৫টি উপজেলা), টাঙ্গাইল (৬টি উপজেলা)। জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলার ১৮টি উপজেলা।

৬. বাস্তবায়নকাল : মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত।

৭. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ২৭৬.৩৯ লক্ষ টাকা

৮. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ৪.০০ লক্ষ টাকা

৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরেবরাদ্দ : ৯২.১৩ লক্ষ টাকা

১০. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয় ৪.০০ লক্ষ টাকা

১১. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : পাটের শপিং ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগ, কয়েন ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, ভেনিটি ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, অফিস ফাইল বালিশের কভার, কুশন কভার, ডাইরী কভার, বক্স ফাইল, টিস্যু বক্স তৈরির প্রশিক্ষণ। ৩টি জেলার ১৮টি উপজেলার অনগ্রসর নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৪টি ট্রেডে ১৫দিন ব্যাপী ৩০জন করে ২৮৮টি ব্যাচে মোট ৮৬৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করাহবে।

১২. উপকারভোগীর সংখ্যা: ৮৬৪০ জন।

১৩. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন : প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়েছে।

৮.১২ উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচি

১. কর্মসূচিরনাম : "উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" শীর্ষক কর্মসূচি।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ নজির আহমেদ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

৩. কর্মসূচি পরিচালক : মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম, উপসচিব (বাজেট ও অডিট), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪. কর্মসূচি এলাকা : খুলনা জেলার ১০ টি উপজেলা

৫. বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।

৬. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৫৯৬.২০ লক্ষ টাকা

৭. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ৬.৫২লক্ষ টাকা

৮. ২০২০-২১অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা

৯. ২০২০-২১অর্থবছরে ব্যয় : ১.২০ লক্ষ টাকা

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : ১। ব্লকবাটিক, দর্জি বিজ্ঞান ও ভেজিটেবল ডাই প্রশিক্ষণ ২। বৈজ্বালানী তৈরী প্রশিক্ষণ ৩। হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন প্রশিক্ষণ ৪। মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ৫। পাট ও পাটজাত দ্রব্য তৈরী ও কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী প্রশিক্ষণ ৬।স্যানেটরী প্যাড ও নেপকিন তৈরী প্রশিক্ষণ।

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা: ৫৪০০ জন।

১২ ২০২০-২১ অর্থ বছরে অর্জন : ৩০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

৮.১৩ নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসুচি

১। কর্মসুচিরনাম : নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নের শিক্ষা বিষয়ক কর্মসুচি ।

২। কর্মসূচি পরিচালক : দিলীপ কুমার দেব নাথ, সিনিয়র সহকারী সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মোবা: ০১৮১৫২৫৩৯৭১

৩। প্রকল্প এলাকা : গাজীপুর জেলার (সদর, কালীগঞ্জ, টংগী, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া) – ৬টি উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার (সদর, বিজয়নগর, আখাউড়া, কসবা, আশুগঞ্জ, সরাইল, নাসিরনগর, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর) – ৯টি উপজেলা।

৪। বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ খ্রিঃ ।

৫। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৬। বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার নাম : কর্মমুখী সমাজকল্যাণ সংস্থা (কসস)।

৭। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৫৩৮.০০ লক্ষ

৮। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৭১.১৫ লক্ষ (এক কোটি একাত্তর লক্ষ পনের হাজার) টাকা।

৯। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয় ১৭০.৯৪ লক্ষ (এক কোটি সত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা।

১০। কর্মসূচির মূল কার্যক্রম সমূহ/প্রধান অংগসমূহ : (ক) দৈনন্দিন পুষ্টি সম্পর্কে কিশোর কিশোরী, অভিভাবক, স্থানীয়দের সচেতন করা;

(খ) খাদ্য বিভাজন, অপুষ্টি, বাড়তি খাবার, হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

(গ) অপুষ্টি রোধে কিশোর কিশোরী ও অভিভাবকদের ভূমিকা তুলে ধরা।

(ঘ) গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নীচে শিশুর সঠিক পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া;

(ঙ) বসত বাড়িতে পুষ্টিকর খাবার তৈরীর সহজ উপায় সম্পর্কে মায়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান :

(চ) মায়েদের সাথে স্বামী এবং শাশুড়ীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পুষ্টি সম্পর্কে কুসংস্কার দূর কার ;

(ছ) পরিবারে মায়েদের/নারীদের অবদান সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের সচেতনতা সৃষ্টি করা ;

(জ) বাল্য বিবাহ ও যৌতুক বন্ধে কিশোর কিশোরী, অভিভাবক ও স্থানীয়দের ভূমিকা তুলে ধরা ।

১১। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা: ৯,৯০০ জন

১২। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন : প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ১ বছরে ৩৯৬ ব্যাচে ৯৯০০ জন নারী ও শিশুকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৮.১৪ "গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ)" কর্মসূচি

১. কর্মসূচির নাম : "গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা কালীগঞ্জ)" কর্মসূচি

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৪. কর্মসূচি পরিচালক : ফারহানা আখতার, গবেষণা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

৫. কর্মসূচি এলাকা : গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা।

৬. বাস্তবায়নকাল : মূলঃ জুলাই/২০১৭ – জুন/২০২০ সংশোধিতঃ জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১

৭. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৭৮২.০০ লক্ষ টাকা।

৮. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ৪২৬.৪৯ লক্ষ টাকা (৫৫%)।

৯. চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৪৭.৮১ লক্ষ টাকা

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম :

- ০৬ তলা ভিতের উপর ০৪ তলা মহিলা বিপণী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) নির্মাণ।
- নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীকরণ।

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা : ৫০০ জন

১২. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অগ্রগতি : ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৮.১৫ গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কর্মসচি

১. কর্মসূচির নাম : 'গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দিপ্ত ফাউন্ডেশন, ঢাকা

৪. কর্মসূচি পরিচালক : মোহাম্মদ ইয়ামিন খান, উপসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৫. কর্মসূচি এলাকা : ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর, সাভার

৬. বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৯ – জুন, ২০২১

৭. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ২৬৩.৯৯ (লক্ষ টাকায়)

৮. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ৬.১৪ (লক্ষ টাকায়)

৯. চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ : ১৭৩.১৬ (লক্ষ টাকায়)

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম :

১। গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

২। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং।

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা : -

১২. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অগ্রগতি ৬.১৪ (লক্ষ টাকায়)

৮.১৬ মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপণী কেন্দ্র (জয়িতা মুন্সিগঞ্জ) কর্মসূচি

১. কর্মসূচির নাম : মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপণী কেন্দ্র (জয়িতা মুন্সিগঞ্জ) কর্মসূচি

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৩. কর্মসূচি পরিচালক : মো: মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মোবাইল নং ০১৭১২০২০৪৬৭

৪. কর্মসূচি এলাকা : মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা

৫. বাস্তবায়নকাল : মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০২১

৬. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৮৫৪.০০ (আট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) লক্ষ টাকা

৭. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ১.৪৪ (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) লক্ষ টাকা

৮. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ : ৩৩৪.০০ (তিন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ) লক্ষ টাকা

৯. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্যয় : ০.৬০ (ষাট হাজার) লক্ষ টাকা

১০. কর্মসূচির মূল কার্যক্রম : মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র স্থাপন (জয়িতা কমপ্লেক্স ভবন)

ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সমিতি ভিত্তিক সংগঠিত করে তাদের উৎপাদিত পণ্যবিপনণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা: ৫০০ জন উদ্যোক্তা মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে

১২. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জন : জয়িতা কমপ্লেক্স ভবন নিমার্ণের জন্য নির্ধারিত জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া

অবহিতকরণ সভা ও এ্যাডভাইজারী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেড নির্বাচন সংক্রান্ত সভা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুন্সিগঞ্জ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.১৭ নতুন নারী উদ্যোক্তাসৃজন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বহুমূখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন কর্মসূচি

১.	কর্মসূচিরনাম	:	নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃজন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বহুমূখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন কর্মসূচি।
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলাওশিশুবিষয়কমন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারীসংস্থা	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
	সহযোগী সংস্থাঃ		নতুন প্রজন্ম উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।
৪.	কর্মসূচিপরিচালক	:	ফারহানা আখতার, গবেষণা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৫.	কর্মসূচিএলাকা	:	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও ফরিদপুর জেলা সদরে কর্মসূচি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২।
৭.	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	:	৪৩২.৭০লক্ষ টাকা।
৮.	কর্মসূচির মোট ব্যয়	:	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪০.১১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৭.৩৭%।
৯.	চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৪৩.৯০লক্ষ টাকা
১০.	কর্মসূচিরমূল কার্যক্রম	:	নারী উদ্যোক্তাদের পাটজাত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
১১.	উপকারভোগীরসংখ্যা	:	৪৯৫০জননারী।
১২.	২০১৮-১৯অর্থবছরে অগ্রগতি		৫৫ টি ব্যাচে মোট ১৬৫০জননারীকেপ্রশিক্ষণপ্রদান করাহয়েছে।

৮.১৮ জয়িতার খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

১.	কর্মসূচির নাম	:	“জয়িতা-র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক কর্মসূচি
২.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জয়িতা ফাউন্ডেশন
৪.	কর্মসূচি পরিচালক	:	মো: রুকনুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক, জয়িতা ফাউন্ডেশন
৫.	কর্মসূচি এলাকা	:	ঢাকাসহ ০৭ (সাত) টি বিভাগীর শহর
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত

৭. কর্মসূচির মোট বরাদ্দ : ৪৬০.০০ (চারশত ষাট) লক্ষ টাকা।

৮. কর্মসূচির মোট ব্যয় : ১৩১.৬৬ লক্ষ টাকা

৯. চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ : ২.১৮ লক্ষ টাকা

১০. কর্মসচির মূল কার্যক্রম : জয়িতা ফুড কোর্ট, রান্না ঘর, খাবার স্টল সমূহ ক্রেতাবান্ধব ও আধুনিকায়নসহ খাবার পরিবশনা ও প্রস্তুতকরণের মান পরিবর্তনের নিমিত্ত ফুড এবং বেভারেজ, ফুড এবং বেভারেজ প্রডাকশন, পেস্ট্রি এবং বেকারী, কিচেন ম্যানেজমেন্ট, ক্যাফে ম্যানেজমেন্ট এর উপর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ।

১১. উপকারভোগীর সংখ্যা: ৬০০ জন।

১২ সেশনসমূহ ৩০ দিন ব্যাপী ফূড এবং বেভ্যারিজ সার্ভিস, ফুড এবং বেভারিজ প্রোডাকশন, পেষ্ট্রি এবং বেকারী, কিচেন ম্যানেজমেন্ট, ক্যাফে ম্যানেজমেন্ট, ক্যাফে জয়িতার উদ্যোক্তা ও সেলস গার্সলদের প্রশিক্ষণ, ক্যাফে জয়িতার উদ্যোক্তা ও সেলস গার্লসদের সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.১৯ কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ কর্মসূচি।

১. কর্মসূচির নাম : কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ"কর্মসূচি।

২. কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত (কর্মসূচির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আগামী জুন/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে)।

৩. ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ১৮৬.৭৯ (এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ ঊনআশি হাজার) টাকা

৪. মোট বরাদ্দ ও অর্থের উৎস : ৯৩০.৫০ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বাংলাদেশ সরকার

৫. কর্ম এলাকা : সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় কর্মসূচির নির্দিষ্ট এলাকা।

৬. লক্ষ ও উদ্দেশ্য : লক্ষসমূহঃ

১) বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি।

২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের জীবন মনোনয়ন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩) সীমানা প্রাচীর তৈরীসহ ভূমি উন্নয়ন এবং ৫ (পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণ।

৪) প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ, সেলাই মেশিন সরবরাহ।

৫) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ।

উদ্দেশ্যঃ

সুনামগঞ্জ জেলার এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ করা।

৭. কার্যক্রম : বাংলাদেশের গরীব, গৃহহীন, এতিম এবং বিভিন্নভাবে অসহায় পরিবারের মেয়ে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিএফএ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অরফানেজ এর মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য আবাসন সুযোগ বৃদ্ধি করে তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য পৃথক দুটি ভবন নির্মাণ করা বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেখানে উল্লেখ সংখ্যক মেয়ের আবাসিক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮. ২০২০-২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি : উক্ত কর্মসূচির আওতায় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজের জন টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। ভবন ২ (দুই)টি নির্মাণের জন্য ই-জিপি টেন্ডারের মূল্য বাবদ বিগত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে ৭,৯৬,৮৭,৮০০/- (সাত কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত) টাকায় KINGDOM Builders Limited, House no-470, Road no-31,DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206 কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে কার্যাদেশ এবং স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী উক্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।